ইসলামী ব্যাংকিং

তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি

আবদুর রকীব
শেখ মোহম্মদ

ইসলামী ব্যাংকিং

তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি

আবদুর রকীব
শেখ মোহম্মদ

আল-আমীন প্রকাশন

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিং

তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি

আবদুর রকীব
শেখ মোহম্মদ

প্রকাশক
আলাউদ্দীন আহমদ
আল-আমীন প্রকাশন
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১৩৯০৫১, ০১১-০৯১৫০৭

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০৪

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ
১৩১, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৩৬৬৭৯

মূল্য
বোর্ড বাঁধাই ঃ ২০০.০০ টাকা
পেপার ব্যাক ঃ ১৯০.০০ টাকা

ISBN : 984-8486-07-7

Islami Banking : Tatta • Proyog • Paddhati'(Islami Banking : Theory • Practice • Procedure).
Written by **Abdur Raquib** and **Shaikh Mohammad**, Published by **Al-Amin Prokashan**,
38/3, Computer Complex, Bangla Bazar, Dhaka.
First Edition : April 2004

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইসলামী অর্থনীতি আজ সমগ্র বিশ্বে বাস্তবতা। বিশ্বগ্রামের বনী আদম সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার করালগ্রাস থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পেয়েছে নতুন দিক-নির্দেশনা। সমগ্র বিশ্বের আস্তিক মানুষগুলো আজ সুদী লেনদেন থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিশ্বের শতোর্ধ দেশে তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিন হাজারেরও অধিক ইসলামী ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। প্রায় দু'যুগের পথ চলে এ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাংকের আসন গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ, শাহজালাল ব্যাংক লিঃ, এক্সিম ব্যাংক লিঃ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এগিয়ে এসেছে। তাছাড়া প্রাইম ব্যাংক লিঃ-সহ প্রচলিত বেশ কিছু ব্যাংক তাদের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলেছে।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতির ওপর আমাদের দেশে প্রামাণ্য কোন গ্রন্থ নেই। এ বিষয়ে অনন্যসাধারণ গ্রন্থ পাঠককে উপহার দিতে এগিয়ে এসেছেন প্রবীণ ব্যাংকার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুর রকীব। জনাব আবদুর রকীব বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থের অন্য লেখক হচ্ছেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিডেট-এর এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ মোহম্মদ। লেখকদ্বয় অভিজ্ঞতার নিরিখে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতি এবং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর তুল্য-মূল্য বিশ্লেষণ করে প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে পাঠকদের অনেক দিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা বাংলা ভাষায় অনন্য সংযোজন।

আলাউদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

ইসলামী ব্যাংক একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক, যার মূল ভিত্তি ইসলামী শরীয়াহ্। ইসলামী অর্থনীতি এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিকাশ ও প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বাংলাদেশে বিগত কয়েক দশক ধরে ক্রমাগতভাবে এক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ পুস্তক ও প্রকাশনার প্রসার ঘটছে যা অত্যন্ত আশাপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক। এটা বাংলাদেশের প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে সুদমুক্ত অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে উক্ত প্রচেষ্টায় কিছুটা হলেও যোগ করার ইচ্ছা পোষণের ফলস্বরূপ আমাদের এ ক্ষুদ্র উদ্যোগ। এ গ্রন্থে যথাসাধ্য সহজ ও সাবলীল ভাষায় ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংকিং-এর তত্ত্ব, প্রয়োগ ও পদ্ধতি উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি সাধারণ পাঠকদের প্রতি লক্ষ্য রেখে রচিত হলেও আশা করি, এটা ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যাংকার বিশেষভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের নীতি-নির্ধারক, সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রাহকবৃন্দের উপকারে আসবে। বইটি অধ্যয়নপূর্বক যদি কেউ ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতিতে কিছুটা অবদান রাখতে পারেন, তবেই আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হবে।

বইটি প্রথম মুদ্রণ হিসেবে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। এ জন্য আমরা সর্বস্তরের পাঠকবৃন্দের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। বইটি অধ্যয়নের সময় কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশেষ করে শরীয়াহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদেরকে অবহিত করলে কৃতার্থ হব এবং পরবর্তী সময়ে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। এছাড়া বইটির মানোন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণের জন্য সকলের বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরি এবং মুদ্রণে আমরা যাঁদের সাহায্য নিয়েছি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

তারিখ ঃ
ঢাকা
১৯ এপ্রিল ২০০৪

আবদুর রকীব
শেখ মোহম্মদ

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

আবদুর রকীব ঃ জনাব আবদুর রকীব বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট। তিনি একজন কৃতী কৃষি অর্থনীতি গবেষক। অপারেশনাল ব্যাংকিং এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে ব্যাপক দক্ষতা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে কৃষি উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ে এম.এ.ডি.ই. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স এণ্ড ব্যাংকিং বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করেছেন। জনাব আবদুর রকীব তদানীন্তন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, পাকিস্তানের একজন ডিপ্লোমা এ্যাসোসিয়েট। জনাব আবদুর রকীব বিশ্বব্যাংকের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট-এর একজন আন্তর্জাতিক ফেলো। তিনি পল্লী কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশন, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর সদস্য ছিলেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি কমিশনের সদস্য হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গ্রামীণ ফাণ্ড-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা, কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আইইউবিএটি)-এর বোর্ড অব গভর্নরস-এরও সদস্য। জনাব আবদুর রকীব একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৬৭ সালে তিনি তদানীন্তন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ও বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর প্রধানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, কৃষি ঋণ বিভাগ, পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগে বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রেষণে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর প্রধানেরও দায়িত্ব পালন করেন এবং নরওয়ের নোরাড-এর অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে প্রায় ৪ বছর দায়িত্ব পালন করেন। জনাব আবদুর রকীব কৃষি ঋণ এবং পল্লী উন্নয়ন বিষয় বিশেষজ্ঞও। তিনি দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জার্নালে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখেন। বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরান, দুবাই, সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন প্রভৃতি দেশ সফর করেন।

শেখ মোহম্মদ ঃ জনাব শেখ মোহম্মদ ১৯৫৩ সালে খুলনা জেলার বর্তমান রূপসা উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব-বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। উক্ত ব্যাংকে তিনি প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগে ও কুষ্টিয়া শাখার বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন এবং ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় ও প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট-এর সচিবালয়ে কর্মরত আছেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ থেকে ডিএআইবিবি ডিগ্রি লাভ করেন এবং একই প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য। তিনি ব্যাংকের উদ্যোগে হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বাহ্‌রাইন, মিশর ও সুদান এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে চীন, থাইল্যান্ড, ভারত ও নেপাল সফর করেন। তিনি সফরকালে বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী ও শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারেও অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

আল আমীন প্রকাশন

কয়েকটি প্রকাশনা

আল-কুরআন		জিজ্ঞাসা ও জবাব ড. আবদুল ওয়াহিদ
তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাস	:	প্রফেসর আবদুস সামাদ সারিম আল আযহারী ড. আবদুল ওয়াহিদ অনূদিত
বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স)		যায়নুল আবেদীন রাহনুমা আবু জাফর অনূদিত
ইসলামী অর্থনীতি	:	দর্শন ও কর্মকৌশল শাহ আবদুল হান্নান
ইসলামী ব্যাংকিং	:	তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি আবদুর রকীব/শেখ মোহম্মদ
আল মাহমুদের বিশ্বাসের কবিতা	:	জাকির আবু জাফর সম্পাদিত
মুসাদ্দাস-ই-হালী	:	গোলাম মোস্তফা
চন্দ্রলোকে গণ্ডগোল	:	আতা সরকার
অন্য ক্ষেত অন্য ফসল	:	ড. আবদুল ওয়াহিদ অনূদিত
জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ব্যক্তি ও জীবন	:	ড. আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত
প্রফেসর ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন কর্ম ও জীবন	:	মেসবাহ উদ্দীন আহমাদ সম্পাদিত
বিন্দু বিন্দু জল	:	মকবুলা পারভীন
তাবুক অভিযান : বিশ্বের প্রথম ঐতিহাসিক লং মার্চ : রহমান মুজনিব	:	ড. আবদুল ওয়াহিদ অনূদিত
কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী : জীবন ও কর্ম	:	ড. আবদুল ওয়াহহিদ সম্পাদিত
সিয়াম	:	জামাল বাদাবী মেসবাহ উদ্দীন আহমাদ অনূদিত

www.pathagar.com

ঃ সূচিপত্র ঃ

প্রথম অধ্যায়

ব্যাংক ও অর্থ ব্যবস্থা ১৫
- ব্যাংকের সংজ্ঞা ১৫
- পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা ১৬
- কমিউনিজম বা সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা ১৭
- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুদ ১৯
- সুদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন পাকের আয়াত ২০
- সুদ সম্পর্কে পবিত্র হাদীস শরীফের বাণী ২১
- রিবা বা সুদের শ্রেণী বিভাগ ২৩
  - রিবা নাসিয়া ২৩
  - রিবা ফদল ২৩

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং ২৫
- ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি ২৫
- বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের পটভূমি ২৫
- ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ২৬
- ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য ২৬
- ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৮
- ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী ২৯

চতুর্থ অধ্যায়

আমানত/জমা গ্রহণ ৩০
- আল-ওয়াদিয়াহ্ হিসাব ৩০
- মুদারাবা হিসাব ৩০
  - মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ৩১
  - মুদারাবা মেয়াদী হিসাব ৩১
  - মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব ৩১
  - মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড ৩২

www.pathagar.com

মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব ৩৩
মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব ৩৩
মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব ৩৪
মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব ৩৪
মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব ৩৪
মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট ৩৫
মুদারাবা জমার উপর লাভ বন্টনের নীতিমালা ৩৫

পঞ্চম অধ্যায়

চেক ৩৮
চেকের সংজ্ঞা ৩৯
চেকের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৪০
চেকের পক্ষসমূহ ৪১
চেকের প্রকারভেদ ৪৩
বিভিন্ন প্রকার চেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৪৩
বাহক চেক ৪৩
আদেশ বা হুকুম চেক ৪৩
দাগ কাটা চেক ৪৩
সাধারণ দাগ কাটা চেক ৪৩
বিশেষ দাগ কাটা চেক ৪৩
খোলা চেক ৪৪
ফাঁকা চেক ৪৪
বাসি চেক ৪৪
হারানো চেক ৪৪
চুরি হওয়া চেক ৪৫
প্রতারণা বলে প্রাপ্ত চেক ৪৫
প্রত্যায়িত চেক ৪৫
বাজার চেক ৪৫
উপহার চেক ৪৫
পূর্ব তারিখযুক্ত চেক ৪৫
অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক ৪৫
ছেঁড়া বা জীর্ণ চেক ৪৫
ভ্রমণকারীর চেক ৪৬

www.pathagar.com

চেকের বিভিন্ন প্রকার দাগ কাটার ফলাফল ও তাৎপর্য ৪৬
চেকের হস্তান্তর ৪৭
চেকের অনুমোদন ৪৮
অনুমোদনের শর্তাবলী ৪৮
অনুমোদনের প্রকারভেদ ৪৯
চেকের জালিয়াতি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে ব্যাংকের নিরাপত্তা ৫০
চেকের অমর্যাদা বা প্রত্যাখ্যান ৫২

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিনিয়োগ

বিনিয়োগ পদ্ধতি ৫৩
ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ ৫৩
মূল্য নির্ধারণের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় ৫৪
মূল্য পরিশোধের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় ৫৫
বাই-মুরাবাহা ৫৬
বাই-মুরাবাহার অর্থ ৫৬
বাই-মুরাবাহার সংজ্ঞা ৫৬
বাই-মুরাবাহার প্রকারভেদ ৫৬
বাই-মুরাবাহার বৈশিষ্ট্যসমূহ ৫৭
বাই-মুয়াজ্জাল ৫৮
বাই-মুয়াজ্জালের অর্থ ৫৮
বাই-মুয়াজ্জালের সংজ্ঞা ৫৮
বাই-মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৫৯
বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জালের মধ্যে পার্থক্য ৬০
বাই-সালাম ৬০
বাই-সালামের অর্থ ৬০
বাই-সালামের সংজ্ঞা ৬০
বাই-সালামের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৬০
বাই-সালামের শর্তাবলী ৬১
প্যারালেল (Parallel) সালাম ৬২
ইসতিস্‌না ৬২
ইসতিস্‌নার অর্থ ৬২
ইসতিস্‌নার সংজ্ঞা ৬২
প্যারালেল (Parallel) ইসতিস্‌না ৬২

www.pathagar.com

ইসতিস্‌নার বৈশিষ্ট্যসমূহ ৬৩
ইসতিস্‌নার শর্তাবলী ৬৩
বাই-সালাম ও ইসতিস্‌নার মধ্যে পার্থক্য ৬৪
'ক্রয়-প্রতিনিধি' নিয়োগ ৬৪
বাই পদ্ধতির আওতায় ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি ৬৭
বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ৭০
ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগে সম্ভাব্য অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতি ৭০
বাই-সালামের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ৭১
ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ৭১
সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য ৭৩
বাই-আল্‌-ইনা ৭৫
মুদারাবা ৭৬
মুদারাবার ভিত্তি ৭৬
মুদারাবার অর্থ ৭৬
মুদারাবার সংজ্ঞা ৭৭
মুদারাবার প্রকারভেদ ৭৭
মুদারাবার শর্তাবলী ৭৭
মুদারিবের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা ৭৯
সাহিব আল-মালের ভূমিকা ৮০
মুদারিব কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের ফলাফল ৮০
মুদারাবার বিলোপ সাধন ৮০
মুশারাকা ৮১
শিরকাত ৮১
শিরকাতের প্রকারভেদ ৮১
শিরকাত আল-মিল্‌ক ৮১
শিরকাত আল-আক্‌দ ৮২
শিরকাত আল-মুফাবাদা ৮২
শিরকাত আল-ইনান ৮২
শিরকাত আল-আবদান ৮৩
শিরকাত আল-উজূহ ৮৩
মুশারাকার সংজ্ঞা ৮৪
মুশারাকার প্রকারভেদ ৮৪
স্থায়ী মুশারাকা ৮৪
ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা ৮৪

www.pathagar.com

মুশারাকার শর্তাবলী ৮৫
মুশারাকার বিলোপ সাধন ৮৬
মুশারাকা ও মুদারাবার মধ্যে পার্থক্য ৮৭
হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক ৮৮
শিরকাত ৮৮
ইজারা ৮৮
বিক্রয় ৮৮
হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌কের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮৯
হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌কের শর্তাবলী ৯০
বিনিয়োগ প্রদানের পদ্ধতি ৯২
গ্রাহক নির্বাচন ৯২
আবেদন ৯৪
প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন ৯৫
মঞ্জুরী ৯৮
দলিলপত্র সম্পাদন ৯৯
বীমা ১০২
বিতরণ ১০৩
তদারকী ও আদায় ১০৪
ক্ষতিপূরণ ১০৭
রেয়াত ১১৩

সপ্তম অধ্যায়
চুক্তি ১১৪
চুক্তির মৌলিক ধারণা ১১৪

অষ্টম অধ্যায়
বৈদেশিক বাণিজ্য ১১৮
ঋণপত্র ১১৮
ঋণপত্রের পক্ষসমূহ ১২০
ঋণপত্রের প্রকারভেদ ১২০
শরীয়াহ্‌র আলোকে ঋণপত্র ১২৪
ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্রে অর্থায়ন ১২৬
বৈদেশিক বিনিময় ১২৭
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ১২৮

www.pathagar.com

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের তত্ত্বসমূহ ১২৮
বিভিন্ন প্রকারের বিনিময় হার ১৩০
বিনিময় হার উদ্ধৃতিকরণ পদ্ধতি ১৩১
বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ১৩৪
আমদানী ১৩৭
আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ১৩৭
আমদানীকারকদের নিবন্ধীকরণ ১৩৭
এলসি অথোরাইজেশন ফরম ১৩৮
ঋণপত্র ও আমদানীর বিপরীতে অর্থ প্রেরণ ১৪১
ব্যাক টু ব্যাক এলসি ১৪৫
রপ্তানী ১৪৬
বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ ও পদের ব্যাখ্যা ১৫৫

নবম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণমুখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ ১৫৬
গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প ১৫৬
ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প ১৬১
ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প ১৬৫
গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প ১৭০
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম ১৭৪
পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প ১৭৫
কার বিনিয়োগ প্রকল্প ১৭৮
পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ১৮৩
কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ১৮৮
ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প ১৯১

দশম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অন্যান্য কার্যক্রম ১৯৫
বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা বিনিময় ১৯৫
আমদানী বাণিজ্য ১৯৫
রপ্তানী বাণিজ্য ১৯৬
বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর ১৯৬
বিবিধ সেবা প্রদান ১৯৭
অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ১৯৭

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

বিনিয়োগের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং ১৯৮
বিনিয়োগের প্রকারভেদ ১৯৮
চলমান বিনিয়োগ ১৯৯
তলবী বিনিয়োগ ১৯৯
মেয়াদী বিনিয়োগ ১৯৯
স্বল্পমেয়াদী কৃষি বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ১৯৯
বিনিয়োগের শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি ১৯৯
বস্তুগত মাপকাঠি ১৯৯
গুণগত মাপকাঠি ২০১
শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ হিসাবায়ন ২০২
প্রভিশন সংরক্ষণ ২০৩
সিএল ফরম ২০৪

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা ২০৭
মূলধন ২০৮
CORE Capital ২০৮
Supplementary Capital ২০৮
Risk Weighted Assets ২০৯
Credit Conversion Factors ২১২
Calculation ২১৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যাংক গ্যারান্টি ২২৩
ব্যাংক গ্যারান্টির সংজ্ঞা ২২৩
ব্যাংক গ্যারান্টির বিষয়বস্তু ২২৩
ব্যাংক গ্যারান্টির পক্ষসমূহ ২২৩
ব্যাংক গ্যারান্টির প্রকারভেদ ২২৩
Tender/Bid গ্যারান্টি ২২৪
Performance গ্যারান্টি ২২৪
Shipping গ্যারান্টি ২২৪
Advance Payment গ্যারান্টি ২২৪
Customs গ্যারান্টি ২২৪

www.pathagar.com

ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু সংক্রান্ত নিয়মাবলী ২২৪
ব্যাংক গ্যারান্টির নবায়ন, বর্ধিতকরণ ও সংশোধন ২২৫
ব্যাংক গ্যারান্টির রদকরণ ২২৫
ব্যাংক গ্যারান্টির মূল্য পরিশোধ/নগদায়ন ২২৬

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সম্ভাবনা ও সমস্যা ২২৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২২৯
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর কার্যক্রম ২২৯
আমানত/জমা গ্রহণে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য ২২৯
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা ২৩০
বৈদেশিক বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংকের অগ্রগতি ২৩২
সীমাবদ্ধতা ২৩৩
উপসংহার ২৩৫

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ : মুশারাকা বিনিয়োগের আবেদনপত্র ২৩৬
পরিশিষ্ট-২ : মুশারাকা বিনিয়োগের মঞ্জুরীপত্র ২৪২
পরিশিষ্ট-৩ : মুশারাকা চুক্তিপত্র ২৪৬
পরিশিষ্ট-৪ : মুদারাবা বিনিয়োগের আবেদনপত্র ২৫০
পরিশিষ্ট-৫ : মুদারাবা বিনিয়োগের মঞ্জুরীপত্র ২৫৫
পরিশিষ্ট-৬ : মুদারাবা চুক্তিপত্র ২৫৯
পরিশিষ্ট-৭ : ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য আবেদনপত্র ২৬৩
পরিশিষ্ট-৮ : ব্যাংক গ্যারান্টির মঞ্জুরীপত্র ২৬৮

তথ্যসূত্র

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ব্যাংক ও অর্থ ব্যবস্থা

ব্যাংকের সংজ্ঞা

ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানতকারীদের উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে জমা রাখে এবং তা থেকে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদেরকে অর্থের সংস্থান করে।

ব্যাংক সঞ্চয়/আমানতকারী এবং উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

A bank is a financial intermediary between the savers/depositors of money and the users of money for business, commerce and industry.

অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা হলো :

১. ব্যাংক নিজের ও অন্যের ঋণের ব্যবসায়ী।

A bank is a dealer in debt – his own and other people's.

– জি. ক্রাউথার।

২. ব্যাংক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যার প্রধান কাজ হলো জনগণের অব্যবহৃত অর্থ সংগ্রহ করে তা অন্যদেরকে ধার দেয়া ।

A bank is an institution, the principal function of which is to collect the unutilized money of the people and to lend it to others.

– আর. পি. কেন্ট।

৩. অর্থ নিরাপদে রাখা এবং ঋণ মঞ্জুর ও হস্তান্তর করার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন ফার্মই ব্যাংক।

Banks are variety of firms for the safe keeping of money and for the granting and transfer of credit.

- অধ্যাপক কোলব্রন।

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ থেকে ব্যাংকের একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় । তাই বলা যায়, ব্যাংক হলো বিনিয়োগ/অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কম মুনাফায়/সুদে জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ

www.pathagar.com

করে অপেক্ষাকৃত বেশি মুনাফায়/সুদে অন্যদেরকে বিনিয়োগ/ঋণ প্রদান করে, আমানতকারীদের চেক পরিশোধ করে এবং তাদের চেকের মূল্য সংগ্রহ ও জমা করে, বিনিময় বিল বাট্টা করে এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করে। অর্থাৎ ব্যাংক অর্থের/সম্পদশালীদের জমা ও বিনিয়োগ/ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে সংযোগ বা মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে।

আলোচনায় আমরা ব্যাংকের উৎপত্তি, অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। এ গ্রন্থের মূল বিষয় হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং, তাই এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহের তুলনায় ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব এবং শোষণের হাতিয়ার প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান 'সুদ' সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেয়া দরকার।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি একাই তার স্ব-উপার্জিত সম্পদের মালিক এবং এতে অন্য কারো কোনোরূপ অধিকার নেই। উপার্জিত সম্পদ সে ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বার্থপরতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদ অর্জন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতা জন্মে। এখানে পরোপকার বা সমাজ কল্যাণের কোনো স্থান নেই! এখানে ব্যক্তির আয়ত্বাধীন অর্থোপার্জনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ তার নিজস্ব এবং এগুলো ব্যবহার করা না করা তার ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করে। এ অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যেখানে মানব কল্যাণের সকল বিষয়ই হয়ে পড়ে অকার্যকর। সম্পদ আহরণ ও এর উপায়-উপকরণ পর্যায়ক্রমে একটি সৌভাগ্যবান গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয় এবং সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। ধনী ক্রমাগতভাবে ধনী এবং গরীব ক্রমাগতভাবে গরীব হতে থাকে। এ অর্থ ব্যবস্থায় সুদের লেনদেন অপরিহার্য।

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে সর্বাধিক পণ্য ও সম্পদ উৎপাদন এবং ব্যক্তিগত অভাব পূরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান।

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যক্তি মালিকানা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণে অবারিত স্বাধীনতার অপরিহার্যতা।

৩. সম্পদ বন্টনে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদক শ্রেণী কর্তৃক বিকেন্দ্রীকরণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবশ্যকতা।

www.pathagar.com

৪. বন্টনের দক্ষতা ও সমতার ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ ভূমিকার অভাব।

৫. মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের মাধ্যমে সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ অর্জন করা।

সুতরাং, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণের জন্য কোনো বাধ্য-বাধকতামূলক ব্যবস্থা নেই। এখানে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট।

কমিউনিজম বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত যে অর্থব্যবস্থা তা হচ্ছে কমিউনিজম বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় অর্থ উপার্জনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সমাজের সম্মিলিত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত । তাই কোনো কিছুকে ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করে নিজের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করা এবং তা থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করার অধিকার তার নেই। এ অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক চাহিদা ও সরবরাহ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এখানে বাজারের ভূমিকা নগণ্য।

সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে সে শুধু কাজ করবে। তার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ করবে সমাজ এবং তাকে সমাজ বা রাষ্ট্রের নির্দেশ মতো কাজ করে যেতে হবে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার কোনো অস্তিত্ব নেই, ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা দু'টি পরস্পরবিরোধী মতাদর্শ। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা অবশ্যই ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক অধিকার দান করে কিন্তু সমাজের কল্যাণ বা স্বার্থের জন্য কিছু করার ব্যাপারে তাকে বাধ্য করার মতো কোনো ব্যবস্থা এতে নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা, ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এ জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তা রীতিমত মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যহীন। স্ব-স্ব অধিকার থেকে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে তাকে কেবলমাত্র সমাজের একজন দাসে পরিণত করা হয়।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দু'টি পরস্পরবিরোধী অর্থব্যবস্থার মাঝে ইসলাম একটি ভারসাম্যমূলক অর্থব্যবস্থার রূপ দিয়েছে। পৃথিবীর এই বিশাল সম্পদরাজির সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষের এ সকল সম্পদ ভোগ দখলের অধিকার আছে, তবে সম্পদ জড় বা পুঞ্জিভূত করে অন্যকে ভোগ দখলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার তার নেই। পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা আল-হাশরের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

www.pathagar.com

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ كَيْلاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জিভূত না হয়।

এ ব্যবস্থায়, ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক ব্যক্তিগত অধিকার দান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে সম্পদ বন্টনের ভারসাম্যও রক্ষা করা হয়েছে। এ অর্থ ব্যবস্থায়, ব্যক্তি মালিকানা ও মালিকানাধীন ধন-সম্পদের যেরূপ ইচ্ছামতো ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে অনুরূপভাবে এসব অধিকার ও ক্ষমতার উপর কিছু নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ফলে কোনো স্থানে সম্পদ ও সম্পদ আহরণের উপকরণাদির অস্বাভাবিক কেন্দ্রীভূত হবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়েছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এখানে কোনো ব্যক্তিকে সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলতে বাধা না দিলেও তার এ সম্পদ অন্যের অনাহারে দিন যাপন করার কারণে পরিণত হয় না। এ ব্যবস্থা আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদ থেকে প্রত্যেককে তার অংশ দিতে চায়। কিন্তু এ জন্য ব্যক্তির সম্পদ অর্জনের শক্তি, উৎসাহ ও যোগ্যতার উপর অবশ্যই কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় না।

==●==

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুদ

সুদ

সুদ হচ্ছে শোষণের হাতিয়ার। সুদ কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলীই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এটা একটি অকল্যাণকর ব্যবস্থা। সুদী ব্যবস্থা অর্থনীতিকে ধ্বংস করে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাবিদ সুদের বিরুদ্ধে এবং এর কুফল সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। সেন্ট টমাস একুইনিয়াম ও তাঁর অনুবর্তী লেখকগণ দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সুদের স্বীকৃতি দেননি। প্রাচীন ইহুদী মতবাদেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। মধ্য যুগের ইহুদীগণ এ নীতির পরিবর্তন করে ইহুদী জনগণ অ-ইহুদীদেরকে ঋণ দিলে সে ক্ষেত্রে সুদ বৈধ করে। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে সুদের লেনদেন বৈধ ছিল না।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল সুদকে জালিয়াতিমূলক ব্যাখ্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এরিস্টটল সুদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, একটি টাকা অন্য একটি টাকার জন্ম দিতে পারে না। রোমান দার্শনিকগণ সুদকে মানুষ খুনের মতো পাপ কার্য বলে মনে করতেন । পরবর্তীতে রোমান আইনে সুদের জন্য নিম্নহার নির্ধারণের কথা বলা হয় । বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনস সুদের অশুভ পরিণতি ব্যাখ্যা করে সুদের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের পরামর্শ দেন। কিন্‌স তাঁর রচিত 'The Theory of Employment, Interest and Money' নামক গ্রন্থের 'Observations on Nature of Capital' শীর্ষক আলোচনায় স্পষ্টত 'ইসলামী ব্যাংকিং' ধারণাকেই স্বীকৃতি দেন এবং জনসাধারণকে সুদভিত্তিক বিনিয়োগের পরিবর্তে উৎপাদনশীল উদ্দেশ্য গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের আহবান জানান।

সুদের ভয়াবহতা সব ধর্মেই স্বীকৃত। তবে যুগের পরিবর্তনে মানুষ তাদের ধর্মকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে নিয়েছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার মৌলিক নীতিমালা শাশ্বত এবং কারো পক্ষে এর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি এবং হবেও না।

সুদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন মজীদে সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা হচ্ছে সূরা আররূম-এর ৩৯ নং আয়াত।

www.pathagar.com

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

অর্থাৎ মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদ যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র মনে যারা যাকাত দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।

সুদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন মজীদে দ্বিতীয় যে আয়াত নাযিল হয় তা হচ্ছে সূরা আন্-নিসার ১৬১ নং আয়াত।

وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

অর্থাৎ আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করত অন্যায়ভাবে।

পরবর্তীতে সূরা আল ইমরানের ১৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে -

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।

সূরা আল বাকারার ২৭৫-২৭৬ এবং ২৭৮-২৭৯ নং আয়াতের দ্বারা সুদ চূড়ান্ত-ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২৭৫ নং আয়াত

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

www.pathagar.com

অর্থাৎ যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, "ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মতো"। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

২৭৬ নং আয়াত

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝

অর্থাৎ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে।

২৭৮ নং আয়াত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

২৭৯ নং আয়াত

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

অর্থাৎ অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।

পবিত্র হাদীস শরীফে সুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবু জোহায়ফা (রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)-এর পুত্র বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে দেখলাম, তিনি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করে এনেছেন। ক্রীতদাসটির রক্তমোক্ষণ কার্যে দক্ষতা ছিল (তার কাছে শিঙ্গা লাগানোর যন্ত্রপাতিও ছিল । আমার আব্বা সেগুলো ভেঙে ফেললেন)। আমি আমার পিতাকে ঐ সব ভাঙার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিচে বর্ণিত তিন প্রকারের অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন- (১) রক্তমোক্ষণ কার্য দ্বারা অর্থ উপার্জন করা; (২) কুকুর বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জন করা এবং (৩) ক্রীতদাসীকে ব্যভিচারে

www.pathagar.com

লিপ্ত করে অর্থ উপার্জন করা । এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিচে বর্ণিত ব্যক্তিগণের প্রতি লানত করেছেন- (১) যে ব্যক্তি মানুষের শরীরে সুঁচবিদ্ধ করে চিত্র অঙ্কনের কার্য ও ব্যবসা করে; (২) যে ব্যক্তি স্বীয় শরীরে ঐ চিত্র গ্রহণ করে; (৩) যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করে; (৪) যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করে।

কোরআন মজীদে সুদের গোনাহের মতো এতো কঠোর ভাষায় অন্য কোনো গোনাহের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি । এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুদকে বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে যে চুক্তি করেন তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে পাঠান, যদি তোমরা সুদী কারবার কর, তাহলে তোমাদের সাথে চুক্তি ভেঙে যাবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। বনু মুগীরার সুদী কারবার আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সমস্ত পাওনা সুদ বাতিল করে দেন এবং মক্কায় তাঁর নিযুক্ত তহসীলদারকে লিখে পাঠান, যদি তারা (বনু মুগীরা) সুদ গ্রহণ করা থেকে বিরত না থাকে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।

বিদায় হজ্জে রাসূলে করীম (সা) ঘোষণা দিয়েছিলেন, জাহেলী যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস (রা)-এর সুদ বাতিল করলাম। তিনি আরো বললেন- সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের চুক্তিপত্র লেখক এবং এর উপর সাক্ষ্যদাতা সবার উপর আল্লাহর লানত।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের ভিত্তিতে এটা নিশ্চিত যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন ধারায় সুদকে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সুদ আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে একটি ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ।

আরবী 'রিবা' (ربوا) শব্দটির আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া বা বেশি হওয়া। কিন্তু উপরের আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সকল প্রকার বৃদ্ধিই রিবা বা সুদ নয়। কোরআন মজীদে রিবা বলতে যে বৃদ্ধিকে বোঝানো হয়েছে তা হলো ঋণের শর্ত হিসাবে আদায় করা। তদানীন্তন আরবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে রিবা শব্দটির প্রয়োগ হতো বিভিন্ন হাদীসে তার বর্ণনা পাওয়া যায়।

কাতাদাহ্ বলেন, জাহেলী যুগের রিবা ছিল, এক ব্যক্তি অন্যজনের কাছে কোনো জিনিস বিক্রি করতো এবং মূল্য আদায়ের জন্য তাকে নির্দিষ্ট সময় দিতো। এ সময়ের মধ্যে যদি সে মূল্য পরিশোধ না করতো তবে তাকে আরো সময় বাড়িয়ে দিয়ে মূল্য বাড়িয়ে দেয়া হতো।

আবু বকর আল-জাস্‌সাস বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা ঋণ গ্রহণ করার সময় একটি চুক্তি সম্পাদন করতো। তাতে বলা হতো, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসলের অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম রাযী বলেন, জাহেলী যুগে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়া হতো এবং প্রতি মাসে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করা

www.pathagar.com

হতো। মেয়াদ শেষে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে আসল আদায় করা হতো। যদি সে আসল পরিশোধে ব্যর্থ হতো তবে তাকে সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদও বাড়িয়ে দেয়া হতো।

মুজাহিদ বলেন, জাহেলী যুগে কেউ ঋণ গ্রহণ করে বলতো আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত সময় দাও তাহলে তোমাকে এ পরিমাণ বেশি দেব।

প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের লেনদেনসমূহকে আরবীয়রা নিজেদের ভাষায় 'রিবা' বলতো আর কোরআন মজীদে এই রিবাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রিবা বা সুদের শ্রেণীবিভাগ

ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিতে রিবা বা সুদ দু'ধরনের হতে পারে ঃ

১। রিবা নাসিয়া

২। রিবা ফদল।

রিবা নাসিয়া

ঋণ নগদ অর্থে অথবা দ্রব্য-সামগ্রীর আকারে যেভাবেই হোক না কেন তার উপর সময়ের ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হলে অর্থ বা দ্রব্য-সামগ্রীর সেই অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় 'রিবা নাসিয়া'। তৎকালীন আরবে রিবা বলতে যা বোঝা হতো এবং পবিত্র কোরআন শরীফে যে 'রিবা'-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা-ই রিবা নাসিয়া।

রিবা ফদল

একই জাতীয় পণ্য হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত অংশের কোনো লেনদেন হয় তবে তাকে 'রিবা ফদল' বলা হয়। যেমন- দুই কেজি খারাপ চালের পরিবর্তে এক কেজি ভালো চালের হাতে হাতে বিনিময়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই অতিরিক্ত অংশের লেনদেনকে হারাম গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো না। কারণ আমার ভয় হয় এর ফলে তোমরা সুদী কারবারে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে খয়বরের তহসীলদার নিযুক্ত করেছিলেন। সে সেখান থেকে (খাজনা বাবদ) উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, খয়বরের সমস্ত খেজুরই কি এ ধরনের হয়? সে জবাব দিল, জ্বী না, ওগো আল্লাহর রাসূল! আমরা যে মিশ্রিত খেজুর আদায় করতাম তা এ ভালো খেজুরের সাথে কখনও দু' সা'-এর বদলে এক সা' আবার কখনও তিন সা'-এর বদলে দু'সা' হিসেবে বিনিময় করতাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

www.pathagar.com

এমনটি করো না। প্রথমে এ মিশ্রিত খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো অতঃপর দিরহামের বিনিময়ে ভালো জাতের খেজুর কিনে নিও।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) আবারও বর্ণনা করেছেন, একবার বেলাল (রা) বরনী খেজুর (উৎকৃষ্ট জাতের খেজুর) নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এসব কোথা থেকে আনলে? বেলাল (রাঃ) জবাব দিলেন, আমাদের নিকট নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল, তা থেকে দু'সা' দিয়ে আমি এই এক সা' কিনে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওহ্ হো ! এ তো নির্ভেজাল সুদ! এমন কাজ কখনও করো না। তোমরা ভালো খেজুর কিনতে চাইলে তখন দিরহাম বা অন্য কিছুর বিনিময়ে নিজের খেজুর বিক্রি করো। অতঃপর বিক্রিত অর্থ বা বস্তুর বিনিময়ে ভালো খেজুর কিনে নিও।

উপরোক্ত বিনিময়টি রিবা ফদলের পর্যায়ে পড়ে। কেননা একই জাতীয় দ্রব্যসামগ্রীর কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমাণ হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় 'রিবা ফদল'। তাই উপরোক্ত বিনিময়টি হারাম। নিম্নমানের দ্রব্যের সাথে বেশি পরিমাণ বিক্রি করে ঐ অর্থ দিয়ে হয়ত বা উন্নতমানের বিনিময়ের অনুরূপ পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ বিনিময় এবং ক্রয়-বিক্রয় থেকে উদ্ভূত ফলাফল একই রূপ হলেও পদ্ধতিগত কারণে তথা একটু ঘুরিয়ে খাওয়ার কারণে তা হালাল হয়ে যায়। যারা ঘুরিয়ে খাওয়ার কথা বলে আসলে তাদের উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুরানোর জন্য বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিকার ক্রয়-বিক্রয় না হয়ে যদি মন্দ ও ভালো খেজুরের মালিকদ্বয় শুধু বৈধ করার জন্য এরকম ছলনা করে যে, আমি তোমার কাছে আমার দুই সা' মন্দ খেজুর এত টাকায় বিক্রি করলাম এবং ঐ টাকা দিয়ে তোমার এক সা' ভালো খেজুর কিনে নিলাম এবং প্রকৃত পক্ষে অর্থ ছাড়া শুধু খেজুরের আদান-প্রদান হলো। এমতাবস্থায় তা অবৈধ এবং রিবা ফদলের পর্যায়ে পড়বে। যারা ঘুরিয়ে খাওয়ার কথা বলে তারা যদি এই ছলনাকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে তবে তাদের উক্ত উক্তি যথার্থ। কিন্তু আসলে তারা এ উদ্দেশ্যে বলে না।

==●==

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি

ইসলামী অর্থব্যবস্থা তথা ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা নতুন নয়। এখন থেকে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) খাদীজা (রা)-এর সাথে যে ব্যবসায়িক লেনদেনে আবদ্ধ হন তার মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তীতে তথাকথিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মোহে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ সুদী কারবারে আকৃষ্ট হয় এবং ইসলামের সুদবিহীন সুশীতল ছায়া থেকে দূরে সরে যায়। পুনরায় আবার সুদের হিংস্র ছোবল মানুষকে বিষিয়ে তুলতে থাকে। ফলশ্রুতিতে শুরু হয় ইসলামী অর্থব্যবস্থার চিন্তা-ভাবনা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক ছিল কেবল দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের গবেষণা ও রচনার বিষয়। দ্বিতীয়ার্ধের ষাটের দশক ছিল বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকাল এবং সত্তরের দশক ছিল বাস্তবায়নের দশক। পরবর্তী দশকগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং কল্যাণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় অর্ধশত দেশে তিন শতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দশ হাজারেরও বেশি শাখা নিয়ে সাফল্যের সাথে সুদী ব্যবস্থাকে হার মানিয়ে তাদের কার্যক্রম দৃঢ়তার সাথে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের পটভূমি

১৯৭৪ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত OIC'র অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর দান করে। এই চার্টার অনুযায়ী বাংলাদেশসহ সকল সদস্য-রাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ দেশে ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে সম্মত হয়। পরবর্তীতে আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে আইডিবি-র একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ আইডিবি-র উদ্যোক্তা হিসেবে মূলধন বিনিয়োগের অনুকূলে সুপারিশ করেন।

www.pathagar.com

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপর বেশ কয়েকটি সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওয়ার্কশপ আয়োজিত হয়। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার ফলে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশ-বিদেশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ইসলামী সংস্থা বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের ধারণাকে বাস্তব রূপ দান করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ নিবন্ধিত হয়; ২৮ মার্চ ব্যাংকিং লাইসেন্স লাভ করে এবং একই বছর ৩০ মার্চ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক হিসাবে যাত্রা শুরু করে।

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালার আলোকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ওআইসি (OIC) ইসলামী ব্যাংকের একটি সুন্দর ও সাবলীল সংজ্ঞা দিয়েছে যা নিচে উদ্ধৃত করা হলো-

Islami Bank is a financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.

অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা এর মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সকল পর্যায়ে ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে সুদ বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অন্য এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংক এমন এক কোম্পানী যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত; ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা এমন ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের কোথাও এমন কোনো উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।

ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংক পদ্ধতিগত পার্থক্য ছাড়া প্রচলিত ব্যাংকের মতোই এর লেনদেন ও বিনিয়োগসহ সব ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম করে থাকে । ইসলামী ব্যাংক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রচলিত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক পার্থক্যগুলোর প্রধান প্রধান দিক নিচে উল্লেখ করা হলো-

- ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় কার্যাবলী পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তিতে পরিচালিত। পক্ষান্তরে, প্রচলিত ব্যাংকের কার্যাবলী মানব রচিত প্রচলিত ধারা অনুযায়ী পরিচালিত।

www.pathagar.com

- ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহর নির্দেশিত পথে সমাজ থেকে শোষণের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সহায়তা করা। পক্ষান্তরে, প্রচলিত ব্যাংক সাধারণ মানুষের সেবা ও কল্যাণের ব্যাপারে নির্বিকার, অর্থের ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নই এর প্রধান লক্ষ্য।
- ইসলামী ব্যাংক তার সকল কার্যক্রমে সম্পূর্ণরূপে সুদ পরিহার করে চলে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকের মূল ভিত্তিই হলো সুদ।
- ইসলামী ব্যাংকের আয়ের উৎস হলো মুনাফা, প্রচলিত ব্যাংকের আয়ের উৎস সুদ । সুদ পূর্ব-নির্ধারিত ও নিশ্চিত। সুদী ব্যবস্থায় খাতক সুদ প্রদান করতে বাধ্য থাকে এবং ঋণদাতার লোকসানের কোনো ঝুঁকি নেই। অন্যদিকে মুনাফা অনির্ধারিত এবং অনিশ্চিত। মুনাফা হিসাব করা হয় কারবার সম্পন্ন হওয়ার পর, এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীকে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়।
- ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হলো অংশীদারিত্বের। গ্রাহকের লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব ব্যাংকও বহন করে। অন্যদিকে প্রচলিত ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক মহাজন-খাতকের, গ্রাহকের লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব ব্যাংক বহন করে না। ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে নির্ধারিত সুদ পুরোপুরি আদায় করে নেয়।
- ইসলামী ব্যাংক সম্পদের সুষম বন্টন ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে নিজেকে সমাজ সংগঠনের একটি অংশ মনে করে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সহায়তা করা। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক সমাজের সাথে তার এ ধরনের সম্পর্ক ও সমন্বয়ের ব্যাপারে আদৌ চিন্তা করে না।
- ইসলামী ব্যাংক সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করার প্রয়াসী। এর রয়েছে সুস্পষ্ট সামাজিক অঙ্গীকার। এ ধরনের কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রচলিত ব্যাংকের নেই।
- ইসলামী ব্যাংক টাকার ব্যবসা নয়, অংশীদারিত্ব ও পণ্যের ব্যবসা করে। ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহককে সরাসরি টাকা না দিয়ে পণ্যের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে এবং পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে অর্জিত মুনাফাই ব্যাংকের মুনাফা । আবার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে ব্যাংক মুনাফার ভাগীদার হয় অথবা লোকসান বহন করে। প্রচলিত ব্যাংক টাকার ব্যবসা করে এবং সেখান থেকে সুদ আদায় করে; এর সাথে অংশীদারিত্বের বা পণ্যের প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ নেই।

www.pathagar.com

- ইসলামী ব্যাংক অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদন ও সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক এসব বিষয় বিবেচনা না করে মুনাফার উপরই অধিক গুরুত্ব দেয়।
- যেসব পণ্যের উৎপাদন সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে গণ্য করা হয়, সেগুলোতে অধিক মুনাফা থাকলেও ইসলামী ব্যাংক এ ধরনের পণ্যের উৎপাদনে ও ব্যবসায় বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যাংক এসব বিষয় কোনো বাছ-বিচার করে না বরং মুনাফা অর্জনই এর মূল লক্ষ্য।
- ইসলামী ব্যাংক নিজের এবং অন্যদের যাকাত, সাদাকা ও অনুদানের অর্থ সংগ্রহ করে এই অর্থ পরিকল্পিতভাবে আর্ত ও দুস্থ মানবতার সেবায় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করে। প্রচলিত ব্যাংক এ ধরনের ভূমিকা পালন করে না ।

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালার ভিত্তিতে এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- সকল আর্থিক লেনদেনে সুদ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা।
- কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা।
- সকল বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করা।
- ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
- স্বল্প আয়ের লোকদের সংগঠিত করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
- আন্তরিকতার সাথে উন্নত মানের গ্রাহক সেবা দান করা।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, অসুস্থ ও পীড়িতদের সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন প্রকার জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করা।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী

ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

- জনগণের সঞ্চিত অর্থ আল্-ওয়াদিয়াহ্ ও মুদারাবা হিসাবে গ্রহণ করা।
- মুদারাবা, অংশীদারিত্ব ও ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান করা।
- বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ ও সেবাকার্যের বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বিলি-বন্টন নিশ্চিত করা।
- অর্থ স্থানান্তর : টিটি, ডিডি, পে অর্ডার, ট্রাভেলার্স চেক ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের কাজ করা।
- বিবিধ ব্যাংকিং সেবা : যেমন- লকার সার্ভিস, এটিএম সার্ভিস, গ্রাহকের বিভিন্ন রকম বিল গ্রহণ ও প্রদান, গ্যারান্টি ইস্যু, পরামর্শ দান ইত্যাদি।
- আর্ত-মানবতার সেবা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

==●==

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

আমানত/জমা গ্রহণ

সাধারণত আল্-ওয়াদিয়াহ্ ও মুদারাবা হিসাবের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থের জমা গ্রহণ করে থাকে।

আল্-ওয়াদিয়াহ্ হিসাব : ইসলামী ব্যাংকের আল-ওয়াদিয়াহ্ হিসাবের সাথে প্রচলিত ব্যাংকের চলতি হিসাবের কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হয়। এই হিসাবে জমাকৃত অর্থ গ্রাহক তার ইচ্ছামাফিক উত্তোলন করতে পারে এবং ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক জমাকৃত অর্থ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকে। আল-ওয়াদিয়াহ নীতির ভিত্তিতে হিসাব খোলার সময় ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে এই হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি নেয়। ব্যাংক এই অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। এই বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর ব্যাংকের লোকসান হলে গ্রাহক তার দায়ভার গ্রহণ করে না, তাই মুনাফার অংশও গ্রাহককে দেয়া হয় না।

এই হিসাবে লেনদেনের জন্য গ্রাহককে জমা বই ও চেক বই প্রদান করা হয়। এছাড়া তাকে তার লেনদেন সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য হিসাব বিবরণী প্রদান করা হয়। প্রচলিত ব্যাংকের চলতি হিসাবের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকের আল-ওয়াদিয়াহ্ হিসাবে অতিরিক্ত উত্তোলন (overdraft)-এর কোনো সুযোগ নেই।

মুদারাবা হিসাব : ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত মুদারাবা এমন এক ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তি যেখানে একপক্ষ অর্থের বা পুঁজির যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করে। যে পক্ষ অর্থের যোগান দেয় তাকে বলা হয় **সাহিব আল-মাল** এবং যে পক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় বিনিয়োগ করে তাকে বলা হয় **মুদারিব**। অর্জিত লাভ উভয় পক্ষ চুক্তির শর্তানুযায়ী ভাগ করে নেয়; কিন্তু লোকসান হলে তা শুধু সাহিব আল-মাল বহন করে। **মুদারিবের** কোনো আর্থিক ক্ষতি বহন করতে হয় না। তার যে শ্রম ও সময় নষ্ট হয় এটাই তার ক্ষতি। তবে যদি **মুদারিবের** অবহেলা বা চুক্তি ভঙ্গজনিত কোনো কারণে ব্যবসার ক্ষতি হয় তবে তা মুদারিবকেই বহন করতে হয়। **সাহিব আল-মাল** শরীয়াহর নীতি অনুযায়ী ব্যাংকের ব্যবসায়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করে না।

ইসলামী ব্যাংক এই মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে যে জমা গ্রহণ করে তাকে মুদারাবা জমা হিসাব বলা হয়। এই হিসাবের জমাকৃত অর্থ ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে। সামগ্রিকভাবে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ **সাহিব আল-মাল** বা জমাকারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়াহর মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণত নিম্নলিখিত হিসাবসমূহের ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করে থাকে ঃ

১. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

এই হিসাবে লেনদেনের জন্য সাহিব আল-মালকে জমা বই ও চেক বই প্রদান করা হয়। এছাড়া তাকে তার লেনদেন সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য পাস বই/হিসাব বিবরণী প্রদান করা হয়।

ব্যাংক যেহেতু এই হিসাবের জমার উপর লাভ দেয়, তাই ব্যাংক হিসাব খোলার চুক্তিপত্রে এই হিসাবের লেনদেনের উপর কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত দিয়ে থাকে। যেমন- মাসে নির্ধারিত বারের অধিক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ না উঠানো, নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ উঠাতে হলে সাত দিন পূর্বে নোটিশ দেয়া ইত্যাদি। উপরোক্ত কোনো শর্ত ভঙ্গ হলে মুনাফা হিসাবের সময় সংশ্লিষ্ট মাসের হিসাব বিবেচনায় আনা হয় না।

২. মুদারাবা মেয়াদী হিসাব

বছরের যে কোনো সময় ৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস, ২৪ মাস, ৩৬ মাস ইত্যাদি মেয়াদে এই হিসাব খোলা যায়। এই হিসাবের জন্য কোনো চেক বই ইস্যু করা হয় না। চেক বইয়ের পরিবর্তে প্রত্যেকবার টাকা জমা গ্রহণের বিনিময়ে অহস্তান্তরযোগ্য 'মুদারাবা মেয়াদী জমা রসিদ' ইস্যু করা হয়। জমাকারী এই রসিদ ব্যাংকে দাখিল করে মেয়াদ শেষে কিংবা প্রয়োজনবোধে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তার টাকা তুলে নিতে পারেন অথবা মেয়াদান্তে পরবর্তী মেয়াদের জন্যও নবায়ন করতে পারেন। মেয়াদ যত বেশি হয়, লাভ-লোকসানের হার তুলনামূলকভাবে তত বেশি হয়।

৩. মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব

হজ্জ ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের অন্যতম। বাংলাদেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে হজ্জ পালনে আগ্রহীদের অনেকেই হজ্জের প্রয়োজনীয় টাকা এক সাথে যোগাড় করতে পারেন না। এ জন্য তাঁদের অনেকেরই আগ্রহ ও ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।

পবিত্র হজ্জ পালনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ যাতে সঞ্চয়ের মাধ্যমে জমা যথাসময়ে হজ্জ পালন করতে পারেন তার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাবে জমা গ্রহণ করে। সাধারণত ইসলামী ব্যাংকসমূহ এক বছর থেকে পঁচিশ বছর মেয়াদী বিভিন্ন হিসাব খুলে থাকে। হজ্জ পালনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ কত বছরের ভিতর হজ্জ পালন করতে চান, তার ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক কিস্তিতে হজ্জের জন্য জমা গড়ে তুলতে পারেন। জমাকৃত টাকার উপর দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে মুনাফা প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য মুদারাবা জমা হিসাবের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে মুনাফা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

শুধু একক ব্যক্তির নামে এই হিসাব খোলা যায়। এই হিসাব হতে কোনো টাকা উত্তোলন করা যায় না এবং সে কারণে কোনো চেক বই প্রদান করা হয় না। কিন্তু কোনো জমাকারী পরবর্তীতে হজ্জ পালনে অপারগ হলে এবং তার জমাকৃত টাকা উঠিয়ে নিতে চাইলে তিনি জমার উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের অনুরূপ মুনাফা পাবেন।

কোনো জমাকারী পূর্ব নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই হজ্জ পালনে আগ্রহী হলে তিনি তাঁর হিসাবে জমাকৃত টাকার সাথে ঐ বছর নির্ধারিত হজ্জের টাকার অবশিষ্টাংশ জমা করেও হজ্জ পালন করতে পারেন।

চূড়ান্ত মেয়াদ শেষে ব্যাংকের মুনাফাসহ জমাকৃত টাকা উক্ত বছরে হজ্জের প্রকৃত খরচের কম হলে জমাকারী বাকি টাকা এককালীন জমা করে হজ্জ করতে পারেন এবং মেয়াদ শেষে ব্যাংকের মুনাফাসহ জমা হজ্জের প্রকৃত খরচের বেশি হলে অতিরিক্ত টাকা জমাকারীকে ফেরত দেয়া হয়।

৪. মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড

ব্যক্তির একক বা যুগ্ম নামে এবং অলাভজনক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদে ১ হাজার টাকা, ৫ হাজার টাকা, ১০ হাজার টাকা, ২৫ হাজার টাকা, ৫০ হাজার টাকা, ১ লক্ষ টাকা, ৫ লক্ষ টাকা, ১০ লক্ষ টাকা ইত্যাদি মূল্যের মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড ক্রয় করা যায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা বা শিশুর সাথে তাদের অভিভাবক যৌথ নামে এই বন্ড ক্রয় করতে পারেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পরিণত বয়স হওয়ার পর যৌথ স্বাক্ষরের ভিত্তিতে এই বন্ড যথাসময়ে ভাঙানো যায়। একজন বা দুইজন অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে তাদের নাম ও বয়স উল্লেখ করে এবং টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করে পিতা/মাতা/আইনগত অভিভাবক এই বন্ড ক্রয় করতে পারেন। ক্রেতাদেরকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয় এবং এতদ্‌সংক্রান্ত নিয়ম ও শর্তাবলী পালন করতে হয়। বন্ডের মালিকরা প্রত্যেক হিসাব বছরে মোট মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগের মধ্যে তাদের আনুপাতিক অংশের উপর অর্জিত আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ মুনাফা হিসাবে পেয়ে থাকেন।

মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড নগদায়নের ক্ষেত্রে বন্ডের ক্রেতা বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে (ক্রেতার মৃত্যুর ক্ষেত্রে) ব্যাংকের যে শাখা থেকে বন্ড ক্রয় করা হয়েছিল সেই শাখায় নিয়মানুযায়ী বন্ড অবমুক্ত করে সংশ্লিষ্ট শাখায় মূল কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হয়। সংশ্লিষ্ট শাখা স্বাক্ষর ও অন্যান্য বিবরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বন্ড নগদায়নের সময় পর্যন্ত মুনাফাসহ পাওনা পরিশোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড একক বা যুগ্ম নামে ক্রয় করা যায় এবং এক্ষেত্রে মনোনয়ন করার বিধানও আছে। মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড জামানত হিসাবে

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য। বন্ডের মালিক ইচ্ছা করলে তার বন্ডের উপর মুনাফা বছরান্তে তুলে নিতে পারেন।

৫. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব

কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্ধারিত মাসিক কিস্তি জমা প্রদানের শর্তে এই হিসাব খুলতে পারেন।

এ হিসাব খোলার জন্য যথাযথ পরিচয়দানকারীর স্বাক্ষর লাগে। পিতামাতা অথবা আইনগত অভিভাবকগণ অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও এ হিসাব খুলতে পারেন। জমাকারী প্রত্যেক হিসাব বছরে মোট মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগের মধ্যে তাদের আনুপাতিক অংশের উপর অর্জিত আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ মুনাফা হিসাবে পান।

মেয়াদান্তে গ্রাহক লাভসহ এককালীন অথবা তার নির্ধারিত মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে জমাকৃত টাকা উত্তোলন করতে পারেন । মাসিক ভিত্তিতে পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে হিসাবের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের হারে মুনাফা দেয়া হয় এবং হিসাবে যতদিন পর্যন্ত স্থিতি থাকে ততদিন পর্যন্ত গ্রাহককে তার নির্ধারিত হারে মাসিক ভিত্তিতে পেনশন দেয়া হয়।

জমাকারী এক বা একাধিক ব্যক্তিকে (অপ্রাপ্তবয়স্কসহ) তার হিসাবের (একাউন্টের) উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারেন। একাধিক ব্যক্তির মনোনয়নের ক্ষেত্রে হিসাবে (একাউন্টে) তাদের অংশও নির্ধারণ করে দিতে হয় । জমাকারীর জীবদ্দশায় অথবা জমা টাকা গ্রহণের আগে মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু হলে ঐ মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হয়। জমাকারী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তার মনোনয়ন বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারেন। জমাকারীর মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে জমার সম্পূর্ণ টাকা এক সাথে উঠাতে পারেন।

জমাকারীকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাসিক কিস্তির টাকা নগদে বা চেকের মাধ্যমে হিসাবে জমা করতে হয়। হিসাবের মূল্যমান ও মেয়াদ পরিবর্তন বা নবায়ন করা যায় না। এই হিসাবের জন্য কোনো চেক বই ইস্যু করা হয় না।

৬. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব

ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব খুলে থাকে। বিদেশে বসবাসকারী, কর্মরত, উপার্জনক্ষম বাংলাদেশী নাগরিক, বাংলাদেশে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিক এবং বিদেশে নিবন্ধনকৃত ও বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী প্রতিষ্ঠান, বিদেশী মিশন এবং তাদের প্রবাসী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ হিসাব খুলতে পারেন।

শুধু ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য অনুমোদিত শাখাসমূহে মার্কিন ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং অথবা যে কোনো নির্বাচিত/গ্রহণযোগ্য মুদ্রায় হিসাবকারীর ইচ্ছানুযায়ী এ হিসাব খোলা যায়।

www.pathagar.com

৭. মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব

এ পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদে এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা হিসাবে জমা রাখা হয় এবং মাসিক ভিত্তিতে এর মুনাফা প্রদান করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, প্রবাসী ওয়েজ আর্নার তাদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে জমা রেখে মাসিক মুনাফা থেকে তাদের জীবনযাপনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে পারেন। অভিভাবকগণ তাদের পোষ্যদের লেখাপড়ার ব্যয়নির্বাহের জন্যও এ ধরনের হিসাব খুলতে পারেন। এছাড়া যারা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাসিক বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড প্রদান করেন তারাও এ হিসাবে টাকা জমা রেখে ব্যয়নির্বাহ করতে পারেন।

এ হিসাবে জমাকারীকে একটি হস্তান্তর অযোগ্য মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় রসিদ প্রদান করা হয় এবং কোনো চেক বই প্রদান করা হয় না। মাসিক মুনাফা জমাকারীর মুদারাবা সঞ্চয়ী বা আল-ওয়াদিয়াহ হিসাবে জমা করা হয়।

৮. মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব

স্বল্প সময়ের নোটিশে (সাধারণত সাত দিন) অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তরের সুবিধাসম্বলিত মুদারাবা হিসাবকে **মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব** বলা হয়। কোনো কোম্পানী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারী বিভাগ, সংস্থা ও ট্রাস্ট কিংবা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই হিসাব খুলতে পারেন। এ হিসাবের লেনদেন জমা বই ও চেক বইয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। স্বল্প সময়ের নোটিশে টাকা তোলার সুযোগ রয়েছে বলে এই হিসাবে লাভের হার অন্যান্য জমার জন্য প্রদত্ত লাভের হারের চাইতে কম থাকে।

৯. মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব

মোহর বিবাহ বন্ধনের বৈধতার একটি অপরিহার্য বিষয় যা নারী-পুরুষের বিবাহের সময় ইসলামী শরীয়তের নীতি অনুযায়ী স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দিতে হয়। এটা স্ত্রীর অধিকার এবং স্বামীর জন্য অবশ্যই প্রদেয়। কিন্তু আমাদের দেশে অনেকেই এটার গুরুত্ব অনুধাবন করে না এবং চিরদিন এটা অপরিশোধিত থেকে যায়। ফলে স্ত্রীগণ তাদের একটি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং সমাজও কলুষিত হচ্ছে। এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে মোহর পরিশোধের জন্য মেয়াদী সঞ্চয় হিসাবের প্রবর্তন করেছে।

সমাজের সর্বস্তরের লোক তাদের স্ত্রীদের মোহর আদায়ের লক্ষ্যে এ হিসাব খুলতে পারেন। সহজীকরণ এবং যাতে জমাকারীর উপর তেমন চাপ না পড়ে সে জন্য মাসিক কিস্তিতে জমা প্রদানের বিধান আছে।

জমাকারীগণ ব্যাংকের বিনিয়োগ আয় থেকে উপার্জিত অংশ পেয়ে থাকেন। জনসাধারণকে উৎসাহী করার জন্য সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব থেকে এ হিসাবে বেশি হারে মুনাফা দেয়া হয়। এই হিসাবের ক্ষেত্রে জমাকৃত

www.pathagar.com

অর্থ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রীকে অথবা তার মৃত্যু হলে মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়।

১০. ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট

কোনো মুসলমান কর্তৃক তার কোনো সম্পত্তি ইসলামী শরীয়াহ্র নীতি অনুযায়ী কোনো ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক অথবা দানের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়। ক্যাশ ওয়াক্ফ একটি ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এ নতুন সংযোজন। বাংলাদেশের কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে **ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট** চালু করেছে এবং অদূরভবিষ্যতে আশা করা যায় সব ব্যাংকই এ মহৎ উদ্যোগে অংশ নেবে।

বিত্তবান মুসলমানরা তাঁদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে এই সার্টিফিকেট ক্রয় করতে পারে যার অর্জিত আয়ের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা এবং সামাজিক সেবার মত মহৎ কাজ করা সম্ভব। যে কোনো ওয়াক্ফ'র উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ ও মানবতার কল্যাণ। আর এর পিছনে যে উদ্দেশ্যটি কাজ করে তা হচ্ছে ইহলোকে শান্তি ও পরলোকে নাজাত বা মুক্তি। সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংক থেকে এ **ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট** ক্রয় করে এ সুযোগ লাভ করা যায়।

বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. শরীয়াহ্সম্মত দান হিসাবে গৃহীত হয়।

২. সার্টিফিকেট ক্রেতার পক্ষ থেকে ব্যাংক ওয়াক্ফ-এর ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে।

৩. ওয়াক্ফ শাশ্বত ও চিরন্তন এবং ওয়াকিফের দেয়া নামে চালু থাকে।

৪. ওয়াকিফ স্বাধীনভাবে ব্যাংকের নির্ধারিত খাত থেকে এক বা একাধিক খাতে অথবা নিজ ইচ্ছানুযায়ী শরীয়াহ্সম্মত যে কোনো খাত বাছাই করতে পারে।

৫. বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক ঘোষিত সর্বোচ্চ হারে লাভ প্রদান করা হয়।

৬. ওয়াক্ফকৃত মূল অর্থ অক্ষত থাকে এবং শুধু লাভ থেকে ওয়াকিফ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হয়। অব্যয়িত লাভ (যদি থাকে) স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসলের সাথে যোগ হয়ে আসল বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭. ওয়াকিফের জন্য নির্ধারিত সমুদয় অর্থ এককালীন অথবা কিস্তিতে জমা দেয়া যায়।

মুদারাবা জমার উপর লাভ বন্টনের নীতিমালা

জনগণের সঞ্চিত অর্থ ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে জমাগ্রহণ করে এবং তা বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে। এসব বিনিয়োগ থেকে অর্জিত সার্বিক লাভ উক্ত জমাকারীদের মধ্যে বন্টিত হয়ে

www.pathagar.com

থাকে। এ লাভ বন্টনের জন্য যে সকল নীতিমালা অনুসৃত হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

১. ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে অর্জিত আয়ের নির্ধারিত অংশ মুদারাবা জমাকারীদের (Mudaraba Depositors) মধ্যে বন্টন করা হয়ে থাকে। বিনিয়োগের উপর লাভ, ভাড়া, লভ্যাংশ ইত্যাদি এ জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত।

২. বিনিয়োগ-বহির্ভূত আয় অর্থাৎ যে সকল আয় মুদারাবা জমা বিনিয়োগ করে অর্জিত হয়নি তা মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে বন্টিত হয় না। কমিশন, এক্সচেঞ্জ, সার্ভিসচার্জ, লকার ভাড়া ইত্যাদি বিনিয়োগ-বহির্ভূত আয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সংশ্লিষ্ট হিসাব বৎসরের সকল প্রকার মুদারাবা জমার প্রত্যেক মাসের শেষ কর্মদিবসের স্থিতির ভিত্তিতে গড় নির্ণয়পূর্বক মোট মুদারাবা জমার পরিমাণ বের করা হয়। উক্ত মোট মুদারাবা জমা থেকে ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১-এর ২৫ ধারা ও ৩৩ ধারা অনুযায়ী 'সংরক্ষণ'-এর গড় বাদ দিয়ে বিনিয়োগযোগ্য মুদারাবা তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৪. ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিল ব্যাংকের ইক্যুইটি, মুদারাবা জমা ও অন্যান্য জমা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুদারাবা জমা অগ্রাধিকার পায়। অর্থাৎ মুদারাবা জমা থেকে সর্বপ্রথম বিনিয়োগ করতে হয় এবং মুদারাবা তহবিল সম্পূর্ণরূপে বিনিয়োগ করার পর ইক্যুইটি ও অন্যান্য জমা থেকে বিনিয়োগ করা যায়।

৫. পরিশোধিত মূলধন, সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, সাধারণ সঞ্চিতি ইত্যাদি ইক্যুইটির উপাদান।

৬. মোট বিনিয়োগ আয়কে প্রথমত মোট বিনিয়োগের উপর ব্যাংকের ইক্যুইটি, মুদারাবা জমা ও অন্যান্য জমার আনুপাতিক হারে উক্ত জমা ও ইক্যুইটির মধ্যে বন্টন করা হয়।

৭. মোট বিনিয়োগ আয়ের উপর মুদারাবা জমার অংশ সাধারণত নিম্নোক্ত উপায়ে বন্টিত হয়ে থাকে ঃ

(ক) বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ফি ------- ২০%

(খ) বিনিয়োগ ক্ষতি সমতা সঞ্চিতি ---১৫%

(গ) মুদারাবা জমাকারীগণ ----------৬৫%

সাধারণত ৩৬ মাসমেয়াদী মুদারাবা স্থায়ী জমাকে ভিত্তি ধরে বিভিন্ন জমার উপর ভর (weightage) আরোপপূর্বক উক্ত ৬৫% বন্টিত আয় মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে বন্টিত হয়ে থাকে। যে নীতির উপর ভিত্তি করে ভর আরোপ করা হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

www.pathagar.com

(ক) জমার মেয়াদ

জমার মেয়াদ যত বেশি জমাকারীদের ঝুঁকিও তত বেশি। বেশি মেয়াদের জমার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে লাভের হার কমবেশি হওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে অর্থাৎ হিসাব খোলার সময়কালে লাভ বেশি থাকলেও ভবিষ্যতে তা কমে যেতে পারে। কারণ ভবিষ্যত অনিশ্চিত। আবার মুদ্রাস্ফীতির কারণেও বর্তমানের সঞ্চিত টাকার ভবিষ্যত ক্রয়ক্ষমতা কমে যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন মেয়াদী হিসাবের প্রদত্ত নীতি অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে কোনো জমা ফেরৎ নিতে হলে অথবা কোনো বিশেষ জমার ক্ষেত্রে জমার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটলে সাধারণত ঘোষিত লাভের হারের চেয়ে কম হারে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদৌ কোনো লাভ প্রদান করা হয় না। এসব ঝুঁকির বিষয় বিবেচনা রেখে সাধারণত বেশি মেয়াদের হিসাবে অপেক্ষাকৃত বেশি ভর (weightage) দেয়া হয়।

(খ) ব্যাংকিং সুবিধাদি

কিছু কিছু বিশেষ মেয়াদী জমার ক্ষেত্রে জমাকারীরা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন, ইচ্ছানুযায়ী জমা প্রদান, চেক ও অন্যান্য হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করতে পারে না। উপরোক্ত সুবিধাসমূহ অপরাপর হিসাবের ক্ষেত্রেও কম-বেশি হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেখানে ব্যাংকিং সুবিধা কম সেখানে ভর বেশি আবার যেখানে ব্যাংকিং সুবিধা বেশি সেখানে ভর কম।

(গ) অন্যান্য ব্যাংকের হার

ভর আরোপের সময় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অন্যান্য ব্যাংকের হারের উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়।

৮. মুদারাবা জমাকারীদের জন্য ঘোষিত ৬৫% আয় ইচ্ছা করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু যুক্তিসংগত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঘোষণা ছাড়া তা কমানো যায় না।

৯. বিভিন্ন হিসাবের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী মুনাফা হিসাব করা হয়।

১০. ব্যাংকের নিরীক্ষক কর্তৃক হিসাব বৎসরের যাবতীয় হিসাবপত্র নিরীক্ষিত হওয়ার পর মুনাফার হার ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

চেক

ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে জনগণের সঞ্চিত অর্থের জমাগ্রহণ এবং প্রয়োজনে সে অর্থ তাদেরকে ফেরৎ দেয়া বা তাদের অনুরোধে অন্য কাউকে প্রদান করা। জনগেণের এ সঞ্চিত অর্থ ফেরৎ দেয়া বা তাদের অনুরোধে অন্য কাউকে প্রদান করার জন্য যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা 'চেক'। আদিকালের ব্যবহৃত উত্তোলন চিঠার (Withdrawal Slip) আধুনিক সংস্করণই হলো চেক। তাই চেক হলো জমাকারী কর্তৃক তার ব্যাংকের নিকট প্রেরিত টাকা প্রদানের একটি লিখিত আদেশ।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১-এর ৬ ধারায় চেকের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ঃ

A Cheque is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable other wise than on demand.

অর্থাৎ চেক হলো একটি বিনিময় বিল যা কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের উপর কাটা হয় এবং দাবী ছাড়া পরিশোধ করা হয় না।

ডঃ হার্ট বলেছেন, A Cheque is an unconditronal order in writing drawn on a banker singend by the drawer, reequiring the banker to pay on demand a sum certain in money to, or to the order of a specified person or to bearer.

অর্থাৎ চেক হলো আদেষ্টা কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো ব্যাংকের উপর লিখিত শর্তহীন আদেশ, যা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশে অন্য কোনো ব্যক্তিকে অথবা বাহককে চাহিবা মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

মিঃ হ্যানসন বলেছেন, A Cheque is an order written by a drawer to a banker to pay on demand a specified sum of money to person or persons named as payee on the cheque.

অর্থাৎ চেক হলো প্রস্তুতকারক কর্তৃক লিখিত ব্যাংকের উপর একটি আদেশ, যার মাধ্যমে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায়, চেক এমন একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল যা আদেষ্টা কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো ব্যাংকের উপর লিখিত একটি শর্তহীন আদেশ যার মাধ্যমে ব্যাংক আদেষ্টার হিসাব থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদেষ্টাকে অথবা তার আদেশে অন্য কোনো ব্যক্তিকে অথবা বাহককে প্রদান করে।

চেকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **ব্যাংকের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের লিখিত শর্তহীন আদেশ ঃ** চেক অর্থ পরিশোধের একটি আদেশ মাত্র। তবে আদেশ বা অনুরূপ কোনো শব্দ চেকের উপর লিখা নিস্প্রয়োজন। শুধু 'পরিশোধ করুন' বা 'প্রদান করুন' শব্দগুলো চেকের আদেশের জন্য যথেষ্ট। চেকের আদেশ অবশ্যই লিখিত এবং শর্তহীন হতে হবে। শর্তযুক্ত কোনো আদেশ চেক হবে না। আদেশটি অবশ্যই ব্যাংকের উপর হতে হবে। ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর অর্থ পরিশোধের আদেশ দেয়া হলে তা চেক হবে না। লিখিত অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। ১০ কেজি চালের দাম পরিশোধ করুন–এমন কোনো আদেশ চেক হিসাবে গণ্য হয় না।

২. **চাহিবা মাত্র পরিশোধ্য ঃ** চেকের অর্থ ব্যাংকে উপস্থাপনের সাথে সাথেই পরিশোধ করতে হয়।

৩. **স্বাক্ষর ঃ** চেক আদেষ্টা কর্তৃক অবশ্যই স্বাক্ষরিত হতে হবে।

৪. **নির্দিষ্ট প্রাপক ঃ** চেকের অর্থ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তাঁর নির্দেশে অন্য কাউকে অথবা চেকের বাহককে পরিশোধ করতে হবে।

৫. **পক্ষ ঃ** চেকে অবশ্যই তিনটি পক্ষ থাকতে হবে। যথা আদেষ্টা বা প্রস্তুতকারক, আদিষ্ট বা ব্যাংক এবং প্রাপক। অনেক সময় আদেষ্টা এবং প্রাপক একই ব্যক্তি হয়ে থাকে।

৬. **প্রচলিত মুদ্রায় পরিশোধ্য ঃ** চেকের মূল্য অবশ্যই দেশের প্রচলিত আইনানুগ মুদ্রায় পরিশোধিত হতে হবে।

৭. **তারিখ ঃ** চেক অবশ্য তারিখযুক্ত হতে হবে। তারিখবিহীন চেক পরিশোধ করতে ব্যাংক বাধ্য নয়।

৮. **ছাপানো ঃ** চেক অবশ্যই ছাপানো হতে হবে। বর্তমানে হাতে লিখা অথবা টাইপ করা আদেশ ব্যাংক মান্য করতে বাধ্য নয়।

www.pathagar.com

৯. **টাকার পরিমাণ ঃ** চেকে টাকার পরিমাণ অবশ্যই অংকে এবং কথায় লিখতে হবে। টাকার পরিমাণ অংকে এবং কথায় লিখার মধ্যে গরমিল হলে ব্যাংক সে আদেশ মানতে বাধ্য নয়।

১০. **উপস্থাপন ঃ** কেবল উপস্থাপনের পরই চেকের অর্থ পরিশোধিত হয়।

চেকের পক্ষসমূহ ঃ

একটি বৈধ চেকে অবশ্যই তিনটি পক্ষ থাকতে হবে

১. **আদেষ্টা বা প্রস্তুতকারক ঃ** ব্যাংকে হিসাবধারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন চেকের উপর তারিখ দিয়ে স্বাক্ষর পূর্বক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোনো নির্দেশিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধের জন্য তার ব্যাংককে আদেশ দেয় তখন ঐ হিসাবধারী ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে আদেষ্টা বা প্রস্তুতকারক বলা হয়।

২. **আদিষ্ট বা আদিষ্ট ব্যাংক ঃ** যে ব্যাংকের উপর অর্থ পরিশোধের আদেশ দেয়া হয় তাকে আদিষ্ট বা আদিষ্ট ব্যাংক বলা হয়। যেহেতু ব্যাংক ছাড়া অন্য কারো উপর চেক কাটা যায় না তাই চেকের আদিষ্ট শুধু ব্যাংক হতে পারে।

৩. **প্রাপক ঃ** চেকের অর্থ পরিশোধের জন্য নির্দেশিত ব্যক্তিকে বা চেকের অর্থ যাকে পরিশোধ করা হয় তাকে প্রাপক বা Payee বলে। সাধারণত আদেষ্টাই চেকের প্রাপক হয়ে থাকে।

উপরোক্ত প্রধান তিনটি পক্ষ ছাড়াও চেকে আরও কিছু পক্ষ দেখা যায়। যেমন-

১. **চেকের মালিক/ধারক ঃ** ব্যাংক থেকে পরিশোধিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চেক আইনসঙ্গতভাবে যার অধিকারে থাকে অথবা আইনসঙ্গতভাবে যে চেকের অর্থ আদায় করতে সক্ষম তাকে চেকের মালিক বা ধারক (Holder) বলা হয়। হারানো বা অবৈধভাবে প্রাপ্ত চেকের হেফাজতকারী কখনও ধারক হতে পারে না।

২. **প্রকৃত ধারক ঃ** চেক বাসি হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ চেক পরিশোধযোগ্য সময়ের মধ্যে যদি কেউ সরল বিশ্বাসে এবং মূল্যের বিনিময়ে পূর্ববর্তী কোনো ধারকের ত্রুটিযুক্ত মালিকানা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে চেকের অধিকারী হয় তবে তাকে প্রকৃত ধারক বা (Holder in due course) বলা হয়।

www.pathagar.com

৩. **অনুমোদনকারী ঃ** চেকের পিছনে স্বাক্ষর করে যখন কোনো ধারক এটি অন্যের নিকট হস্তান্তর করে তখন হস্তান্তরকারীকে বলা হয় অনুমোদনকারী (Endorser)।

৪. **অনুমোদন বলে প্রাপক ঃ** হস্তান্তরের জন্য অনুমোদনকারী চেকটি যার বরাবরে অনুমোদন করে তাকে অনুমোদন বলে প্রাপক বা সংক্ষেপে অনুমোদন প্রাপক (Endorsee) বলে।

চেকের প্রকারভেদ

চেক প্রধানত দুই প্রকার

১. বাহকের চেক (Bearer Cheque) এবং

২. আদেশ চেক বা হুকুম চেক (Order Cheque)

উপরোক্ত দুই প্রকার চেকের উপর যখন রেখাঙ্কিত করা হয় বা দাগকাটা হয় তখন তাকে রেখাঙ্কিত চেক বা দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেক আবার দুই ধরনের হতে পারে ঃ

১. সাধারণ দাগকাটা চেক এবং

২. বিশেষ দাগকাটা চেক

উপরোক্ত চেকসমূহ আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে

১. খোলা চেক
২. বাসি চেক
৩. ফাঁকা চেক
৪. হারানো চেক
৫. চুরি করা চেক
৬. প্রত্যায়িত চেক
৭. বাজার চেক
৮. উপহার চেক
৯. অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক
১০. পূর্ব তারিখযুক্ত চেক
১১. প্রতারণা বলে প্রাপ্ত চেক
১২. ছেঁড়া বা জীর্ণ চেক
১৩. ভ্রমণকারীর চেক

নিচে রেখা চিত্রের সাহায্যে চেকের প্রকারভেদ দেখানো হলো ঃ

www.pathagar.com

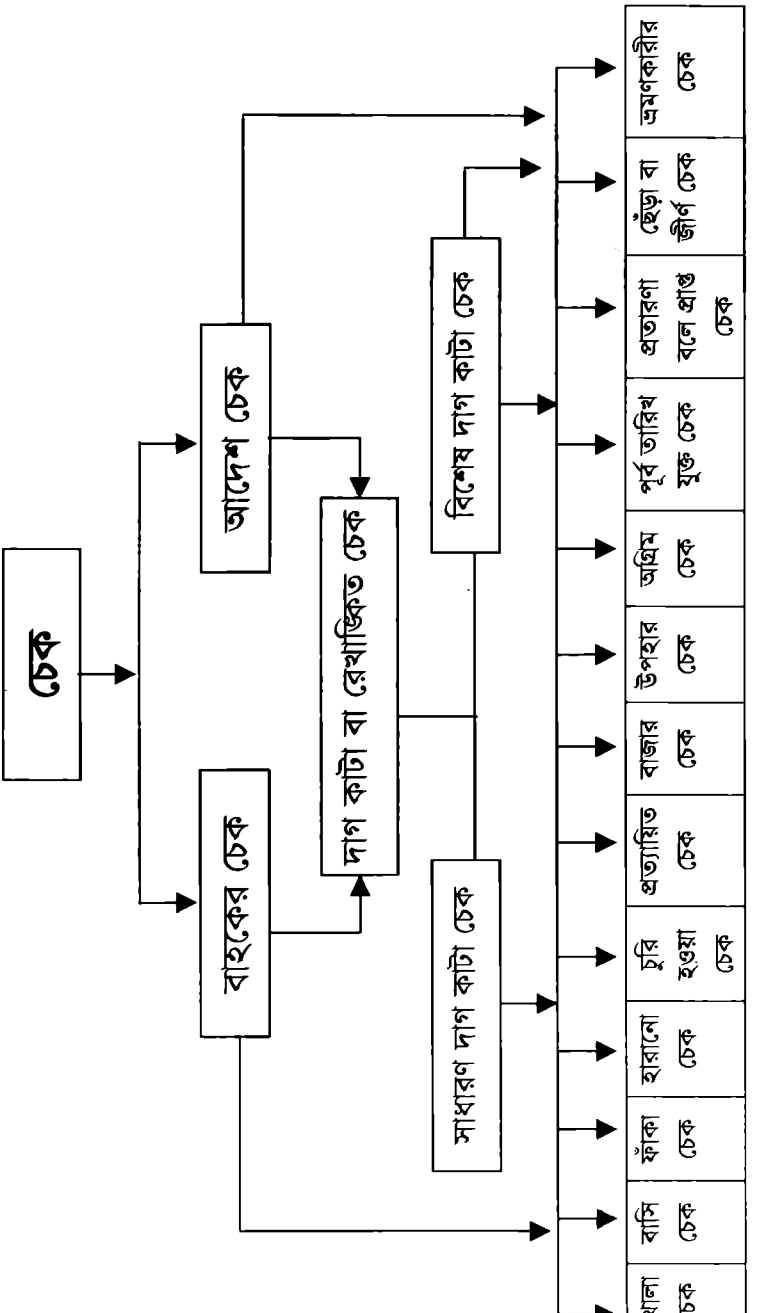

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকার চেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. **বাহকের চেক ঃ** যে চেকের উপর প্রাপকের নামের পরে 'অথবা বাহককে' শব্দদুটো লেখা থাকে এবং এর যে কোনো বহনকারীকে ব্যাংক অর্থ দিতে বাধ্য থাকে তাকে বাহকের চেক বলে। এ ধরনের চেক শুধু হাত বদলের মাধ্যমে অবাধে হস্তান্তরিত হতে পারে। তবে এ ধরনের চেক নিরাপদ নয়।

২. **আদেশ বা হুকুম চেক ঃ** যে চেকের উপর প্রাপকের নামের পরে 'অথবা আদেশানুসারে' শব্দদুটো লেখা থাকে এবং যে চেকের অর্থ ব্যাংক শুধু নির্দিষ্ট প্রাপককে অথবা তার নির্দেশিত ব্যক্তিকে প্রদান করতে বাধ্য থাকে তাকে আদেশ বা হুকুম চেক বলে। প্রাপক বাহকের চেকের ন্যায় সহজে এ চেকের টাকা উঠাতে পারে না। প্রাপককে ব্যাংকের পরিচিত হতে হয় আর এ জন্য তার ব্যাংকে হিসাব থাকতে হয় এবং চেকের অর্থ উক্ত হিসাবের মাধ্যমে আদায় করতে হয়। অনুমোদনের মাধ্যমে এ ধরনের চেক হস্তান্তরিত হয় বিধায় এটা অধিক নিরাপদ।

৩. **দাগ কাটা চেক বা রেখাঙ্কিত চেক ঃ** যখন কোনো চেকের উপরিভাগে বাম কোণে দু'টি আড়াআড়ি সমান্তরাল রেখা টানা হয় তাকে দাগ কাটা চেক বা রেখাঙ্কিত চেক বলা হয়। রেখাদ্বয়ের মধ্যে কিছু লেখা যেমন- 'এন্ড কোং', 'নট নেগোশিয়েবল' প্রভৃতি কথা লেখা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ দাগকাটা চেকের জন্য দু'টি সমান্তরাল রেখাই যথেষ্ট। এ ধরনের চেক সরাসরি আদিষ্ট ব্যাংকের কাউন্টার থেকে আদায় করা যায় না। কোনো ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এ ধরনের চেক সংগ্রহ করতে হয়, তাই এ ধরনের চেক অধিক নিরাপদ।

   (ক) **সাধারণ দাগ কাটা চেক ঃ** কোনো চেকের উপরিভাগে বাম কোণে দু'টি তির্যক সমান্তরাল রেখা টেনে তার ভিতরে 'এন্ড কোং', 'প্রাপকের হিসাব', 'নট নেগোশিয়েবল' ইত্যাদি লিখে বা না লিখে দাগ কাটা হলে তাকে সাধারণ দাগ কাটা চেক বলা হয়। অর্থাৎ চেকের উপর শুধু দু'টি সমান্তরাল রেখা টেনে দিলেই তা সাধারণ দাগ কাটা চেকে রূপান্তরিত হয়। তবে চেকের উপর কোনো ব্যাংকের নাম লেখা থাকতে পারবে না।

   যেহেতু সাধারণ দাগকাটা চেকের উপর কোনো ব্যাংকের নাম থাকে না তাই যে কোনো ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এ ধরনের চেকের মূল্য সংগ্রহ করা যায়।

   (খ) **বিশেষ দাগ কাটা চেক ঃ** যে দাগ কাটা চেকের সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যে, উপরে, নিচে অথবা চেকের উপর কোনো ফাঁকা স্থানে কোনো ব্যাংকের নাম লেখা থাকে তাকে বিশেষ দাগকাটা চেক বলে। সাধারণ দাগকাটা চেকের বিশেষত্ব যেমন দুইটি সমান্তরাল রেখা,

www.pathagar.com

তেমনি বিশেষ দাগ কাটা চেকের বিশেষত্ব হচ্ছে কোনো ব্যাংকের নাম লেখা। অর্থাৎ চেকের উপর কোনো রেখা ছাড়াও যদি কোনো ব্যাংকের নাম লিখা থাকে তবে তা বিশেষভাবে দাগ কাটা হবে–এ প্রকার চেকের অর্থ চেকের উপর উল্লিখিত ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায় না। তাই এ ধরনের চেক অধিকতর নিরাপদ।

একটি বাহক বা আদেশ চেকের ধারক-এর উপর সাধারণ বা বিশেষ যে কোনো ধরনের দাগ কাটতে পারে। তেমনি একজন সাধারণ দাগকাটা চেকের ধারক-এর উপর কোনো ব্যাংকের নাম লিখে বিশেষভাবে দাগ কাটতে পারে।

কখনও কখনও কোনো বিশেষ দাগকাটা চেকে উল্লিখিত ব্যাংক অর্থ সংগ্রহের জন্য অন্য কোনো ব্যাংকের নাম লিখে পুনরায় বিশেষভাবে দাগ কাটতে পারে। এরূপ চেককে Double crossed cheque বলা হয়। এ জাতীয় চেকে শেষোক্ত ব্যাংক প্রথম ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে চেকের অর্থ সংগ্রহ করে।

৪. **খোলা চেক (Open Cheque) ঃ** দাগ কাটা ছাড়া যে কোনো চেককে খোলা চেক বলা হয়। যে কোনো ব্যক্তি ব্যাংক হতে এ ধরনের চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। যে কোনো ধারক এরূপ চেকের উপর দাগ কাটতে পারে কিন্তু প্রস্তুতকারক বা আদেষ্টা ছাড়া আর কেউ দাগ কাটা চেককে খোলা চেকে পরিণত করতে পারে না।

৫. **ফাঁকা চেক (Blank Cheque) ঃ** যে চেকে টাকার অংক না লিখে আদেষ্টা বা প্রস্তুতকারক স্বাক্ষর করে এবং প্রাপক তার সুবিধামতো টাকার অংক লিখে নেয় তাকে ফাঁকা বা Blank চেক বলে।

১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে বলা হয়েছে, আদেষ্টা কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে চেকের টাকার অংক বা প্রাপকের নাম লেখা থাকে না তাকে ফাঁকা চেক বলে।

৬. **বাসি (Stale) চেক ঃ** ইস্যু তারিখ থেকে চেকের মেয়াদ ছয় মাস পার হয়ে গেলে ঐ চেকের অর্থ ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করা যায় না। অর্থাৎ চেকের বৈধতা নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ চেককে বাসি বা Stale চেক বলা হয়। তবে আদেষ্টা চেকের তারিখ কেটে নতুন তারিখ লিখে স্বাক্ষর করলে চেকটি আবার বৈধ চেকে পরিণত হয়।

৭. **হারানো চেক ঃ** কোনো চেক ধারকের নিকট থেকে হারিয়ে গেলে তাকে হারানো চেক বলা হয়। যাতে হারানো চেকের টাকা পরিশোধিত না হয় সে জন্য হারানো চেকের বিবরণ আদিষ্ট ব্যাংককে অবহিত করতে হয়।

www.pathagar.com

৮. **চুরি হওয়া (Stolen) চেক ঃ** ধারকের নিকট থেকে কোনো চেক চুরি হয়ে গেলে তাকে চুরি হওয়া চেক বলে। চুরি হওয়া চেক ও হারানো চেক প্রায় সমতুল্য। চুরি হওয়া চেক যাতে পরিশোধিত না হয় সে জন্য হারানো চেকের মত চুরি হওয়া চেকের বিবরণ আদিষ্ট ব্যাংককে সাথে সাথে অবহিত করতে হয়। হারানো চেকের প্রাপক কেবল চেকটি ধারককে ফেরত দিলেই মুক্ত; কিন্তু চুরি হওয়া চেকের চোর চেকটি ধারককে ফেরত দিলেও আইনত দণ্ডনীয় হবে।

৯. **প্রতারণা বলে প্রাপ্ত চেক ঃ** প্রতারণার মাধ্যমে কোনো চেক প্রাপ্ত হলে তাকে প্রতারণা বলে প্রাপ্ত চেক বলে। এ চেকের মূল্য যাতে আদিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত না হয় সে জন্য হারানো বা চুরি হওয়া চেকের মত চেকের বিবরণ তাৎক্ষণিকভাবে আদিষ্ট ব্যাংককে অবহিত করতে হয়। প্রতারক ধরা পড়লে আইনত দণ্ডনীয় হবে।

১০. **প্রত্যায়িত চেক ঃ** আদিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যায়িত চেককে প্রত্যায়িত চেক বলে। প্রত্যয়নের মাধ্যমে এরূপ চেকের অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

১১. **বাজার চেক ঃ** উন্নত দেশসমূহে বাজার চেকের প্রচলন দেখা যায়।-এরূপ চেক কাগজী মুদ্রার বিকল্প হিসাবে ব্যহৃত হয় এবং বাজার থেকে ক্রয়কৃত পণ্যসামগ্রীর মূল্য পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের চেক ইস্যু করার জন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের চেকের প্রচলন নেই।

১২. **উপহার চেক ঃ** বাংলাদেশে সম্প্রতি কিছু কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক উপহার চেক চালু করেছে। এ ধরনের চেক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক থেকে ক্রয় করতে হয়। ইস্যুকারী ব্যাংকের যে কোনো শাখা থেকে এ চেক ভাঙানো যায়।

১৩. **পূর্ব তারিখযুক্ত চেক ঃ** আদেষ্টা কর্তৃক যে তারিখে চেক স্বাক্ষরিত হয় চেকে তার পূর্বের কোনো তারিখ লিখলে তাকে পূর্ব তারিখের চেক বলে।

১৪. **অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক ঃ** আদেষ্টা কর্তৃক ইস্যুকৃত তারিখের পরের কোনো তারিখ চেকে লিখিত হলে তাকে অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক বলে। চেকে লিখিত তারিখ না আসা পর্যন্ত উক্ত চেকের মূল্য ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করা যায় না।

১৫. **ছেঁড়া বা জীর্ণ চেক ঃ** কোনো চেক ছিঁড়ে গেলে অথবা জীর্ণ হয়ে গেলে তাকে ছেঁড়া বা জীর্ণ চেক বলা হয়। আদিষ্ট ব্যাংক এ ধরনের চেক পরিশোধ করতে বাধ্য নয়।

www.pathagar.com

১৬. ভ্রমণকারীর চেক ঃ ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে ব্যাংক যে চেক ইস্যু করে তাকে ভ্রমণকারীর চেক বলে। দেশে বা বিদেশে এ ধরনের চেক ভাঙানো যায়। সাধারণত দেশীয় মুদ্রা জমা দিয়ে অধিকাংশ দেশের গ্রহণযোগ্য মুদ্রায় অনুমোদিত ব্যাংক থেকে এরূপ চেক সংগ্রহ করতে হয়।

চেকে বিভিন্ন প্রকার দাগকাটার ফলাফল ও তাৎপর্য

(ক) সাধারণ দাগকাটা চেক ঃ

১. **ফাঁকা দাগকাটা ঃ** শুধু চেকের উপরিভাগে বাম কোণে দুইটি তির্যক সমান্তরাল রেখা টেনে যে দাগ কাটা হয় তাকে ফাঁকা দাগকাটা বলে। এ ধরনের চেকের টাকা কোনো ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়।

২. **এন্ড কোং বা এন্ড কোম্পানী ঃ** দু'টি সমান্তরাল রেখার মাঝে 'এন্ড কোং' বা 'এন্ড কোম্পানী' লেখা দাগ কাটা চেক এবং ফাঁকা দাগ কাটা চেকের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। মূলত এসব কথার কোনো বিশেষত্ব নেই। এ ধরনের চেকের টাকাও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়।

৩. **অহস্তান্তরযোগ্য** (Not Negotiable) **ঃ** কোনো চেকের উপর 'অহস্তান্তরযোগ্য' বা 'Not Negotiable' কথা লিখে দাগ কাটা হলে তাকে অহস্তান্তরযোগ্য চেক বলে। কিন্তু মূলত চেকটি হস্তান্তরযোগ্যই থাকে তবে হস্তান্তরযোগ্যতা কিছুটা সীমিত হয়ে যায়। কারণ চেকের ধারক বৈধভাবে পেলেও যদি অনুমোদনকারীর স্বত্ব ত্রুটিপূর্ণ থাকে তবে আইনগতভাবে ঐ চেকের উপর ধারকের কোনো বৈধ স্বত্ব থাকতে পারে না। তাই চেক গ্রহণের সময় গ্রহীতা যাতে চেকের স্বত্ব সম্পর্কে সাবধান হয়- এরকম দাগকাটা তারই সংকেত।

৪. **"প্রাপকের হিসাবে দেয় মাত্র (Account Payee only)" ঃ** দাগ কাটা চেকের উপর দু'টি সমান্তরাল রেখার সাথে এ কথাগুলো লেখা থাকলে প্রাপককে তার নিজের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। এ প্রকার দাগকাটা চেককে 'প্রাপকের হিসাবে দেয় মাত্র চেক' বা 'Account Payee only' চেক বলা হয়। এর কোনো আইনগত ভিত্তি না থাকলেও প্রথাগত কারণে এরূপ চেকের টাকা শুধু প্রাপকের হিসাবে প্রদান করা হয়। সুতরাং প্রাপক অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট এ চেক হস্তান্তর করতে পারে না।

৫. **"এক হাজার টাকার কম" ঃ** দাগ কাটা চেকের উপর এ ধরনের কথা লেখা থাকলে কোনো অবস্থাতেই উক্ত টাকার অধিক প্রদান করা যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে চেক প্রদানের সময় অর্থের পরিমাণ না লিখে অর্থাৎ ফাঁকা চেকে আদেষ্টাকে স্বাক্ষর করে চেক হস্তান্তর করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দাগ কেটে সর্বোচ্চ অর্থের পরিমাণ লিখে দিলে ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমে যায়।

www.pathagar.com

(খ) বিশেষ দাগ কাটা ঃ

১. **"ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" ঃ** চেকের উপর কোনো ব্যাংকের নাম লিখে দিলে তাকে বিশেষভাবে দাগকাটা চেক বলা হয়। অর্থাৎ প্রাপককে ঐ নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমেই চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। চেকের উপর **ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড** লেখা থাকলে ঐ চেকের অর্থ শুধু ইসলামী ব্যাংকের যে কোনো শাখা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। অন্য কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলে এর অর্থ পরিশোধিত হবে না।

২. **"ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-রমনা শাখা" ঃ** এরূপ দাগ কাটা চেকের অর্থ শুধু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর **রমনা শাখার** মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। অন্য কোনো ব্যাংক বা ইসলামী ব্যাংকের অন্য কোনো শাখার মাধ্যমে এর অর্থ সংগ্রহ করা যাবে না।

৩. **"ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-পেয়িজ একাউন্ট" ঃ** এরূপ দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে শুধু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর যে শাখায় প্রাপকের হিসাব আছে ঐ হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে। যদি কোনো শাখার নাম উল্লেখ থাকে তবে প্রাপকের হিসাব ঐ শাখায় থাকতে হবে অথবা নতুন হিসাব খুলে নিতে হবে।

৪. **"ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-আবদুল মজিদ" ঃ** এরূপ দাগকাটার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর আবদুল মজিদের হিসাবের মাধ্যমে চেকের মূল্য সংগ্রহ করতে হবে। যদি অতিরিক্ত কোনো শাখার নাম উল্লেখ থাকে তবে ঐ শাখায় আবদুল মজিদের হিসাবের মাধ্যমে চেকের মূল্য সংগ্রহ করতে হবে। আবদুল মজিদের হিসাব ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অন্য কোনো শাখায় থাকলেও তার মাধ্যমে চেকের মূল্য সংগ্রহ করা যাবে না।

চেকের হস্তান্তর

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন অনুযায়ী চেক একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল। কোনো ধারক অর্পণের মাধ্যমে এবং কোনো ক্ষেত্রে অনুমোদন ও অর্পণের মাধ্যমে অবাধে অন্যের নিকট চেক হস্তান্তর করতে পারে। এভাবে চেক তার মেয়াদের মধ্যে একাধিকবার হস্তান্তরিত হতে পারে।

চেকের হস্তান্তর পদ্ধতি

চেকের হস্তান্তর পদ্ধতি সব ক্ষেত্রে একই রকম নয়। খোলা বাহকের চেক শুধু অর্পণের মাধ্যমেই হস্তান্তর করা যায়। পক্ষান্তরে খোলা আদেশ চেক এবং দাগকাটা চেকের হস্তান্তরের জন্য যথাযথভাবে অনুমোদনের পর অর্পণের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হয়।

www.pathagar.com

চেকের অনুমোদন

অনুমোদন শব্দটির ইংরেজি 'Endorsement' বা 'Indorsement' আবার ল্যাটিন শব্দ 'Indorsum' থেকে ইংরেজী 'Endorsement' শব্দের উৎপত্তি। 'Indorsum' এর 'In' শব্দের অর্থ 'Upon' বা উপরে এবং 'dorsum' শব্দের অর্থ 'back' বা পৃষ্ঠ। এ জন্য কোনো চেকের উপরে/পৃষ্ঠে প্রস্তুতকারক বা আদেষ্টার স্বাক্ষর ব্যতীত অন্য স্বাক্ষর প্রদান করাকে অনুমোদন বা পৃষ্ঠাঙ্কন বলা হয়।

১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য আইনের ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, When the maker or holder of a negotiable instrument signs the same, otherwise than as such maker, for the purpose of negotiation, on the back or face thereof or on a slip of paper annexed thereto, or so signs for the same purpose a stamped paper intened to be completed as negotiable instrument, he is said to indorse the same, and is called the indorser.

অর্থাৎ কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রস্তুতকারক বা ধারক এটি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে যখন এর উল্টা পৃষ্ঠায় বা সম্মুখভাগে অথবা তৎসংলগ্ন একটি পৃথক **চিঠায়** স্বাক্ষর করে তখন বুঝতে হবে সে এটি অনুমোদন করল এবং তাকে অনুমোদনকারী বলা হবে।

সুতরাং, আদেষ্টা বা কোনো ধারক চেকের উল্টা পৃষ্ঠায় বা সংলগ্ন চিঠায় কিছু লিখে বা না লিখে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর প্রদান করাকে চেকের অনুমোদন বলে। যিনি অনুমোদন করেন তাকে 'অনুমোদনকারী' এবং যার অনুকূলে অনুমোদন করা হয় তাকে 'অনুমোদন প্রাপক' বলে।

অনুমোদনের শর্তাবলী

বৈধ অনুমোদনের শর্তাবলী নিম্নরূপ

১. **অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর ঃ** বৈধ অনুমোদনের জন্য অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর জরুরী অর্থাৎ প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষরের অতিরিক্ত এটা অবশ্যই প্রস্তুতকারী বা ধারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

২. **সম্পূর্ণ অর্থের অনুমোদন ঃ** বৈধ অনুমোদন চেকে উল্লেখিত সম্পূর্ণ অর্থের জন্য হতে হবে। আংশিক অনুমোদন অর্থাৎ চেকের মূল্য এক হাজার হলে শুধু পাঁচশ' টাকার জন্য অনুমোদন বৈধ হবে না।

৩. **সকল প্রাপক কর্তৃক অনুমোদন ঃ** চেকে একাধিক প্রাপক থাকলে সকলের দ্বারাই চেকটি অনুমোদিত হতে হবে।

৪. **পদবী বা নামের ভুল (Incorrect name or designation) ঃ** কোনো কোনো চেকে প্রাপকের পদবী বা নামের ভুল থাকলে সেভাবেই এর

www.pathagar.com

অনুমোদন সম্পন্ন করতে হবে। তবে সেই সঙ্গে অনুমোদনকারী ইচ্ছা করলে তার সঠিক নাম ও পদবী যুক্ত করে দিতে পারে।

৫. **অনুমোদনক্রম ঃ** একাধিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্য কিছু প্রমাণিত না হলে ধরে নিতে হবে যে, অনুমোদনসমূহ এর ক্রমানুসারে সংঘটিত হয়েছে।

৬. **ফাকা অথবা পূর্ণ অনুমোদন ঃ** অনুমোদন অবশ্যই ফাঁকা অথবা পূর্ণ হতে হবে। অনুমোদনকারী শুধু স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদনের কাজ সম্পাদন করলে তাকে ফাঁকা বা Blank অনুমোদন বলা হয়। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার আদেশে অন্য কাউকে অর্থ পরিশোধের নির্দেশনাসহ স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন সম্পাদিত হলে তাকে পূর্ণ অনুমোদন (Full endorsement) বলা হয়।

৭. **হস্তান্তরের অভিপ্রায় ঃ** অনুমোদন অবশ্যই চেকটি তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তরের অভিপ্রায়ে হতে হবে।

মূল্য হস্তান্তরের অভিপ্রায়ে অনুমোদন অবশ্যই চেকটি সরবরাহের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে হবে। যদি চেকটি নিরাপত্তার জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তবে তা অনুমোদন হবে না। কারণ এখানে চেকের মূল্য হস্তান্তরের অভিপ্রায়ে চেকটি তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি।

অনুমোদনের প্রকারভেদ

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন অনুযায়ী অনুমোদন প্রধানত দুই প্রকার ঃ

১. সাধারণ অনুমোদন ও

২. বিশেষ বা পূর্ণ অনুমোদন।

সাধারণ অনুমোদন ঃ ধারক চেকের উল্টা পিঠে শুধু তার স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক যে অনুমোদন করে তাকে সাধারণ বা ফাঁকা অনুমোদন বলা হয়। যে কোনো ব্যক্তি এরূপ অনুমোদিত চেকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। যেমন- 'মাসুদ করিম' কোনো চেকের ধারক। তিনি চেকের উল্টো পিঠে শুধু 'মাসুদ করিম' লিখে অনুমোদন করলেই সাধারণ অনুমোদন হয়। সাধারণ অনুমোদনের ফলে আদেশ চেক বাহকের চেকে পরিণত হয় এবং আর কোনো অনুমোদন ছাড়াই তা অবাধে হস্তান্তর করা যায়।

বিশেষ বা পূর্ণ অনুমোদন ঃ কোনো ধারক চেকের উল্টা পৃষ্ঠায় অনুমোদন প্রাপকের নামের সামনে 'অথবা আদেশানুসারে প্রদান করুন' কথাগুলো লিখে অনুমোদন করলে তাকে বিশেষ বা পূর্ণ অনুমোদন বলে। যেমন- 'আবদুল মজিদকে অথবা তার আদেশানুসারে প্রদান করুন- মাসুদ করিম'।

উপরোক্ত দুই ধরনের অনুমোদন ছাড়া বাস্তবে আরও কয়েক ধরনের অনুমোদনের প্রচলন আছে যা নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

১. **শর্তযুক্ত অনুমোদন ঃ** অনুমোদনকারী কোনো শর্ত আরোপ করে স্বাক্ষর করলে তাকে শর্তযুক্ত অনুমোদন বলে। এরূপ চেকের মূল্য সংগ্রহ আরোপিত শর্ত পূরণের উপর নির্ভরশীল। যেমন- 'মতিঝিল শাপলা চত্বর থেকে টিকাটুলী ইত্তেফাক মোড় পর্যন্ত রাস্তার কাজ শেষ হলে আবদুল মজিদকে অথবা তার আদেশনুসারে প্রদান করুন- মাসুদ করিম'।

২. **সীমিত অনুমোদন ঃ** শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চেকের মূল্য প্রদানের জন্য অনুমোদন করা হলে তাকে সীমিত অনুমোদন বলে। যেমন- 'শুধু আবদুল মজিদকে প্রদান করুন- মাসুদ করিম'।

চেকের জালিয়াতি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে ব্যাংকের নিরাপত্তা

সম্প্রতি জালিয়াতি ও প্রতারণা বিশেষ করে চেকের ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের জন্য এক ভয়াবহ ভীতির কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আগে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত থাকলেও বর্তমানে তা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ব্যাংককে ঠকানোর লক্ষ্যে বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেকে কোনো ইচ্ছাকৃত ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করাই হল চেকের প্রতারণা। পক্ষান্তরে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে চেকে কোনো অবৈধ পরিবর্তন করা হলে তা জালিয়াতি হিসাবে পরিগণিত হয়। যে কোনো প্রকার জালিয়াতি ও প্রতারণা দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে অনেক ক্ষেত্রে আমানতকারীর তাড়াহুড়া বা অসাবধানতার কারণে অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্যের মাধ্যমে চেক তৈরি হলে তা প্রতারণা বা জালিয়াতি হিসাবে গণ্য হবে না।

ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থের আমানতদার। তাই যে কোনো ধরনের জালিয়াতি ও প্রতারণা জমাকারী ও ব্যাংক উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। এ জন্য চেকের অর্থ প্রদানের সময় ব্যাংককে খুবই সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

চেকের জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ কল্পে ব্যাংক যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. **চেকের পাতা ঃ** প্রাপক কর্তৃক জমাকৃত চেকের পাতাটি ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট চেক বইয়ের কি-না তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হয়। এ জন্য চেক বই ইস্যু করার সময় প্রত্যেকটি পাতার ক্রমিক নং লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং চেকের মূল্য প্রদানের সময় গৃহীত চেকের ক্রমিক নম্বরের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। এছাড়া চেকের পাতাটির মুদ্রণ, রঙ, আকৃতি, নকশা ইত্যাদি ব্যাংকের নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী কি-না তাও পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হয়।

২. **যথাযথভাবে চেক লিখন ঃ** জমাকৃত চেকটি যথাযথভাবে লিখিত কি-না অর্থাৎ যথাস্থানে তারিখ, প্রাপকের নাম, টাকার অংক ইত্যাদি সঠিকভাবে লেখা আছে কি-না দেখতে হবে।

www.pathagar.com

৩. **হিসাব নম্বর ঃ** চেক ইস্যুর সময় হিসাব নম্বরটি সাধারণত চেকের উপর হাতে লিখে অথবা রাবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ছাপ মেরে দেয়া হয়। বড় বড় আমানতকারীর ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্যান্য বিষয়ের সাথে হিসাব নম্বরটিও মুদ্রণ করে দেয়া হয়। সুতরাং চেকের মূল্য প্রদানের সময় যতদূর সম্ভব আমানতকারীকে স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে এবং তাকে কি ধরনের চেক বই অর্থাৎ হিসাব নম্বর মুদ্রিত না রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ ইত্যাদি স্মরণ রেখে বা অতীত রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে তা নিশ্চিত হতে হবে।

৪. **তারিখ ঃ** চেক প্রদানের পূর্বে চেকটি তারিখযুক্ত কি-না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তারিখবিহীন চেক কখনও পরিশোধ করা যাবে না। চেকের তারিখ অগ্রিম কি-না অথবা পূর্বের তারিখ হলে তা চেকের বৈধতার মেয়াদ অর্থাৎ ৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্ত হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোনো প্রকার অগ্রিম তারিখ যুক্ত চেক বা মেয়াদোত্তীর্ণ চেক পরিশোধের জন্য উপস্থাপিত হলে তা পরিশোধ করা যাবে না।

৫. **আদেষ্টার স্বাক্ষর ঃ** চেক হচ্ছে আদেষ্টার স্বাক্ষরযুক্ত নির্দেশ। কাজেই চেকে আদেষ্টার স্বাক্ষর আছে কি-না প্রথমত তা দেখতে হবে এবং স্বাক্ষর নমুনা স্বাক্ষরের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, এটা আদেষ্টারই স্বাক্ষর। অন্যথায় চেকের অর্থ পরিশোধ করা যাবে না।

৬. **টাকার পরিমাণ ঃ** চেকে অংকে ও কথায় লিখিত টাকার পরিমাণে মিল আছ কি-না তা দেখতে হয়। অংকে ও কথায় লিখায় কোনো গরমিল থাকলে সে চেক পরিশোধ করা যায় না।

৭. **সঠিক প্রাপক ঃ** প্রকৃত প্রাপককে টাকা প্রদান করা হচ্ছে কি-না সে সম্পর্কে ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে।

৮. **প্রাপকের স্বাক্ষর ঃ** চেকের পিছনে প্রাপকের স্বাক্ষর আছে কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে।

৯. **নির্দিষ্ট শাখার চেক ঃ** চেকের মূল্য প্রদানের সময় নিশ্চিত হতে হবে যে, চেকটি ঐ শাখার কি-না। অনেক সময় প্রাপক ভুলে এক শাখার চেক অন্য শাখায় উপস্থাপন করতে পারে। এ জন্য মুদ্রিত বা রাবার স্ট্যাম্প-এর ছাপযুক্ত শাখার নামটি ঠিক আছে কি-না তা খেয়াল করতে হয়।

১০. **পর্যাপ্ত অর্থ ঃ** চেকের মূল্য পরিশোধ করার মত পর্যাপ্ত অর্থ আদেষ্টার হিসাবে আছে কি-না তা দেখা এবং প্রদানের প্রাক্কালে আদেষ্টার হিসাব যথাযথভাবে ডেবিট হওয়া উচিত।

১১. **চেকে পরিবর্তন ঃ** চেকে কোনো লেখার পরিবর্তন হলে তা যথাযথভাবে আদেষ্টা কর্তৃক স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্বীকৃত কি-না তা দেখতে হবে।

www.pathagar.com

১২. **ছেঁড়া চেক ঃ** চেক ছেঁড়া কি-না তা দেখতে হবে। আদেষ্টার অনুমোদন ছাড়া ছেঁড়া চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে না।

১৩. **চুরি বা হারানো চেক ঃ** চেক চুরি বা হারানোর ব্যাপারে আদেষ্টা বা অন্য কোনো পক্ষের কোনোরূপ নোটিশ আছে কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

১৪. **নিষেধাজ্ঞা ঃ** চেকের অর্থ পরিশোধ করার সময় সরকার, আদালত বা আদেষ্টার কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা আছে কি-না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

১৫. **আদেষ্টা সংক্রান্ত তথ্য ঃ** কোনো মাধ্যমে ব্যাংক আদেষ্টার মৃত্যু, পাগল বা দেউলিয়া হওয়ার সংবাদ পেলে চেকের অর্থ পরিশোধ করা হয় না।

১৬. **অনুমোদন ঃ** দেখতে হবে চেকের অনুমোদন আইনসঙ্গত ও সঠিকভাবে করা হয়েছে কি-না।

১৭. **শর্তপূরণ ঃ** শর্তযুক্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে শর্তপূরণের পর চেক উপস্থাপিত হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে।

১৮. **আদেশ চেক ঃ** আদেশ চেকে প্রাপক সঠিক কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে।

১৯. **দাগকাটা চেক ঃ** দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে যে, চেকটি কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে কি-না এবং বিশেষ দাগ কাটা চেকের ক্ষেত্রে দেখতে হবে চেকটি বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে কি-না।

২০. **হস্তান্তর ঃ** চেকের হস্তান্তর সঠিকভাবে হয়েছে কি-না। হস্তান্তরের স্বাক্ষর আছে কি-না ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হয়।

২১. **ত্রুটিমুক্ত ঃ** সর্বোপরি দেখতে হবে চেকটি সব দিক দিয়ে ত্রুটিমুক্ত কি-না।

চেকের অমর্যাদা বা প্রত্যাখ্যান

উপরোক্ত যে কোনো ত্রুটির কারণে চেকের অমর্যাদা বা প্রত্যাখ্যান হতে পারে। কি কারণে চেকটি অমর্যাদা বা প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে তা উল্লেখপূর্বক প্রাপককে ফেরৎ দিতে হবে।

==●==

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংক এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে না, বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফার পাশাপাশি যাতে সামাজিক কল্যাণ অর্জিত হয়- সেদিকেও দৃষ্টি রাখে ।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

১. বাই-মুরাবাহা
২. বাই-মুয়াজ্জাল
৩. বাই-সালাম
৪. ইসতিস্না

খ. অংশীদারিত্ব পদ্ধতি

১. মুদারাবা
২. মুশারাকা

গ. মালিকানায় অংশীদারিত্ব বা শিরকাতুল মিল্ক্-এর ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয় হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক (এইচপিএসএম)।

ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে যে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে তা আলোচনার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা দরকার। তাই নিচে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন- মূল্য নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মূল্য নির্ধারণের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়

মূল্য নির্ধাণের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়কে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) বাই আল-আমানাহ্ ও

(২) বাই আল-মুসাওয়ামা।

বাই আল-আমানাহ্

বাই আল-আমানাহ্র ক্ষেত্রে বিক্রেতা মালামালের ক্রয়মূল্য, আনুষংগিক খরচ ইত্যাদির ঘোষণা দেয়। বিক্রেতার এই ঘোষণার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে থাকে । বিশ্বাসই এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তি, তাই একে বাই আল-আমানাহ্ বলা হয়।

বাই আল আমানাহ্ আবার তিন প্রকারের হতে পারে ঃ

(ক) বাই-মুরাবাহা

(খ) বাই-তাওলিয়া এবং

(গ) বাই ওয়াদইয়াহ্

বাই-মুরাবাহা

আরবী 'ربح' শব্দ থেকে মুরাবাহা শব্দের উৎপত্তি । 'ربح' শব্দের অর্থ সম্মত মুনাফা। কাজেই মুরাবাহা শব্দের সাথে মুনাফা শব্দটি জড়িত অর্থাৎ মুনাফা বা লাভ ছাড়া বাই-মুরাবাহা হয় না। কাজেই নগদে অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকে বাই-মুরাবাহা বলে।

বাই-তাওলিয়া

এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রয়মূল্যের সাথে কোনো লাভ যুক্ত থাকে না বরং বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্যের সমান হয়ে থাকে। এখানে বিক্রেতার ক্রয়মূল্য ঘোষণার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ক্রেতা শুধু বিক্রেতার ক্রয়মূল্য দিয়ে মালামাল কিনতে রাজি হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতির বিক্রয়ে কোনো লাভ-লোকসান নেই।

বাই ওয়াদ্ইয়াহ

এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রয়মূল্য ঘোষণার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে মালামাল কিনতে রাজি হয়। কাজেই এ পদ্ধতিতে বিক্রয় মূল্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতা লোকসানে বিক্রি করে।

www.pathagar.com

বাই আল-মুসাওয়ামা

এ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। অর্থাৎ এখানে বিক্রেতার ক্রয়মূল্য ঘোষণা বা তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতা সরাসরি দর কষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রে ক্রেতা লাভ-লোকসান ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন মনে করে না।

নিম্নের রেখাচিত্রের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের উপরোক্ত প্রকারভেদ দেখানো হলো ঃ

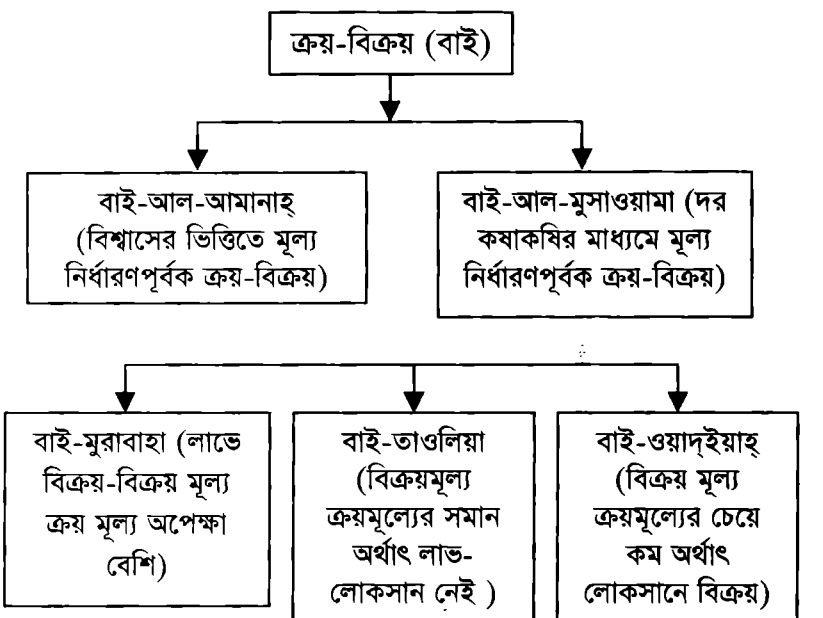

মূল্য পরিশোধের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়

মূল্য পরিশোধের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে। যেমন-

(১) **বাই বিন্-নক্দ্ ঃ** এ পদ্ধতিতে মালের মূল্য নগদে অর্থাৎ তাৎক্ষণিক পরিশোধিত হয়ে থাকে।

(২) **বাই বিল্ আজল ঃ** এ পদ্ধতিতে মালের মূল্য বাকিতে পরিশোধিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ মূল্য বিলম্বিত হয় এবং ভবিষ্যত কোনো নির্ধারিত তারিখে অথবা কিস্তিতে পরিশোধিত হয়ে থাকে।

এখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে যে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বাই-মুরাবাহা

(চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়)

বাই-মুরাবাহার অর্থ

বাই-মুরাবাহা শব্দ দু'টি আরবী بيع এবং ربح শব্দদ্বয় থেকে এসেছে। بيع শব্দটির অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং ربح শব্দটির অর্থ সম্মত মুনাফা । কাজেই বাই-মুরাবাহার অর্থ সম্মত মুনাফায় বিক্রয় ।

বাই-মুরাবাহার সংজ্ঞা

নগদে অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকে বাই-মুরাবাহা বলে।

বাই-মুরাবাহার প্রকারভেদ

মূল্য পরিশোধের দিক দিয়ে বাই-মুরাবাহা দুই প্রকার। যথা-

(১) বাই-মুরাবাহা বিন্ নক্দ্ এবং

(২) বাই-মুরাবাহা বিল্ আজল

বাই-মুরাবাহা বিন্ নক্দ্ ঃ যে সমস্ত বাই-মুরাবাহার স্থিরকৃত বা সম্মত মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধিত হয় তাকে বলা হয় বাই-মুরাবাহা বিন্ নক্দ্।

বাই-মুরাবাহা বিল আজল ঃ যে সমস্ত বাই-মুরাবাহার স্থিরকৃত বা সম্মত মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত করা হয় তাকে বলা হয় বাই-মুরাবাহা বিল্ আজল।

লেনদেনকারী পক্ষের দিক দিয়ে বাই-মুরাবাহা দুই প্রকার। যথা -

(১) সাধারণ বাই-মুরাবাহা

(২) আদেশ এবং প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই-মুরাবাহা

সাধারণ বাই-মুরাবাহা

যে বাই-মুরাবাহা লেনদেনে শুধু বিক্রেতা ও ক্রেতা দু'টি পক্ষ থাকে যেখানে বিক্রেতা কোনো ক্রেতার অনুরোধ ছাড়াই একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসাবে বাজার থেকে মালামাল ক্রয় করে নিজ মালিকানা ও দখলে রেখে আগত ক্রেতাদের কাছে আনুষঙ্গিক খরচ ও ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত মুনাফা যোগ করে মূল্য নির্ধারণপূর্বক বিক্রি করে তাকে সাধারণ বাই-মুরাবাহা বলে।

আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই-মুরাবাহা

এ ধরনের বাই-মুরাবাহায় সাধারণত ক্রেতা, বিক্রেতা এবং মধ্যস্থতাকারী তিনটি পক্ষ থাকে। ক্রেতা যখন কোনো ব্যবসায়ীর কাছে নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য যায় কিন্তু তার কাছে যদি ঐ পণ্যের মজুত না থাকে তবে তিনি অন্য কোনো ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার কাছ থেকে ঐ পণ্য সংগ্রহ/ক্রয় করে আগত ক্রেতার

www.pathagar.com

নিকট আনুষঙ্গিক খরচ ও ক্রয় মূল্যের সাথে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রি করার প্রস্তাব দিতে পারে অথবা ঐ ক্রেতা ঐ নির্দিষ্ট পণ্য অন্য কোনো ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার কাছ থেকে সংগ্রহ/ক্রয় করে উপরোক্ত শর্তে তার কাছে বিক্রয় করার প্রস্তাবসহ ক্রয়ের অঙ্গীকার করে। যে বিক্রেতার কাছে উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী মালের মজুত থাকে না এবং অন্যের কাছ থেকে ক্রয়/সংগ্রহ করে বিক্রি করে সে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণত বাই-মুরাবাহা পদ্ধতির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। যে কোনো প্রকার বাই-মুরাবাহার ক্ষেত্রে লাভ কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অংক অথবা ক্রয়মূল্যের নির্দিষ্ট শতকরা হারও হতে পারে।

বাই-মুরাবাহার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **এ পদ্ধতিতে তিনটি পক্ষ থাকে ঃ** ব্যাংক, বিক্রেতা (যার নিকট থেকে ব্যাংক মাল ক্রয় করে) এবং ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক- যার নিকট ব্যাংক মাল বিক্রয় করে)।

২. বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে তার চাহিদানুযায়ী মাল ক্রয়ের অঙ্গীকারসহ উক্ত নির্ধারিত মাল ক্রয়পূর্বক তার নিকট বিক্রয় করার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করে।

৩. বিনিয়োগ গ্রাহককে অঙ্গীকার অনুযায়ী ব্যাংকের নিকট থেকে মাল ক্রয় করে নিতে হয়; অন্যথায় ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ দিতে বিনিয়োগ গ্রাহক বাধ্য থাকে।

৪. অঙ্গীকার পালনে বাধ্য করার অথবা অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে নগদ/সহায়ক জামানতসহ যে কোনো ধরনের জামানত মুরাবাহা চুক্তি স্বাক্ষরের আগে অথবা পরে নেয়া যায়।

৫. বিনিয়োগ গ্রাহকের প্রস্তাব বিবেচনার আগে তার ব্যবসায়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, সুনাম ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাংক খোঁজ-খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে।

৬. বিনিয়োগ গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী মালামাল কেনার আগে বাজারে মালের কাটতি, মূল্য, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি ব্যাপারেও ব্যাংক খোঁজ-খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে।

৭. মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদনের সময় মালের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং ক্রয়যোগ্য হতে হবে।

৮. বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট মালামাল বিক্রয় এবং সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত মালামালের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক বহন করে। বিক্রয় এবং সরবরাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যাবতীয় ঝুঁকি বিনিয়োগ গ্রাহকের।

www.pathagar.com

৯. চুক্তি অনুযায়ী মালামাল বিনিয়োগ গ্রাহক অথবা তার প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট তারিখে এবং নির্ধারিত স্থানে সরবরাহ করতে হয়।

১০. ব্যাংক ক্রয়মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে মালামাল বিক্রয় করে। ক্রয়মূল্য এবং লাভ স্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে হয়।

১১. চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করা যায় না।

১২. ব্যাংক ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমেও মালামাল ক্রয় করতে পারে।

১৩. পণ্যের ক্রয়-মূল্যের সাথে পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে মোট ক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এই ক্রয়-মূল্যের উপর চুক্তিকৃত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে।

১৪. চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক মালামাল সংরক্ষণের জন্য গুদাম ভাড়া, গুদাম কর্মচারীদের বেতন, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি খরচ আনুপাতিক হারে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করতে পারে।

১৫. বিনিয়োগ গ্রাহক সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে সব মালামাল এক সাথে সরবরাহ নিতে পারেন, আবার কিস্তিতে আনুপাতিক মূল্য পরিশোধ করে আংশিক মালামালও নিতে পারেন।

১৬. বিনিয়োগকৃত মালামালের মালিকানা বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থাকে।

১৭. চুক্তিবদ্ধ বিনিয়োগ-গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামালের সরবরাহ নিতে ও মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন।

১৮. বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর হয়ে যাবার পর আর কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদনযোগ্য নয়।

বাই-মুয়াজ্জাল

(বাকি মূল্যে বিক্রয়)

বাই-মুয়াজ্জালের অর্থ

বাই-মুয়াজ্জাল শব্দ দু'টি আরবী 'বাই' (بيع) এবং 'আজল' (جل।) শব্দদ্বয় থেকে এসেছে। بيع শব্দটির অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং جل। শব্দটির অর্থ নির্ধারিত সময় । কাজেই বাই-মুয়াজ্জাল শব্দটির অর্থ ভবিষ্যতে কোনো নির্ধারিত তারিখে অথবা ভবিষ্যতে কোনো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্তে বাকি মূল্যে বিক্রি।

বাই-মুয়াজ্জালের সংজ্ঞা

ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে একসাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকে বাই-মুয়াজ্জাল বলে।

www.pathagar.com

বাই-মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে তার চাহিদানুযায়ী মাল ক্রয়ের অঙ্গীকারসহ উক্ত নির্ধারিত মাল ক্রয়পূর্বক তার নিকট বাকি মূল্যে বিক্রয় করার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করে।

২. অঙ্গীকার অনুযায়ী ব্যাংকের নিকট থেকে মাল ক্রয় করে নিতে অন্যথায় ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ দিতে বিনিয়োগ গ্রাহক বাধ্য থাকে।

৩. অঙ্গীকার পালনে বাধ্য করার অথবা অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে নগদ/সহায়ক জামানতসহ যে কোনো ধরনের জামানত বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তি স্বাক্ষরের আগে অথবা পরে নেয়া যায়।

৪. বিনিয়োগ গ্রাহকের প্রস্তাব বিবেচনার আগে তাঁর ব্যবসায়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, সুনাম ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাংক খোঁজ-খবর নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে।

৫. বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তি সম্পাদনের সময় মালের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং ক্রয়যোগ্য হতে হবে।

৬. বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট মালামাল বিক্রয় এবং সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত মালামালের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক বহন করে। বিক্রয় এবং সরবরাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যাবতীয় ঝুঁকি বিনিয়োগ গ্রাহকের।

৭. চুক্তি অনুযায়ী মালামাল বিনিয়োগ গ্রাহক অথবা তার প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট তারিখে এবং নির্ধারিত স্থানে সরবরাহ করতে হয়।

৮. ব্যাংক ক্রয়ের চেয়ে অধিক মূল্যে মালামাল বিক্রয় করে। তবে মুরাবাহার মত ব্যাংক ক্রয়মূল্য এবং লাভ বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট প্রকাশ করে না।

৯. চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি করা যায় না।

১০. ব্যাংক ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করতে পারে।

১১. গ্রাহক চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করেন।

১২. ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে তার উপর পূর্ণ মালিকানা নিশ্চিত করার পর বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে এবং চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে গ্রাহককে উক্ত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে।

১৩. চুক্তিপত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত পণ্য গ্রাহকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া হয়।

১৪. বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর হয়ে যাবার পর আর কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদনযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জালের মধ্যে পার্থক্য

বাই-মুরাবাহা	বাই মুয়াজ্জাল
(১) নগদ অথবা বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে।	(১) শুধু বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।
(২) ক্রয়মূল্য/উৎপাদন ব্যয়ের সাথে নির্ধারিত মুনাফাসহ মালামাল বিক্রি হয়।	(২) মুনাফা ছাড়া এমনকি ক্রয়মূল্য/উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামেও মালামাল বিক্রি হতে পারে।
(৩) ক্রয়মূল্য/উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ ক্রেতাকে আলাদা আলাদাভাবে জানাতে হয়।	(৩) ক্রয়মূল্য/উৎপাদন ব্যয় ও লাভ ক্রেতাকে আলাদা আলাদাভাবে জানানো জরুরী নয়। শুধু মোট বিক্রয়মূল্য জানালেই চলে ।

বাই-সালাম

(অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)

বাই-সালামের অর্থ

বাই-সালাম শব্দ দু'টি আরবী 'বাই' (بيع) এবং 'সালাম' (سلم) শব্দদ্বয় থেকে এসেছে। بيع শব্দটির অর্থ ক্রয়-বিক্রয় এবং سلم শব্দটির অর্থ অগ্রিম। কাজেই বাই-সালাম শব্দটির অর্থ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

বাই-সালামের সংজ্ঞা

ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পণ্য সামগ্রীর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে বাই-সালাম বলে।

বাই-সালামের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী বাই-সালাম এমন এক ধরনের অর্থায়ন পদ্ধতি যেখানে দ্রব্য-সামগ্রীর অস্তিত্ব ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। যদি দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রির জন্য প্রস্তুত থাকে সে ক্ষেত্রে বাই-সালাম হবে না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে বাই-মুরাবাহা অথবা বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা যেতে পারে।

২. তহবিলের অভাবে যাতে উৎপাদন বিঘ্নিত না হয় সে জন্য সাধারণত এ পদ্ধতিতে শিল্প ও কৃষিপণ্যের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থায়ন করে উৎপাদনের গতিকে সচল রাখা হয়।

www.pathagar.com

৩. পণ্য সরবরাহের নিরাপত্তার জন্য বিক্রেতার কাছ থেকে অথবা তার পক্ষে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে সহায়ক, ব্যক্তিগত ও অন্যান্য জামানত নেয়া যায়।

৪. ফানজিবল (Fungible) দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাই-সালাম হয়ে থাকে। ফানজিবল (Fungible) দ্রব্য বলতে ঐ সকল দ্রব্যকে বোঝায় যা ওজন, পরিমাপ অথবা গণনা করা যায় এবং যার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং একটিকে অপরটি থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলাদা করা যায় না। নষ্ট হওয়ার ফলে এ ধরনের দ্রব্যকে অন্য দ্রব্য দ্বারা স্থলাভিষিক্ত করা যায় । কাজেই কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা নমুনার কৃষিজাত পণ্য অথবা কোনো নির্দিষ্ট কৃষিখামারের উৎপাদিত পণ্যের উপর বাই-সালাম হয় না। কারণ সকল কৃষিজাত পণ্য আল্লাহর দান । এখানে মানুষের কোনো হাত নেই। তাই কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বা নমুনার পণ্যসামগ্রী উৎপাদন নাও হতে পারে । আবার কোনো নির্দিষ্ট খামারেও চুক্তিকৃত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন নাও হতে পারে অথবা উৎপাদিত হলেও তোলার আগে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ জন্য এ ধরনের কৃষি পণ্যের উপর বাই-সালাম হয় না।

৫. পৃথক প্রতিনিধিত্ব চুক্তির মাধ্যমে বিক্রেতা তথা বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রেতার পক্ষে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে।

বাই সালামের শর্তাবলী

১. শরীয়াহ্‌র নীতি অনুযায়ী বাই-সালামের অন্যতম শর্ত হচ্ছে চুক্তি। এ পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধিত হয়ে থাকে। কাজেই ভবিষ্যতে বিরোধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'জন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষীর সম্মুখে চুক্তি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে সূরা আল বাক্বারাহর ২৮২ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, হে মুমিনগণ ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও ....। দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা।

২. পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার, এককপ্রতি দাম, মোট দাম ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. পণ্য সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৪. মালের পরিবহণ, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোনো শর্ত থাকে তবে তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. চুক্তি সম্পাদনের সময় মালামালের সম্পূর্ণ মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে।

www.pathagar.com

৬. চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মালামালের সরবরাহ কিস্তিতে অথবা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে এককালীন দেয়া-নেয়া করা যেতে পারে।

৭. বিক্রেতা চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে সে অগ্রিম গৃহীত সম্পূর্ণ অথবা আনুপাতিক আংশিক মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে।

৮. এ পদ্ধতিতে শুধু মোট মূল্যের উল্লেখ থাকলেই চলে। উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা পৃথকভাবে দেখানো জরুরী নয় ।

প্যারালেল (Parallel) সালাম

যদি সালাম চুক্তির বিক্রেতা চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহের জন্য তৃতীয় কোনো বিক্রেতার সাথে প্রথম চুক্তির অনুরূপ মালামাল সংগ্রহের জন্য অন্য একটি পৃথক সালাম চুক্তি সম্পাদন করে তবে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে Parallel সালাম বলে।

ইস্‌তিস্‌না

(আদেশের ভিত্তিতে ক্রয়)

ইস্‌তিস্‌নার অর্থ

ইস্‌তিস্‌না শব্দটি আরবী صنع শব্দ থেকে এসেছে । صنع শব্দের অর্থ শিল্প । সুতরাং ইস্‌তিস্‌নার অর্থ কোনো উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করা অথবা কোনো সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী তৈরি করে বিক্রি করা।

ইস্‌তিস্‌নার সংজ্ঞা

অগ্রিম অথবা ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো সময়ে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী তৈরি করে বিক্রয় করাকে অথবা মূল্য পরিশোধের উপরোক্ত শর্তানুযায়ী কোনো উৎপাদনকারীর/বিক্রেতার কাছে থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করাকে ইস্‌তিস্‌না বলে।

প্যারালেল (Parallel) ইস্‌তিস্‌না

যদি চুক্তিপত্রে এমন কোনো শর্ত না থাকে যে ফরমায়েশকৃত মালামাল বিক্রেতা নিজেই তৈরি করবে তবে বিক্রেতা তা সরবরাহের জন্য তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট চুক্তিকৃত মালামালের অনুরূপ মালামাল সংগ্রহ বা বানিয়ে নেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে দ্বিতীয় চুক্তিটিকে Parallel ইস্‌তিস্‌না বলে। সাধারণত প্রথম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য Parallel ইস্‌তিস্‌না প্রয়োজন হয়।

www.pathagar.com

ইস্‌না চুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. ইসলামী শরীয়তে সালামের ন্যায় ইস্‌তিস্‌না আর একটি ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি, যেখানে মালামালের অস্তিত্ব ছাড়াই বেচাকেনা সংঘটিত হয়ে থাকে। যদি বিক্রির জন্য মালামাল প্রস্তুত থাকে সেক্ষেত্রে শরীয়াহ্ অনুযায়ী বেচাকেনা বৈধ হবে না। তখন বাই-মুয়াজ্জাল বা বাই-মুরাবাহার মাধ্যমে বেচাকেনা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

২. এ পদ্ধতিতে মালামালের সরবরাহ বিলম্বিত হয়ে থাকে এবং মূল্য পরিশোধও বিলম্বিত হতে পারে। বাই-সালামের ন্যায় তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ জরুরী নয়। তবে মূল্য অগ্রিম বা কিস্তিতেও পরিশোধিত হতে পারে।

৩. উৎপাদন ব্যয়নির্বাহের জন্য এ পদ্ধতিতে অনেক সময় মালামালের মূল্য অগ্রিম প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪. এ পদ্ধতিতে ক্রেতা অনেক সময় কোনো ভবিষ্যত নির্ধারিত তারিখে অথবা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ পায়।

৫. মালামালের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মূল্যের লেনদেন হয়ে থাকলে অথবা উৎপাদন কাজ শুরু হয়ে থাকলে কোনো পক্ষই চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

ইস্‌তিস্‌নার শর্তাবলী

১. শরীয়াহ্‌র নীতি অনুযায়ী ইস্‌তিস্‌নার অন্যতম শর্ত হচ্ছে চুক্তি। এ পদ্ধতিতে আদেশের ভিত্তিতে মালামাল তৈরি করে নেয়া হয় বা বানানো হয়। এ পদ্ধতিতে মালামালের সরবরাহ বিলম্বিত হয় এবং মূল্য পরিশোধ তাৎক্ষণিক, বিলম্বে অথবা কিস্তিতে হতে পারে। কাজেই ভবিষ্যতে বিরোধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'জন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষীর সম্মুখে চুক্তি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার, এককপ্রতি দাম, মোট দাম ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. পণ্য সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৪. মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধিত না হলে, পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৫. মালের পরিবহণ, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোনো শর্ত থাকে তবে তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মালামালের সরবরাহ কিস্তিতে অথবা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে এককালীন দেয়া-নেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

৭. বিক্রেতা চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে সে অগ্রিম গৃহীত সম্পূর্ণ অথবা আনুপাতিক আংশিক মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে।

৮. এ পদ্ধতিতে শুধু মোট মূল্যের উল্লেখ থাকলেই চলে । উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা পৃথকভাবে দেখানো জরুরি নয়।

বাই-সালাম ও বাই-ইস্‌তিস্‌নার মধ্যে পার্থক্য

বাই-সালাম	বাই-ইস্‌তিস্‌না
(১) চুক্তি সম্পাদনের সময় সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধিত হয়।	(১) নির্ধারিত মূল্য অগ্রিম এককালীন, মেয়াদের মধ্যে যে কোনো সময় এককালীন অথবা কিস্তিতে, মেয়াদের পরে ভবিষ্যতে কোনো নির্ধারিত সময়ে এককালীন অথবা মেয়াদের পরে নির্ধারিত কিস্তিতে ইত্যাদি যে কোনোভাবে চুক্তির শর্তানুযায়ী মূল্য পরিশোধিত হতে পারে।
(২) মালামাল সব সময় উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন ছাড়া মালামাল অন্য উপায়ে সংগ্রহ করেও সরবরাহ করা যায়।	(২) ফরমায়েশ অনুযায়ী মালামাল তৈরি করে সরবরাহ করতে হয়।
(৩) চুক্তি একবার কার্যকরী হলে তা কোনো পক্ষ এককভাবে বাতিল করতে পারে না।	(৩) উৎপাদন শুরুর পূর্বে যে কোনো পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে।
(৪) মালামাল সরবরাহের সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরি।	(৪) মালামাল সরবরাহের সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরি নয়।

বিনিয়োগ গ্রাহককে মালামাল ক্রয়ের জন্য 'ক্রয় প্রতিনিধি' নিয়োগ

বাই পদ্ধতির মূল বিষয় হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ ব্যাংক মালামাল ক্রয় করে তা বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যার কারণে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষে সরাসরি মালামাল ক্রয় করা কঠিন হয়ে পড়ে ঃ

ক. ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মালামাল ক্রয়ের সময় মালামালের গুণগত মান, মূল্য ইত্যাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সঠিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয়। এছাড়া অভিজ্ঞতার কারণে ব্যবসায়ীরাই বিশেষ বিশেষ পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে থাকে। ব্যাংক কর্মকর্তাদের বাস্তব এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাবে তাদের দ্বারা এ ধরনের কাজ করতে গেলে গ্রাহক এবং সর্বোপরি ব্যাংক বিভিন্ন সমস্যা ও বাস্তব ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

খ. অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পণ্য বিভিন্ন বাজার/এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে দর কষাকষির মাধ্যমে কিনতে হয় যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

গ. অনেক বিক্রেতা নগদ টাকা ছাড়া ডিডি/পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে মালামাল বিক্রয় করতে চায় না। তাই ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে নগদ টাকা নিয়ে বাজারে/বিভিন্ন এলাকায় যাওয়া-আসা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

ঘ. অনেক সময় একাধিক ছোট ছোট পণ্য বিভিন্ন দোকান থেকে নগদ টাকায় কিনতে হয় যা ব্যাংক কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

এ অবস্থায়, মালামাল ক্রয়ের জন্য কিছু শর্তসাপেক্ষে বিনিয়োগ গ্রাহককে সমস্যাযুক্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করার জন্য কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু শর্ত নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. প্রথমে গ্রাহক ক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করে। অতঃপর ইজাব ও কবুল (অর্থাৎ বাই-মুরাবাহা /বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তিপত্র পূরণ)-এর মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত দামে গ্রাহক নিজের জন্যে তা ক্রয় করে নেয়। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকের দু'টি বৈশিষ্ট্যের একটিকে অন্যটি হতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক রাখা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কখনও সে একজন গ্রাহক এবং কখনও একজন প্রতিনিধি। যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রতিনিধিরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর প্রতিনিধিত্বের বিধান বলবৎ থাকে। অতঃপর যখন সে ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মালামাল ব্যাংক হতে ক্রয় করে, তখন থেকে উক্ত মালামালের মালিকানা ও ঝুঁকি গ্রাহককেই বহন করতে হয়।

২. শাখার আওতাবহির্ভূত স্থান এবং স্থানীয় বিক্রেতা হতে খুচরা মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রেই শুধু গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহক/প্রতিনিধির ক্রয়কৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট শাখার একজন কর্মকর্তা কর্তৃক

www.pathagar.com

পরিদর্শন করার পর এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ফাইলে সংরক্ষণ করে।

৩. পদ্ধতি ঃ

ক. গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও গ্রাহক কর্তৃক উক্ত মঞ্জুরী পত্রে স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর যাবতীয় প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদিত হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট থেকে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী আবেদনপত্র নেয়া হয়।

খ. গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়ের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর গ্রাহককে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয়ের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান পূর্বক নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী নিয়োগপত্র দেয়া হয়।

গ. মালামাল ক্রয়ের জন্য গ্রাহকের বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করে সরবরাহকারী/বিক্রেতার অনুকূলে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ডিডি প্রতিনিধির নিকট যথাযথ প্রাপ্তিস্বীকারের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়। প্রয়োজনে মালামালের ক্রয়মূল্য ব্যাংকের নিকট রক্ষিত প্রতিনিধির হিসাবে ক্রেডিট করা যেতে পারে অথবা যথাযথ প্রাপ্তিস্বীকার পূর্বক প্রতিনিধিকে নগদ অর্থও প্রদান করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে শাখা ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ঘ. ক্রয়ের পর প্রতিনিধি পূর্বস্থিরীকৃত স্থানে মালামাল মজুত করে অনতিবিলম্বে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট মালামালের পজেশন ও ক্রয় সংক্রান্ত প্রমাণাদি যেমন ক্যাশমেমো/চালান, পরিবহণ রসিদ, বীমাপত্র ইত্যাদি হস্তান্তর করে। অতঃপর ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রাহককে মালামাল হস্তান্তরপূর্বক পার্চেজ সিডিউল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলপত্রে তার স্বাক্ষর নেয়।

ঙ. সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি/দলিলাদি শাখার গ্রাহকের ফাইলে যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকা আবশ্যক।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাই পদ্ধতির আওতায় ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণত বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম ও বাই-ইস্‌তিস্‌না পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে সাধারণত বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে বাজার থেকে মালামাল ক্রয় করে তা সম্মত মূল্যে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা হয়। আর বাই-সালাম ও বাই-ইস্‌তিস্‌নার ক্ষেত্রে সাধারণত কৃষিজাত, শিল্পজাত ইত্যাদি দ্রব্য অগ্রিম ক্রয় করে সরবরাহ প্রাপ্তির পর তা তৃতীয় কোনো বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে অথবা অন্য কোনো পক্ষের নিকট বিক্রি করা হয়। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রদানের সময় কোনো প্রকার ঝামেলা ব্যতীত গ্রাহকের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেয় আর নির্দিষ্ট সময়ান্তে মূল অর্থের অতিরিক্ত কিছু অর্থ সুদ হিসাবে গ্রহণ করে যা শরীয়াহ্‌র নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে যে বিনিয়োগ করে থাকে সেখানে গ্রাহককে নগদ অর্থ প্রদান করা হয় না বরং তার চাহিদানুযায়ী মালামাল অন্য স্থান থেকে ক্রয় করে চুক্তি অনুযায়ী তার নিকট বিক্রয় করা হয়। কাজেই ক্রয়-বিক্রয় সঠিকভাবে না হলে এর থেকে অর্জিত আয় শরীয়াহ অনুযায়ী বৈধ হবে না। তাই ক্রয়-বিক্রয় সঠিকভাবে সম্পাদন করতে হলে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঃ

১. গ্রাহক ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে অথবা কোনো সম্ভাব্য গ্রাহককে ব্যাংক বিনিয়োগ দিতে চাইলে বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির মধ্য থেকে উক্ত গ্রাহকের ব্যবসায়ের বা উদ্দেশ্যের উপযোগী একটি পদ্ধতি বাছাই করে এর শরীয়াহ্‌র শর্তাবলী, বৈশিষ্ট্যসমূহ ও কার্যপদ্ধতি ভালোভাবে গ্রাহককে বুঝিয়ে দিতে হবে। গ্রাহক সম্মত হলে পরবর্তী কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে।

২. ধরা যাক, গ্রাহকের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে বাই-মুরাবাহা অথবা বাই-মুয়াজ্জাল। এক্ষেত্রে গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী মালামাল ক্রয় করে তার নিকট বিক্রি করতে হবে।

৩. গ্রাহকের কাছ থেকে মালামালের পূর্ণ বিবরণ যথা- মালামালের নাম, ব্রান্ড, বিবরণ (Specification), পরিমাণ, গুণাগুণ, তৈরিকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান, আনুমানিক বাজারমূল্য ইত্যাদি লিখিতভাবে নিতে হবে।

৪. ব্যাংকের ব্যবস্থাপক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি গ্রাহক কর্তৃক উল্লিখিত সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থানসমূহসহ অন্যান্য স্থানে মালামাল ক্রয়ের জন্য মালামালের মজুত, বিবরণ, দাম, মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি,

www.pathagar.com

সরবরাহের তারিখ ও স্থান, পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার পর মালামাল ক্রয় করে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করা যাবে- এইমর্মে নিশ্চিত হওয়ার পর গ্রাহকের সাথে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

উপরোক্ত খোঁজ-খবর ব্যাংক সরেজমিনে ঘুরে অথবা টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ওয়েব সাইট, চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নেয়া যেতে পারে।

৫. বাই-মুরাবাহার ক্ষেত্রে গ্রাহককে ক্রয়মূল্য ও আনুষঙ্গিক খরচাদি অথবা সংশ্লিষ্ট মালামালের উপর ব্যাংকের মোট সংগ্রহ খরচ (ক্রয়মূল্য + আনুষঙ্গিক খরচ) জানাতে হবে। গ্রাহকের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করে মোট বিক্রয়মূল্য সুনির্দিষ্ট হবে। লাভের পরিমাণ কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বা ক্রয়মূল্যের শতকরা হার হিসাবে নির্ধারিত হতে পারে।

৬. বাই-মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে শুধু মোট বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করলেই হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক শুধু তার নিজস্ব বুঝের জন্য ক্রয়মূল্য, আনুষঙ্গিক খরচ, লাভ ইত্যাদির হিসাব মনে মনে অথবা লিখিতভাবে করতে পারে যা গ্রাহককে জানানো বাধ্যতামূলক নয়।

৭. উপরোক্ত কার্যাদিতে ব্যাংক এবং গ্রাহক একমত হলে গ্রাহক ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে মালামাল ক্রয়ের অঙ্গীকারনামাসহ বিনিয়োগের আবেদন করবে যা যথাযথভাবে পূরণ, তারিখযুক্ত এবং বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে। আবেদনের সাথে গ্রাহকের ছবি (যদি পূর্বে না নেয়া থাকে), অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, দলিলাদি নিতে হয় ।

৮. ব্যাংক আবেদনপত্রের সাথে অন্যান্য কাগজপত্র, দলিলাদি, জামানত ইত্যাদির ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলে গ্রাহকের অনুকূলে মঞ্জুরীপত্র (Sanction Advice) দেয় এবং সম্মতি ও স্বীকৃতি স্বরূপ মঞ্জুরীপত্রের একটি কপিতে নির্ধারিত স্থানে তারিখসহ গ্রাহকের স্বাক্ষর নেয় এবং ভবিষ্যত বিরোধ এড়ানোর জন্য সংরক্ষণ করে । মঞ্জুরীপত্র সঠিকভাবে পূরণ, তারিখযুক্ত এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়।

৯. এরপর ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরেজমিনে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার কাছ থেকে মালামাল ক্রয়পূর্বক তার মালিকানা এবং দখল বুঝে নেবে। এ কাজটি ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধি তথা বিক্রেতার এলাকায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কোনো শাখা, ক্রয় প্রতিনিধি অথবা চিঠিপত্র, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলেক্স, ই-মেইল, ওয়েব সাইট ইত্যাদির মাধ্যমেও করা যেতে পারে। মালামাল ক্রয়ের পর এর মালিকানা ও দখল নিতে হয়। এ জন্য

www.pathagar.com

ক্রয় ও পরিবহণ সংক্রান্ত কাগজপত্র/দলিলাদি ব্যাংকের অনুকূলে সম্পাদিত হতে হয়। দখল বাস্তব (Physical) অথবা কাজের মাধ্যমে (Constructive) হতে পারে। মোটকথা, ক্রয়কৃত মালামালের গতিবিধি যদি ব্যাংকের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হয় তবে বুঝতে হবে যে, মালামালের উপর মালিকানাসহ ব্যাংকের দখল আছে । এক্ষেত্রে মালামালের যাবতীয় ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব ব্যাংকের।

১০. এখন চুক্তি সম্পাদন পূর্বক মালামাল নির্ধারিত স্থানে এবং সময়ে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে গ্রাহকের স্বীকৃতি নিয়ে গ্রাহককে সরবরাহ করতে হয়। মালামাল বুঝে নেয়ার পর গ্রাহক মালামালের মালিক হয় এবং তখন থেকে সে মালামালের যাবতীয় ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব বহন করে। ব্যাংক কর্তৃক মালামালের মালিকানা অর্জনের পর চিঠিপত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমেও গ্রাহকের কাছে মালামাল হস্তান্তরের জন্য বিক্রেতাকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

১১. অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিক্রেতা/উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী মালামাল শুধু অনুমোদিত ডিলার/পরিবেশক অথবা বরাদ্দ গ্রহীতার নিকট বিক্রি করে। ব্যাংকের পক্ষে ঐ বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীর নিকট থেকে সরাসরি মালামাল ক্রয় সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সরবরাহ নিশ্চিত হলে ব্যাংক গ্রাহক (ডিলার/পরিবেশক/বরাদ্দ গ্রহীতা)-এর নিকট থেকে মালামাল উত্তোলনের অধিকারসম্বলিত অধিকার বা ক্ষমতা প্রদানপত্র (Letter of Authority) নিয়ে বিক্রেতার অনুকূলে ডিডি বা পেমেন্ট অর্ডারের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধপূর্বক বিনিয়োগ করতে পারে। ক্ষমতা প্রদানপত্র সংস্থা বা বরাদ্দদাতা কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত হতে হয় । যদি ক্ষমতা প্রদানপত্র বরাদ্দদাতা কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত না হয় অর্থাৎ যদি ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধির কাছে মালামাল সরবরাহ করতে বিক্রেতা রাজি না হয় সেক্ষেত্রে ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে না । মালামাল যথানিয়মে উত্তোলিত হওয়ার পর গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করতে হয়।

যেহেতু বাই-মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেশি অনিয়ম হতে পারে, তাই এখানে ঐ পদ্ধতিদ্বয়ের ভিত্তিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু মালামাল ক্রয়-বিক্রয়, মালিকানা, দখল, হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় শরীয়াহ্‌র পরিপন্থী না হলে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হয়ে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়াহ্ সংক্রান্ত যে সকল অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেয়া হল ঃ

www.pathagar.com

বাই-মুরাবাহা এবং বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ

১. গ্রাহককে নগদ সুবিধা দেয়া।
২. গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেয়া।
৩. ক্যাশমেমো রেকর্ডে না থাকা।
৪. ডিসবার্সমেন্টের পূর্বের/পরের তারিখের ক্যাশমেমো নেয়া।
৫. ডিসবার্সমেন্টের সাথে ক্যাশমেমোর মিল না থাকা।
৬. শাখার পরিবর্তে গ্রাহক বিক্রেতা হতে সরাসরি মালামাল বুঝে নেয়া।
৭. পণ্য বুঝে নেয়ার রেকর্ড না থাকা।
৮. নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে পুরাতন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করা।
৯. এম.পি.আই. ও ডিলারশীপের ক্ষেত্রে গ্রাহক হতে লেটার অব অথোরিটি না নেয়া।
১০. চুক্তিপত্র খালি ও তারিখবিহীন রাখা ।

ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ

১. পণ্য পরিদর্শন রিপোর্ট ও ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় প্রতিনিধি হতে মালামাল বুঝে নিয়ে তা গ্রাহককে বুঝিয়ে দেবার রেকর্ড না রাখা।
২. বিনিয়োগকৃত অর্থের অংশবিশেষ দিয়ে পণ্য ক্রয় করা।
৩. বিনিয়োগের টাকা থেকে ক্যাশ সিকিউরিটি/এলসি মার্জিন নেয়া।
৪. বিনিয়োগের টাকা দিয়ে গ্রাহকের পূর্বের বিনিয়োগ দায় সমন্বয় সাধন করা।
৫. কাল্পনিক কেনা-বেচা দেখিয়ে বিনিয়োগ প্রদান/গ্রহণ করা।
৬. ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য গ্রাহকের আবেদনপত্র না নেয়া এবং গ্রাহককে শাখার নিয়োগপত্র না দেয়া।
৭. ক্রয় প্রতিনিধির নিয়োগপত্র অপূরণকৃত ও স্বাক্ষরবিহীন রাখা অথবা আদৌ কোনো নিয়োগপত্র না দেয়া।
৮. ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেয়া।
৯. স্থানীয় বাজার/একই দোকান থেকে একত্রে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ করা।
১০. বিনিয়োগের টাকা গ্রাহকের চলতি হিসাবে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা, অগ্রিম তারিখের ক্যাশমেমো নেয়া এবং বিলম্বে পণ্য ক্রয় করা।
১১. অননুমোদিত আইটেমে প্রতিনিধি নিয়োগ করা।
১২. ডিলারশীপের ক্ষেত্রে লেটার অব অথোরিটি না নিয়ে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

www.pathagar.com

১৩. মালামাল ক্রয়ের ক্যাশমেমো না নেয়া বা না রাখা।

১৪. বিভিন্ন ক্রেতা হতে মালামাল ক্রয় করা হলেও কেবলমাত্র একজন বিক্রেতার ক্যাশমেমো সংরক্ষণ করা।

১৫. মালামালসমূহের ক্রয়োত্তর পরিদর্শন না করা অথবা পরিদর্শিত হলেও রিপোর্ট সংরক্ষণ না করা।

বাই-সালাম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনিয়ম/ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ

১. বাই-সালামের মালামালের মূল্য পরিশোধের সাথে সাথে বিনিয়োগ হিসাবে মুনাফা চার্জ করা।

২. শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ক্রয়কৃত মালামাল সরেজমিনে পরিদর্শন ও গ্রহণপূর্বক ব্যাংকের এজেন্ট/গ্রাহক এজেন্টকে মালামাল বুঝিয়ে না দেয়া ।

৩. বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য গ্রাহকের সাথে প্রতিনিধিত্ব চুক্তি সম্পাদন না করা ।

৪. বাই-সালাম চুক্তিপত্রে মালামালের বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, ডেলিভারির স্থান, তারিখ ও ক্রয়মূল্য উল্লেখ না করা ।

৫. নির্ধারিত সময়ের আগে রপ্তানী মূল্য আদায় হলে গ্রাহককে রিবেট প্রদান করা ।

৬. চুক্তিপত্র খালি ও তারিখবিহীন রাখা ।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রসঙ্গে

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাই পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাই-মুরাবাহার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা বা সুদী ব্যাংকের ন্যায় নির্ধারিত শতকরা হারে মুনাফা আদায় করে থাকে। যেমন- ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাই-মুরাবাহার ক্ষেত্রে সাধারণত ক্রয়মূল্যের উপর ৮% অথবা ১০% অথবা ১২% অথবা এরূপ কোনো শতকরা হারে মুনাফা আদায় করে । আবার সুদী ব্যাংকগুলোও তাদের ঋণের ৮% অথবা ১০% অথবা ১২% অথবা এরূপ কোনো শতকরা হারে ঋণের উপর অতিরিক্ত সুদ হিসাবে আদায় করে থাকে। এখন অনেকের প্রশ্ন, ইসলামী ব্যাংকের মুনাফার হার ১৪% এবং সুদী ব্যাংকের সুদের হারও ১৪%। অতএব, এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা এবং সুদী ব্যাংকের সুদ কি একই?

প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলা যায়- 'না'। কারণ, বাই-মুরাবাহা একটি শরীয়াহ্ অনুমোদিত ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রয় মূল্যের সাথে সম্মত লাভ যোগ করে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে মূল্য নির্ধারণ

www.pathagar.com

পূর্বক ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা। সম্মত লাভ নির্দিষ্ট অংকের হতে পারে অথবা ক্রয়মূল্যের উপর সম্মত শতকরা হারেও স্থির হতে পারে। মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন সাধারণ ব্যবসায়ীর ন্যায় ব্যাংক তথা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শ্রম দিয়ে থাকে। মালামালের সকল প্রকার ঝুঁকি বহন করে থাকে এবং সর্বোপরি মালামালের মালিকানা অর্জন ও দখলস্বত্ব লাভ করে থাকে । তারপর গ্রাহকের নিকট সম্মত মুনাফায় মালামাল বিক্রি করে থাকে যা শরীয়াহ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বৈধ। কারণ, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল-কোরআনের সূরা বাকারাহ্'র ২৭৫ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

আল্লাহ্ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন। তাই বর্ণিত ক্রয়-বিক্রয় হালাল। এছাড়া সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায় একজন সাধারণ ব্যবসায়ীর ক্রয়-বিক্রয় থেকে উদ্ভূত উপার্জন যদি বৈধ বা হালাল হয় তবে ব্যাংকের উপার্জন কেন সুদের শামিল হবে।

সুদী ব্যাংকসমূহ তাদের ঋণের ক্ষেত্রে এতসব নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না। তারা গ্রাহককে সরাসরি নগদ অর্থ দিয়ে দেয় এবং সময়ের ভিত্তিতে আসলের উপর নির্দিষ্ট শতকরা হারে সুদ আদায় করে। আর শরীয়াহ্ অনুযায়ী সময়ের ভিত্তিতে ঋণের বা আসলের অতিরিক্তই সুদ বা রিবা।

সময়ের ভিত্তিতে অর্থাৎ সময় বাড়ার সাথে সাথে সুদের পরিমাণও বেড়ে যায়। কিন্তু বাই-এর ক্ষেত্রে মুনাফা একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে তা আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এমনকি ক্রেতা বা গ্রাহক সময়মতো মূল্য পরিশোধ করতে না পারলে এবং চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বছরের পর বছর অতিবাহিত হলেও মুনাফার পরিমাণ আর বৃদ্ধি করা যায় না। সুদী ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক হচ্ছে ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতা। আর ইসলামী ব্যাংকের বাই পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক হচ্ছে বিক্রেতা ও ক্রেতা। সুদী ব্যাংকের সম্পর্ক ঋণের সাথে আর ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্ক ব্যবসার সাথে। সুতরাং উপরে বর্ণিত সূরা বাকারাহ'র ২৭৫নং আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকের

www.pathagar.com

ক্রয়-বিক্রয় থেকে উপার্জিত আয় হালাল আর সুদী ব্যাংকের ঋণের থেকে উদ্ভূত সুদ হারাম। কাজেই মুনাফার সাথে সুদের কোনো তুলনাই হয় না। এখানে সুদ ও মুনাফার উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

সুদ		মুনাফা	
১.	সুদ অবৈধ বা হারাম।	১.	মুনাফা বৈধ বা হালাল।
২.	ঋণের উপর সময়ের ভিত্তিতে সুদ অর্জিত হয়।	২.	ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ মুনাফা অর্জিত হয়।
৩.	সুদে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয় না।	৩.	মুনাফা অর্জনে লোকসানের ঝুঁকি আছে।
৪.	সুদ পূর্ব নির্ধারিত ও নিশ্চিত। সুদের হার কখনও শূন্য হয় না।	৪.	মুনাফা অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত। মুনাফা কম-বেশি হতে পারে অথবা ঋণাত্মকও হতে পারে।
৫.	ঋণের উপর সুদ একাধিকবার নির্ধারণ ও আদায় করা যায়।	৫.	পণ্যের উপর মুনাফা একবারই করা যায়।
৬.	সুদের ক্ষেত্রে শ্রম বিনিয়োগ করতে হয় না।	৬.	মুনাফার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে মূলধন, শ্রম, সময় ইত্যাদি বিনিয়োগ করতে হয়।
৭.	সুদের পক্ষসমূহ হচ্ছে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা।	৭.	মুনাফা তথা ব্যবসার পক্ষসমূহ হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতা/ উৎপাদনকারী।
৮.	সুদের সাথে পণ্য বা পণ্যের মূল্য জড়িত থাকে না।	৮.	মুনাফার সাথে পণ্য বা পণ্যের মূল্য জড়িত থাকে।
৯.	সুদের কোনো বিনিময় নেই।	৯.	মুনাফার বিনিময় মাল।

সমালোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলে থাকেন ইসলামী ব্যাংক ঘুরিয়ে খায়। তাদের মন্তব্যের সাথে আমরা একমত। কারণ, ইসলামী ব্যাংক ঘুরিয়ে খায় বলেই সুদী ব্যাংকের ১৪%-এর সাথে তাদের ১৪% সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকের উপার্জন হালাল। বস্তুত কোনো বৈধ ও অবৈধ কার্য বাহ্যিক দিক দিয়ে সাদৃশ্য মনে হলেও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আর ইসলামে এই পদ্ধতিগত দিকটার উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

www.pathagar.com

কাজেই কোনো কাজ যখন শরীয়াহ্ অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় তখন তা হালাল। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বোঝা যেতে পারে । ধরা যাক, একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমান উভয় মুরগি খায়। দুইজনে একই দোকান থেকে দুইটা মুরগি কিনে বাসায় নিয়ে গেল। মুসলমান ব্যক্তি শরীয়াহ্র নিয়মানুযায়ী বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে ধারাল অস্ত্র দিয়ে শরীয়াহ্র নিয়মানুযায়ী মুরগিটি জবাই করল। পক্ষান্তরে অমুসলিম ব্যক্তিটি উক্ত নিয়ম না মেনে মুরগিটির কল্লা ছেদন করল। উভয়ের বাড়িতে মুরগি রান্না হলো কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য জবাই-এর পদ্ধতিগত কারণে ঐ অমুসলিম বাড়ির মুরগির গোশত হারাম এবং মুসলমান ব্যক্তির বাড়ির মুরগির গোশত হালাল। কাজেই গোশতের বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও শুধু পদ্ধতিগত কারণ তথা ঘুরিয়ে জবাই করার জন্যই তা মুসলমানের জন্য হালাল হয়ে গেল। এমনকি যদি কোন মুসলমানও শরীয়াহ্র পদ্ধতি অনুযায়ী উক্ত জবাই কাজ সম্পাদন না করে তবে তা-ও মুসলমানের জন্য হারাম হবে।

আর একটি উদাহরণের সাহায্যে ঘুরিয়ে খাওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যেতে পারে। ধরা যাক, জনসমক্ষে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মেয়ের পিতাকে বলে যে আমি আপনার মেয়ের সাথে একত্রে বসবাস করব এবং বিনিময়ে আপনার মেয়েকে এক লক্ষ এক টাকা দেব এবং এ প্রস্তাবে যদি মেয়ে এবং পিতা রাজি হয় তবে তা শরীয়াহ্র বিধান অনুযায়ী হবে হারাম। কিন্তু কেউ যদি উপরোক্ত কথাগুলোই একটু ঘুরিয়ে বলে তবে তা হালাল হতে পারে। যেমন, কেউ যদি দুইজন সাক্ষীর সামনে কোনো মেয়ের পিতাকে বলে যে, আমি আপনার মেয়ে অমুককে এক লক্ষ এক টাকা দেনমোহর ধার্যে বিবাহ করার প্রস্তাব করছি আর এ প্রস্তাবে যদি মেয়ে এবং পিতা রাজি হয় তবে তা হবে শরীয়াহ্র বিধান অনুযায়ী হালাল।

উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও শুধু ঘুরিয়ে বলার জন্য পদ্ধতিগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বাই-এর ক্ষেত্রে যেমন অনেক দায়-দায়িত্ব আমরা দেখতে পেয়েছি তদ্রুপ বিবাহ ও দেনমোহর শব্দের মধ্যেও অনেক দায়-দায়িত্ব রয়ে গেছে। এক লক্ষ এক টাকার বিনিময়ে বসবাসের প্রস্তাবটি ক্ষণস্থায়ী এবং এর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই আর এটি শরীয়াহ্র বিধান অনুযায়ী হয়নি তাই এটি হারাম। পক্ষান্তরে, এক লক্ষ এক টাকা দেনমোহর ধার্যে বিবাহের প্রস্তাবটি চিরস্থায়ী এবং এর দায়-দায়িত্ব অনেক। বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্টির সেরা মাখলুকাত মানুষের বংশ পরিচয় সৃষ্টি হয় এবং মান-সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি নিয়ে বেঁচে থাকে। আর এটাই শরীয়াহ্র বিধান অনুযায়ী বৈধ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, কোনো বস্তু, বিষয় বা কার্যের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তা যদি ইসালামী শরীয়াহ্র নীতি অনুযায়ী পদ্ধতিগত দিক দিয়ে একটু ঘুরিয়ে বলা বা করা হয় তবে তা শরীয়াহ্র দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

বৈধ হয়ে যায়। কাজেই যারা বলে ইসলামী ব্যাংক ঘুরিয়ে খায় তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্ অনুযায়ী ঘুরিয়ে খায় বলেই তাদের খাওয়াটা হালাল। পক্ষান্তরে, ঘুরিয়ে খাওয়াটা যদি ইসলামী শরীয়াহ্র বিধান অনুযায়ী না হয়ে অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী হয়ে থাকে তবে তা হারাম। যেমন- ইসলামী ব্যাংকের বাই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের হক যদি পূরণ না হয় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় যদি আদৌ না হয়ে থাকে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের বাহানায় যদি সুদ বা রিবাকে ঘুরিয়ে মুনাফা বলা হয় তবে তা হারাম এবং এই ঘুরিয়ে খাওয়ার সাথে ঐকমত্য পোষণ করা যায় না।

তবে আসলে যারা ঘুরিয়ে খাওয়ার কথা বলে তাদের বলার উদ্দেশ্য উপরোক্ত আলোচনার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক মুনাফার নামে সুদ খায় অর্থাৎ মুনাফা তো সুদেরই মত। কিন্তু উপরোক্ত আলেচনা থেকে তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আর যারা এ ধরনের যুক্তিতে বিশ্বাসী তাদেরকে আসলে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন শরীফের সূরা আল-বাকারাহ্'র ২৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

অর্থাৎ যারা সুদ খায়. তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মতো। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।

আশা করি, সচেতন মানুষের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের ঘুরিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। আল্লাহ্ তাআলার হেদায়ত আমাদের সকলের নসিব হোক।

বাই-আল্-ইনা

বাই-আল্-ইনা এমন এক ধরনের কারবার যেখানে বাস্তবিক কোনো ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় না; বরং ক্রয়-বিক্রয় দেখিয়ে বা ক্রয়-বিক্রয়ের ভান করে সুদ বা রিবার লেনদেন করা হয়। ধরা যাক, 'ক' নামক কোনো ব্যক্তির নগদ এক

www.pathagar.com

হাজার টাকার প্রয়োজন। সে 'খ' নামক কোনো ব্যক্তির কাছে তার এই প্রয়োজনের বিষয়টি জানিয়ে এক হাজার টাকা এক বছর পর পরিশোধের শর্তে ধার নেয়ার প্রস্তাব দিল। 'খ' এ প্রস্তাবে রাজি কিন্তু সমস্যা হলো, তারা জানে নগদ এক হাজার টাকা ধার দিয়ে এক বছর পর এক হাজার টাকার অতিরিক্ত অর্থের লেনদেন করলে তা সুদ বা রিবা হয়ে যাবে এবং এটা ঘৃণিত অপরাধ। আবার এক হাজার টাকা এক বছর পর কিছু লাভ না নিয়ে আসলেও চলে না। অথচ 'ক'-এর টাকাটা খুবই প্রয়োজন এবং 'খ'-এরও ইচ্ছা যে সে 'ক'-কে টাকাটা দেবে। তাই উভয়ই অতিরিক্ত অর্থের লেনদেনটিকে হালাল বা বৈধ করার জন্য একটি উপায় বের করল। পরামর্শ অনুযায়ী 'খ' কিছু পণ্য-সামগ্রী বাকি মূল্যে অর্থাৎ বাই-মুয়াজ্জাল বা বাই-মুরাবাহা বিল আজল পদ্ধতিতে এক হাজার একশত টাকায় এক বছর পর পরিশোধের শর্তে বিক্রয় করল। কিছুক্ষণ পর 'ক' আবার ঐ একই পণ্য-সামগ্রী 'খ'-এর নিকট এক হাজার টাকায় নগদে বিক্রি করল। ফলে 'খ'-এর পণ্য-সামগ্রী 'খ'-এর নিকট চলে আসল এবং 'ক' এক হাজার টাকা নগদে পেয়ে গেল। এক বছর পর 'ক' বাকি মূল্য এক হাজার একশত টাকা 'খ'-কে পরিশোধ করল অর্থাৎ 'খ' এক হাজার টাকার অতিরিক্ত একশত টাকা পেয়ে গেল।

উপরে বর্ণিত তথাকথিত ক্রয়-বিক্রয় বাই-আল-ইনার পর্যায়ভুক্ত এবং তথাকথিত একশত টাকা লাভ, সুদ বা রিবা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বাই-আল-ইনা ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

এ জন্য আমাদেরকে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন এ ধরনের কোনো লেনদেনে কখনও আমরা জড়িয়ে না পড়ি।

মুদারাবা

(স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে মুনাফা ভাগাভাগিতে বিনিয়োগ)

মুদারাবার ভিত্তি

অন্যরা ভ্রমণ করবে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণে।

-আল-কোরআন, সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল, আয়াত ২০।

পবিত্র কোরআন শরীফের উক্ত আয়াত মুদারাবার ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত।

মুদারাবার অর্থ

আরবী ضرب শব্দ থেকে মুদারাবা مضاربة শব্দের উৎপত্তি। ضرب শব্দের অর্থসমূহের মধ্যে ভ্রমণ একটি। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে মুদারাবার মৌলিক বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

www.pathagar.com

মুদারাবার সংজ্ঞা

যে কারবারে একপক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে এবং চুক্তি অনুযায়ী লাভ নেয় অথবা দ্বিতীয় পক্ষের অবহেলাজনিত কারণ ছাড়া সমুদয় আর্থিক ক্ষতি মূলধন যোগানদাতা বহন করে তাকে মুদারাবাহ্ বলে। এ ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংককে বলা হয় 'সাহিব আল-মাল' এবং গ্রাহককে বলা হয় 'মুদারিব'।

পবিত্র কোরআন শরীফের উক্ত আয়াত মুদারাবা ব্যবসার ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত।

মুদারাবার প্রকারভেদ

চুক্তির ভিত্তিতে মুদারাবা ব্যবসা প্রধানত দুই প্রকার হতে পারে। যথা-

১. **সাধারণ (Unrestricted) মুদারাবা বা আল-মুদারাবা আল-মুতলাক ঃ** যে মুদারাবা ব্যবসায়ে মুদারিবকে কোনোরূপ শর্ত আরোপ ছাড়াই সাহিব আল-মাল কর্তৃক ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হয় তাকে সাধারণ (Unrestricted) মুদারাবা বা আল-মুদারাবা আল-মুতলাক বলা হয়।

২. **বিশেষ (Restricted) মুদারাবা বা আল-মুদারাবা আল-মুকাইয়্যেদা ঃ** যে মুদারাবা ব্যবসায়ে মুদারিবের কোনোরূপ অযাচিত চাপ প্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সাহিব আল-মাল ব্যবসায়ের ধরন, মেয়াদ, স্থান ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেয় তাকে বিশেষ (Restricted) মুদারাবা বা আল-মুদারাবা আল-মুকাইয়েদা বলা হয়।

মুদারাবার শর্তাবলী

চুক্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী

১. মুদারাবা চুক্তিতে দুইটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ সাহিব আল-মাল হিসাবে ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ মূলধন যোগান দেয় এবং অপর পক্ষ মুদারিব হিসাবে তার শ্রম, মেধা ও সময় বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করে।

২. মুদারাবা চুক্তির উভয় পক্ষেরই প্রতিনিধি নিয়োগ অথবা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার আইনগত যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকতে হবে। কারণ, মুদারাবা চুক্তিতে এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে এবং অপর পক্ষকে তার প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ দেয়।

৩. সাধারণ নীতি অনুযায়ী মুদারাবা চুক্তি নিম্নোক্ত দুইটি ক্ষেত্র ব্যতীত পক্ষদ্বয়ের যে কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী বিলোপ করতে পারে।

   (ক) মুদারিব কর্তৃক ব্যবসা ইতোমধ্যে শুরু করা হয়ে থাকলে। এক্ষেত্রে চুক্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো পক্ষ মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তি টানতে পারে না।

www.pathagar.com

(খ) চুক্তির মেয়াদ কি হবে তা স্থির করে উভয় পক্ষ সম্মতি দিলে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত কোনো পক্ষ এককভাবে মুদারাবা চুক্তি বিলোপ সাধন করতে পারে না।

৪. মুদারাবা একটি বিশ্বস্ততার চুক্তি। তাই মুদারিব বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে মুদারাবা মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে বিধায় সে তার অবহেলা, অব্যবস্থা, অসদাচরণ, চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে লোকসান হলে তার জন্য দায়ী হয় না।

মূলধন সংক্রান্ত শর্তাবলী

১. মুদারাবা মূলধন নগদ অর্থে দেয়া উচিত। তবে নির্দিষ্ট বাস্তব সম্পদও মুদারাবা ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের মূল্য মুদারাবা মূলধন হিসাবে বিবেচিত হয়। কোনো দক্ষ মূল্যায়নকারী কর্তৃক অথবা পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে নিতে হয়।

২. চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের মূলধনের পরিমাণ, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হয় যাতে ভবিষ্যতে কোনোরূপ বিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।

৩. সাহিব আল-মালের কাছে মুদারিব বা অন্য কারোও দেনা মুদারাবা ব্যবসার মূলধন হিসাবে বিবেচিত হয় না।

৪. মূলধন সম্পূর্ণ অথবা ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে চুক্তির শর্তানুযায়ী পর্যায়ক্রমে মুদারিব তার ইচ্ছামাফিক মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

৫. মুদারাবা ব্যবসায়ে লাভ হলে তা ভোগ করার অধিকার সাহিব আল-মাল ও মুদারিব উভয়ের। কোনো একজনকে বাদ দিয়ে অপরজন একা লাভ নিতে পারে না।

জামানত সংক্রান্ত শর্তাবলী

পুঁজির যোগানদাতা বা সাহিব আল-মাল মুদারিবের কাছ থেকে পর্যাপ্ত ও আদায়যোগ্য জামানত নিতে পারে; তবে শর্ত থাকে যে, মুদারিবের অবহেলা, অব্যবস্থা, চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে জামানত কার্যকরী করা যাবে না।

লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত শর্তাবলী

১. ভবিষ্যতে বিরোধ এড়ানোর জন্য মুনাফা বন্টনের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে মুনাফা বন্টনের অনুপাত নির্ধারিত হয়।

www.pathagar.com

২. চুক্তি সম্পাদনের সময় মুনাফা বন্টনের অনুপাত নির্ধারিত হয়। তবে পরবর্তী যে কোনো সময় পক্ষগণের সম্মতিতে এ অনুপাত পরিবর্তন করা যায়।

৩. যদি চুক্তিতে মুনাফা বন্টনের অনুপাতের উল্লেখ না থাকে তবে পক্ষদ্বয় দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী (যেমন- সমান সমান) মুনাফা ভাগাভাগি করবে। যদি মুনাফা বন্টনের অনুপাত সুনির্দিষ্ট না থাকে এবং কোনো প্রচলিত প্রথাও না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে মুদারাবা চুক্তি শুরুতেই বাতিল বলে গণ্য হয় এবং মুদারিব যে শ্রম বিনিয়োগ করে তার জন্য সে সাধারণ বাজার দর অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।

৪. মুদারাবা ব্যবসায়ের মূলধন অক্ষত অবস্থায় না থাকলে মুনাফার স্বীকৃতি দেয়া বা দাবি করা যায় না।

৫. চলমান (continuous) মুদারাবা কারবারে যদি ক্ষতি হয় তবে তা পরবর্তী বছরসমূহে স্থানান্তর পূর্বক ভবিষ্যতে লাভ থেকে পূরণ করতে হয়। কিন্তু মুদারাবা চুক্তি যদি চলমান না হয় তবে কোনো চুক্তির অধীনে লোকসান হলে তা পরবর্তী চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কারবারে স্থানান্তরিত করা যাবে না। মোট কথা, মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তিতে ব্যবসায়ের চূড়ান্ত ফলাফলের উপর মুনাফা বন্টন নির্ভর করে। চূড়ান্ত হিসাবান্তে যদি লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয় তবে প্রকৃত ক্ষতি সাহিব আল-মালের মূলধন থেকে বাদ যাবে। যদি মুদারিবের অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, অসদাচরণ, চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ক্ষতি হয় তবে একজন ট্রাস্টি হিসাবে মুদারিব উক্ত ক্ষতির জন্য দায়ী হয় না। যদি লাভ-ক্ষতির পরিমাণ সমান সমান হয় তবে সাহিব আল-মাল তার মূলধন অক্ষত অবস্থায় অর্থাৎ লাভ-লোকসান ছাড়াই ফেরৎ পাবে এবং মুদারিব কোনো লাভের অংশ পাবে না। যদি ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণ বেশি হয় তবে প্রকৃত লাভ চুক্তি অনুযায়ী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বন্টিত হবে।

মুদারিবের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা

১. সাহিব আল-মাল কর্তৃক কোনো শর্ত আরোপ ছাড়া যদি মুদারাবা চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ চুক্তিটি যদি সাধারণ মুদারাবা হয়ে থাকে তবে একজন উদ্যোক্তা সাধারণত যা যা করে থাকেন মুদারিবও তা করবেন। আর এ সকল কাজের জন্য তিনি কোনো মজুরী নিতে পারবেন না। এ সকল কাজের জন্য মুদারিব যদি কোনো তৃতীয় পক্ষকে নিয়োগ দেন তবে তাদের মজুরী মুদারাবা তহবিল থেকে দেয়া যাবে না বরং মুদারিবের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করতে হবে। তবে যদি কাজটি এমন হয় যা একজন উদ্যোক্তার সাধারণ কাজ হিসাবে পরিগণিত না হয় অথবা তা তার দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে সাধারণভাবে পড়ে না–এ

www.pathagar.com

ধরনের কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ করা যাবে এবং মুদারাবা তহবিল থেকে তাদের মজুরী দেয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই।

২. মুদারিব মুদারাবা তহবিল থেকে কোনো প্রকার ঋণ দিতে, চাঁদা/অনুদান দিতে, দান-খয়রাত ইত্যাদি করতে পারে না। অনুরূপভাবে মুদারাবা কারবারে কোনো পাওনা মুদারিব মাফ করতে পারে না। তবে সাহিব আল-মালের সম্মতি সাপেক্ষে এসব করা যাবে।

৩. মুদারাবা চুক্তির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মুদারিবের সর্বাত্মক ও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এ জন্য মুদারিবকে নিম্নোক্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করতে হয় ঃ

(ক) প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাক ব্যতীত একজন ট্রাস্টি হিসাবে তাকে দায়-দায়িত্ব নিতে হয়।

(খ) সাহিব আল-মাল কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধন দিয়ে তাকে প্রতিনিধি হিসাবে মালামাল ক্রয় করতে হয়।

(গ) একজন অংশীদার হিসাবে সে মুনাফায় ভাগীদার হয়।

(ঘ) তার অবহেলা, অব্যবস্থা, অসদাচরণ, চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি কারণে মুদারাবার ক্ষতি হলে একজন জামিনদাতা হিসাবে কাজ করে।

(ঙ) কোনো কারণে যদি মুদারাবা বাতিল (Fasid) হয়ে যায় তবে একজন কর্মচারী (Employee) হিসাবে কাজ করে। তখন কারবারে লাভ-লোকসান যা-ই হোক না কেন সে বেতন (Salary) পাওয়ার অধিকারী।

সাহিব আল-মালের ভূমিকা

সাহিব আল-মাল মুদারিবকে মূলধন যোগানোর পর মুদারিবের কর্মকাণ্ড দেখাশুনা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকে না।

মুদারিব কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের ফলাফল

যদি মুদারিব চুক্তির কোনো শর্ত বা উদ্দেশ্য অথবা সাহিব আল-মাল কর্তৃক আরোপিত কোনো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তবে সে অসদাচরণের দায়ে দোষী হবে এবং মুদারাবা মূলধনের ট্রাস্টি হিসাবে আর বিবেচিত হবে না বরং সাহিব আল-মালের নিকট এটা তার দেনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

মুদারাবা ব্যবসায়ের বিলোপসাধন

নিম্নলিখিত উপায়ে মুদারাবা কারবারের বিলুপ্তি হতে পারে :

১. যদি মুদারাবা চুক্তির মেয়াদ নির্ধারিত না হয়ে থাকে অথবা যদি কারবার শুরু না হয়ে থাকে তবে পক্ষদ্বয়ের কোনো একজন এককভাবে মুদারাবার বিলোপসাধন করতে পারে।

www.pathagar.com

২. উভয়ের সম্মতিতে মুদারাবার বিলোপসাধন হতে পারে।
৩. মুদারাবা চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে মুদারাবা বিলুপ্ত হয়ে যায়।
৪. মুদারাবা মূলধন নিঃশেষ হয়ে গেলে অথবা লোকসান হলে।
৫. মুদারিবের মৃত্যু হলে অথবা মুদারিব হিসাবে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি হলে।

মুশারাকা

আরবী শব্দ "শিরকাত" অথবা "শরীকাত" (শিরক) থেকে মুশারাকা শব্দের উৎপত্তি। তাই শাব্দিক দিক দিয়ে মুশারাকার অর্থ অংশীদারিত্ব। সমসাময়িক অর্থনীতিবিদগণ ও ব্যাংকারদের মধ্যে মুশারাকা শব্দটি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে । তবে শিরকাত শব্দের তুলনায় মুশারাকা শব্দটির অর্থ সীমিত।

শিরকাত

আইনের ভাষায় কোনো ব্যবসায়ে দুই বা ততধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মিলনই শিরকাত। সুতরাং বলা যায়, দুই বা ততধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্বই শিরকাত।

শিরকাতের প্রকারভেদ

শিরকাত প্রধানত দুই প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

১. শিরকাত আল-মিল্ক্ (চুক্তিবিহীন) এবং
২. শিরকাত আল-আক্দ (চুক্তিভিত্তিক)

শিরকাত আল-মিল্ক (চুক্তিবিহীন)

উত্তরাধিকার, উইল, দান অথবা অন্য কোনো ঘটনার ফলে কোনো সম্পত্তির উপর দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে শিরকাত আল-মিল্ক বলে। যৌথ মালিকগণ তাদের স্ব-স্ব অংশ অনুযায়ী ঐ সম্পত্তি অথবা ঐ সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয় ভোগ করে।

শিরকাত আল-মিল্ককে আবার দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

ক) শিরকাত আল-মিল্ক বিল ইখতিয়ার ও
খ) শিরকাত আল-মিল্ক বিল জাবার।

শিরকাত আল-মিল্ক বিল ইখতিয়ার

বিভাজ্য হওয়া সত্ত্বেও যদি যৌথ মালিকগণ তাদের সম্পত্তি ভাগাভাগি না করে একত্রে রাখে তবে তাকে শিরকাত আল-মিল্ক বিল ইখতিয়ার বলা হয়।

www.pathagar.com

শিরকাত আল-মিল্‌ক বিল জাবার

যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ অবিভাজ্য হওয়ায় মালিকগণ উক্ত সম্পদ যৌথ মালিকানায় রাখতে বাধ্য হয়। এ ধরনের শিরকাতকে শিরকাত আল-মিল্‌ক বিল জাবার বলা হয়।

শিরকাত আল-আক্‌দ (চুক্তিভিত্তিক)

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথ পুঁজি বিনিয়োগ ও কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত লাভ/ক্ষতি ভোগ/বহনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে শিরকাত আল-আক্‌দ বলা হয় ঃ

শিরকাত আল-আক্‌দকে আবার চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) শিরকাত আল-মুফাবাদা
(খ) শিরকাত আল-ইনান
(গ) শিরকাত আল-আবদান এবং
(ঘ) শিরকাত আল-উজূহ্‌

শিরকাত আল মুফাবাদা

যে অংশীদারী কারবারের সকল অংশীদার সাবালক হয়, সকলে সমপরিমাণ মূলধন যোগান দেয় প্রত্যেকে কারবার ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব সমভাবে বহন করে এবং এভাবেই লাভ-ক্ষতির ভাগীদার হয় তাকে শিরকাত আল-মুফাবাদা বলা হয় । এ ধরনের কারবারে অংশীদারগণ প্রত্যেকে অপর সকলের পক্ষে কাজ করে এবং সকলে যৌথ ও পৃথকভাবে কারবারের দায়-দায়িত্ব বহন করে।

শিরকাত আল-ইনান

এ ধরনের অংশীদারী কারবারে সকল অংশীদারের সাবালক হওয়া জরুরি নয়। এমনকি প্রত্যেকের সমপরিমাণ মূলধন যোগান দেয়া এবং সমভাবে লাভ-ক্ষতির ভাগীদার হওয়া কোনো পূর্বশর্ত নয়। অংশীদারগণ অন্য অংশীদারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে এবং তারা যৌথভাবে কারবারের দায়-দায়িত্বের জন্য দায়ীও হয় না।

অর্থাৎ শিরকাত আল-ইনান এমন এক ধরনের অংশীদারী চুক্তি যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অংশীদার হিসাবে প্রত্যেকে সম্মত মূলধন যোগান দেয়, চুক্তির শর্তানুযায়ী কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে এবং অর্জিত লাভ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয়। অথবা লোকসান হলে স্ব-স্ব মূলধন অনুপাতে বহন করে।

www.pathagar.com

শিরকাত আল-আবদান

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো প্রকার মূলধন যোগান না দিয়ে শুধু তাদের মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে কারবার পরিচালনা করে অর্জিত আয় পূর্বস্থিরকৃত অনুপাতে ভাগাভাগী করে নেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলে তাকে শিরকাত আল-আবদান বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি দুইজন দর্জি এভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, তারা একত্রে তাদের খরিদ্দারদের কাজ করে দেবে এবং অর্জিত মজুরী একটি যৌথ তহবিলে জমা রেখে তা চুক্তির শর্তানুযায়ী ভাগাভাগী করে নেবে; তবে তা শিরকাত আল-আবদান হবে। এ ধরনের কারবারকে 'শিরকাত-উত-তাকাব্বুল' বা 'শিরকাত-উস-সানাই'ও বলা হয়।

শিরকাত আল-উজূহ্

সুনাম, মর্যাদা, দক্ষতা, বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজনসম্পন্ন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো মূলধন যোগান না দিয়ে তাদের উক্ত গুণাবলীর প্রেক্ষিতে বাকি মূল্যে মালামাল ক্রয় করে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং অর্জিত মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগাভাগি করে নেয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হলে ঐ কারবার শিরকাত আল-উজূহ নামে অভিহিত।

রেখাচিত্রের মাধ্যমে এখানে শিরকাতের প্রকারভেদ দেখানো হলো ঃ

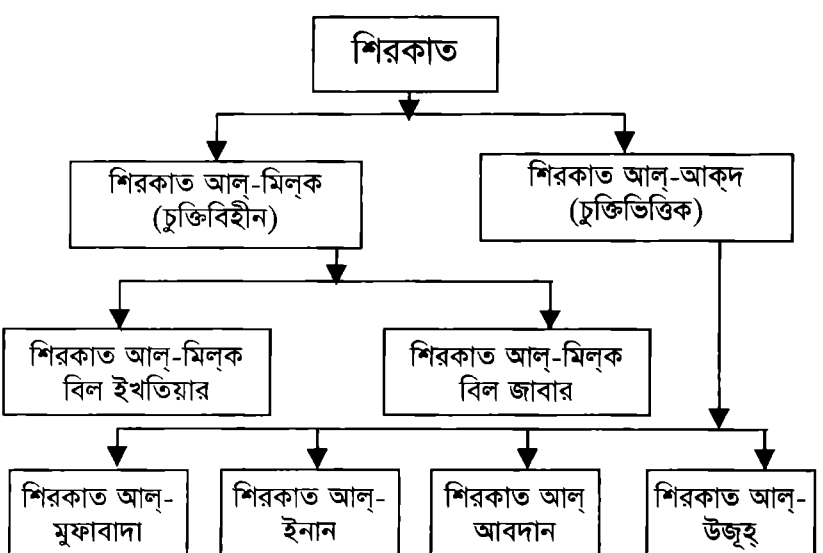

উপরোক্ত সকল অংশীদারিত্ব শিরকাত নামে অভিহিত। মুশারাকা-এর কার্যক্রম শিরকাত আল-ইনান-এর কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্য। তাই সমসাময়িক মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ শিরকাত আল-ইনানকে মুশারাকা নামে ইসলামী অর্থায়ন তথা

www.pathagar.com

ব্যাংকিং-এর একটি পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত করেছেন। তাই মুশারাকা ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি অর্থায়ন পদ্ধতি হিসাবে শিরকাত আল-ইনান থেকে বেশি পরিচিত এবং প্রাসঙ্গিক। বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নিচে মুশারাকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

মুশারাকার সংজ্ঞা

মুশারাকা (مشاركة) একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবসার উদ্দেশ্যে মূলধন যোগান দেয়, কেউ কেউ অথবা সকলে একত্রে কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে চুক্তি অনুযায়ী লাভ নেয় অথবা লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করে।

মুশারাকার প্রকারভেদ

মুশারাকা দুই প্রকারের হতে পারে।

১. স্থায়ী (Parmanent) মুশারাকা এবং
২. ক্রমহ্রাসমান (Diminishing) মুশারাকা

১. স্থায়ী (Parmanent) মুশারাকা

এ ধরনের মুশারাকায় ব্যাংক গ্রাহকের সাথে সম অথবা অসম পরিমাণ মূলধন যোগান দেয়, বাৎসরিক মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয় বা লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করে এবং চুক্তির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকে না। তাই এ ধরনের মুশারাকাকে *চলমান মুশারাকা* বলেও অভিহিত করা হয়। যদিও এ ধরনের কারবার বিলুপ্তি (Liquidation) পর্যন্ত চলতে পারে তথাপি কোনো অংশীদার ইচ্ছা করলে তার অংশ বিলুপ্তির আগেও হস্তান্তর করতে পারে।

২. ক্রমহ্রাসমান (Diminishing) মুশারাকা

এটা একটি বিশেষ ধরনের মুশারাকা, যেখানে চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ব্যাংকের মুনাফার অংশ পরিশোধের সাথে সাথে সম্পদের উপর ব্যাংকের অংশও পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করার ফলে ব্যাংকের মালিকানা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং সাথে সাথে গ্রাহকের মালিকানা বাড়তে থাকে। চুক্তির মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকের শেয়ার মূলধনকে কিছুসংখ্যক এককে বিভক্ত করা হয় এবং গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে প্রত্যেকটি একক ক্রয় করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এভাবে ক্রয়ের ফলে গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মেয়াদান্তে গ্রাহক সম্পদের বা ব্যবসার সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জন করে।

www.pathagar.com

যে সমস্ত সম্পদ থেকে নিয়মিত আয় হওয়া সম্ভব সে সমস্ত ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি উপযোগী। এ পদ্ধতিতে সম্পদের উপর গ্রাহকের পূর্ণ মালিকানা অর্জন সম্ভব বিধায় এটা গ্রাহককে উৎসাহিত করে।

মুশারাকার শর্তাবলী

১. **চুক্তি**

মুশারাকা কারবারের মূল ভিত্তি হচ্ছে চুক্তি । আল্লাহ্ তায়ালার বিধান অনুযায়ী চুক্তি দুইজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর সম্মুখে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে বিরোধের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চুক্তিতে সম্ভাব্য সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে।

২. **মূলধন**

(ক) অংশীদারগণ সম অথবা অসমভাবে মূলধন যোগান দিতে পারে।

(খ) মূলধন নগদে অথবা সম্পদেও দেয়া যায়। তবে সম্পদে দিলে সম্পদের মূল্য কোনো দক্ষ পেশাদার মূল্যায়নকারী দ্বারা মূল্যায়ন করে অংশীদারদের সম্মতিতে নির্ধারিত হতে হয়। এই নির্ধারিত মূল্যই সংশ্লিষ্ট অংশীদারের শেয়ার মূলধন হিসাবে বিবেচিত হবে।

(গ) অংশীদারগণ কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধন একটি একক তহবিল এবং সত্তা হিসাবে পরিগণিত হয়।

(ঘ) 'লাভের জন্য ঝুঁকি' এই নীতির উপর ভিত্তি করে মুশারাকা কারবার পরিচালিত। তাই কোনো অংশীদার অপর অংশীদারের মূলধনের নিরাপত্তা দিতে পারে না।

৩. **অংশীদারদের ক্ষমতা ঃ** যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন সাপেক্ষে যাতে অন্যান্য অংশীদারের স্বার্থহানি না হয় এবং কোনো প্রকার অবহেলা, অসদাচরণ, চুক্তির পরিপন্থী কোনো কাজ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক অংশীদারের মুশারাকার সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির অধিকার আছে।

৪. **ব্যবস্থাপনা ঃ** সাধারণ নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক অংশীদার মুশারাকা কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সম্মত হলে যে কোনো একজন অথবা সুনির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে কারবার পরিচালনায় কোনো বাধা নেই।

যদি সকলে কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তবে চুক্তির শর্তানুযায়ী সকল বিষয়ে একে অপরের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেকের কাজ সকলের কাজ হিসাবে পরিগণিত হয়।

www.pathagar.com

৫. লাভ

(ক) লাভ পরিমাপযোগ্য হতে হবে, অন্যথায় লাভ বন্টনের সময় অথবা চুক্তির বিলুপ্তির সময় বিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

(খ) অর্জিত লাভের উপর মুনাফা বন্টনের অনুপাত প্রয়োগ হবে । মূলধনের উপর কোনো নির্ধারিত হার অথবা কোনো নির্ধারিত বা অনির্ধারিত অংক (যেমন- প্রতি বৎসর মূলধনের ৫% অথবা ২০,০০০/= টাকা) মুনাফা বন্টনের ভিত্তি হতে পারে না।

(গ) চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারগণের মধ্যে অর্জিত লাভ মূলধন অনুপাতে বন্টিত হতে পারে।

(ঘ) কোনো সক্রিয় অংশীদারের মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত অন্যদের তুলনায় বেশি হতে পারে।

(ঙ) সকল অংশীদার সক্রিয় হলেও তাদের মুনাফা প্রাপ্তির অনুপাত কম বেশি হতে পারে।

৬. লোকসান ঃ কারবারের লোকসান সকল অংশীদারের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব মূলধন অনুপাতে বন্টিত হয়।

৭. বিলোপসাধন

(ক) উদ্দেশ্য অর্জিত হলে মুশারাকার বিলুপ্তি ঘটে।

(খ) চুক্তির শর্তানুযায়ী কোনো অংশীদার যে কোনো সময় অন্য অংশীদারদের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মুশারাকার বিলোপ ঘটাতে পারে।

(গ) কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে অথবা কোনো অংশীদার বিকৃত মস্তিষ্ক, উন্মাদ, পাগল, কাণ্ডজ্ঞানহীন বা এরকম হলে এবং কারবার পরিচালনায় অযোগ্য বিবেচিত হলে মুশারাকা কারবারের বিলুপ্তি ঘটে।

(ঘ) যদি কোনো অংশীদার কারবারের বিলোপসাধন চায় যখন অন্যরা কারবার চালু রাখার পক্ষপাতি তখন পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কারবার চালু রাখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

মুশারাকা ও মুদারাবার মধ্যে পার্থক্য

মুশারাকা	মুদারাবা
(১) সকল অংশীদার মূলধন যোগান দেয়।	(১) শুধু সাহিব আল-মাল মূলধন যোগান দেয় ।
(২) সকল অংশীদার কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।	(২) শুধু মুদারিব কর্তৃক কারবার পরিচালিত হয় । সাহিব আল-মালের কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের কোনো অধিকার নেই ।
(৩) সকল অংশীদার মূলধন অনুপাতে লোকসান বহন করে।	(৩) সাধারণত মুদারিব কোনো আর্থিক ক্ষতি বহন করে না। কারবারের যাবতীয় লোকসান একমাত্র সাহিব আল-মাল বহন করে। মুদারিবের শুধু তার শ্রম ও সময় নষ্ট হয়। তবে মুদারিবের অবহেলা, অসদাচরণ, অব্যবস্থাপনা, চুক্তি ভঙ্গ প্রভৃতি কারণে লোকসান হলে তা মুদারিবকেই বহন করতে হয়।
(৪) সাধারণত অংশীদারগণের দায় সীমাহীন। এ জন্য সম্পদের চেয়ে অতিরিক্ত দায় প্রত্যেক অংশীদারকে আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়। তবে যদি সকল অংশীদার একমত হয় যে, কোনো অংশীদার কোনো ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না; তবে অতিরিক্ত দায় সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা অংশীদারকেই বহন করতে হয়।	(৪) যদি সাহিব আল-মাল মুদারিবকে তার পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি না দেয় তবে তার (সাহিব আল-মাল -এর) দায় তার মূলধনের মধ্যে সীমিত থাকে।
(৫) মুশারাকার সকল সম্পদ অংশীদারগণের যৌথ মালিকানায় পরিগণিত হয়। সুতরাং লাভ না হলেও সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির (যদি হয়) সুবিধা সকলে পেয়ে থাকে।	(৫) মুদারিব শুধু ব্যবসায়ে লাভের ভাগীদার তাই সে সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির কোনো অংশ পায় না। এটা সাহিব আল-মালের প্রাপ্য।

www.pathagar.com

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিল্‌ক্

(ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতিল মিল্‌ক্)

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিল্‌ক্ একটি বিশেষ ধরনের চুক্তি। প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্যে শিরকাত, ইজারা এবং বিক্রয়– এই তিনটি পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছে। আমরা এখন উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

শিরকাত-উল-মিল্‌ক্

শিরকাত শব্দের অর্থ অংশীদারিত্ব। শিরকাত-উল-মিল্‌ক্-এর অর্থ মালিকানায় অংশীদারিত্ব। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে যৌথ মালিকানা অর্জনের নিমিত্তে মূলধন বিনিয়োগ করে কোনো সম্পদ অর্জন করে তখন তাকে শিরকাত-উল-মিল্‌ক্ বলে। এ ধরনের কারবারে সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয় পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টিত হয় এবং লোকসান হলে তা তারা মূলধন অনুপাতে বহন করে।

ইজারা

ইজারা শব্দটি আরবী শব্দ اجر (Ajr) বা اجرة (Ujrat) থেকে এসেছে যার অর্থ প্রতিদান, আয়, মজুরি, ভাড়া ইত্যাদি। ইজারা এমন এক ধরনের চুক্তি যেখানে ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা দু'টি পক্ষ থাকে। এ পদ্ধতিতে ভাড়া গ্রহীতা সুনির্দিষ্ট প্রতিদান বা ভাড়া প্রদান পূর্বক ভাড়াদাতার মালিকানাধীন সম্পদ থেকে সেবা/সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ ইহা একটি ভাড়া চুক্তি যেখানে ভাড়াদাতার মালিকানাধীন কোনো নির্দিষ্ট সম্পদ স্থিরকৃত মেয়াদে নির্ধারিত ভাড়ায় গ্রহীতার নিকট ভাড়া দেয়া হয়।

বিক্রয়

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে নির্দিষ্ট মালামাল বা সম্পদের মালিকানা ও দখল বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হয় তাকে বিক্রয় বলে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল-উল-মিল্‌ক পদ্ধতির বিনিয়োগের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া যায় ঃ

যে পদ্ধতিতে দু'টি পক্ষ সম অথবা অসম অনুপাতে মূলধন যোগান দিয়ে কোনো সম্পত্তির মালিকানা অর্জন পূর্বক পরস্পর সম্মতিক্রমে ভাড়া ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে একপক্ষের অংশ অন্য পক্ষের নিকট ভাড়া দেয় ও বিক্রয় করে তাকে হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিল্‌ক্ বলে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিল্‌ক্‌ পদ্ধতিতে পক্ষদ্বয় (ব্যাংক এবং বিনিয়োগ গ্রাহক) সম অথবা অসম পরিমাণ মূলধন যোগান দিয়ে কোনো সম্পদ ক্রয়পূর্বক তার উপর যৌথ মালিকানা অর্জন করে এবং সম্পদ থেকে অর্জিত আয় বা সুবিধা চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয় অথবা লোকসান হলে তা মূলধন অনুপাতে বহন করে। সম্পদের উপর কোনো অংশীদার (ব্যাংক)-এর অংশ অপর অংশীদার (গ্রাহক)-কে নির্দিষ্ট মেয়াদে একক প্রতি নির্দিষ্ট ভাড়ায় ভাড়া দেয়া হয়। সবশেষে ব্যাংক তার অংশ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কিস্তিতে অথবা কিছু কিছু করে পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। ফলে আস্তে আস্তে গ্রাহকের মালিকানা বাড়তে থাকে এবং ব্যাংকের মালিকানা ও ভাড়ার পরিমাণ কমতে থাকে। এক সময় গ্রাহক সম্পদের পুরো মালিক হয়ে যায় এবং তখন আর ব্যাংক কোনো ভাড়া পায় না।

এভাবে দেখা যাচ্ছে হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিল্‌ক্‌ তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা-

(১) যৌথ মালিকানায় ক্রয়।

(২) ভাড়া প্রদান/গ্রহণ।

(৩) বিক্রয় এবং মালিকানা হস্তান্তর।

হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিল্‌ক্‌ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. এ পদ্ধতিতে চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ অনুপাতে পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যাংক এবং বিনিয়োগ গ্রাহক যৌথ মালিকানায় নির্ধারিত সম্পদ ক্রয় করে।

২. অংশীদারগণ সম্মত হলে ক্রয়কৃত সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন তাদের যে কোনো একজন অথবা তৃতীয় পক্ষের নামে করা যায়।

৩. এ পদ্ধতিতে সম্পদের ওপর ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ভাড়া দেয়া হয়।

৪. চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় ব্যাংক গ্রাহকের কাছে সম্পদ বিক্রি করে না অথবা গ্রাহক ব্যাংকের কাছ থেকে সম্পদ ক্রয় করে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ পর্যায়ক্রমে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করার অঙ্গীকার করে এবং গ্রাহকও ঐ সম্পদ নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় করে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

৫. গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অংশ কিস্তিতে পরিশোধ করার ফলে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমশ কমতে থাকে এবং গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় তার পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হয়।

৬. ব্যাংকের মালিকানাধীন কোনো অংশ গ্রাহকের নিকট বিক্রি এবং হস্তান্তর হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক ঐ অংশের কোনো ভাড়া পায় না।

www.pathagar.com

৭. মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও গ্রাহক ব্যাংকের অংশের পুরো টাকা শোধ করে মালের পূর্ণ মালিকানা পেতে পারেন।

৮. গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী ভাড়া অব্যাহত থাকে।

৯. চুক্তির শর্তানুসারে গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং তা বিক্রি ও হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্যাংকের বিনিয়োগ সমন্বয় করতে পারে।

১০. ব্যাংক এবং গ্রাহক তাদের স্ব-স্ব পুঁজি অনুপাতে সম্পদের ঝুঁকি বহন করে।

১১. গ্রাহক এক্ষেত্রে ট্রাস্টির ভূমিকা পালন করে এবং সম্পদটি ট্রাস্ট সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

১২. ব্যবহারকারী হিসেবে সম্পদটি ভালো এবং সচল অবস্থায় রাখার দায়-দায়িত্ব গ্রাহকের।

১৩. ব্যাংকের লিখিত অনুমতি ছাড়া গ্রাহক সম্পদের কোনো পরিবর্তন, স্থানান্তর ইত্যাদি করতে পারে না।

হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিল্‌ক্‌-এর শর্তাবলী ঃ

১. যৌথ মালিকানায় অর্জিত সম্পদ এবং ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহৃত সে সম্পদের সুবিধা/সেবা পৃথকভাবে চিহ্নিত হতে হবে ।

২. সম্পদটি অবশ্যই পঁচনশীল হবে না বা ব্যবহারের ফলে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে না। অর্থাৎ সম্পদটি হতে হবে Non-fungible যা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে।

৩. যে সকল সম্পদের দখল হস্তান্তরযোগ্য নয় তা ভাড়া দেয়া যাবে না। যৌথ মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তির অংশীদার তার অংশ অন্য কোনো অংশীদার বা ব্যক্তির নিকট ভাড়া দিতে পারে।

৪. ভাড়া গ্রহণকারী চুক্তির শর্তানুসারে সম্পদ ব্যবহার করবে । চুক্তিতে এ ব্যাপারে কোনো কিছুর উল্লেখ না থাকলে প্রচলিত প্রথা বা নিয়মানুযায়ী সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সম্পদ এবং তার থেকে প্রাপ্ত সুবিধা বা সেবা ইসলামী শরীয়াহ্ নীতি অনুযায়ী হালাল হতে হবে।

৬. ভাড়া মেয়াদের শুরুতে সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় এর দখল ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে অর্পণ করতে হবে।

৭. চুক্তির মেয়াদ এবং প্রতি একক সময়ের ভাড়ার পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

www.pathagar.com

৮. চুক্তি যখনই হোক না কেন, সম্পদের দখল হস্তান্তরের দিন থেকে ভাড়া গণনা শুরু হবে।

৯. চুক্তির শর্তানুযায়ী ভাড়া অগ্রিম, বিলম্বে অথবা কিস্তিতে পরিশোধিত হতে পারে।

১০. চুক্তির মেয়াদ অথবা ভাড়ার পরিমাণ অথবা উভয়ই পারস্পরিক সম্মতিতে পুনঃ র্নিধারিত হতে পারে।

১১. ভাড়া গ্রহীতার কাছে সম্পদটি একটি ট্রাস্ট সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই সম্পদটি তার অবহেলা, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস না হলে তার জন্য ভাড়া গ্রহীতা দায়ী হবে না।

১২. সম্পদের মৌলিক মেরামত, সংরক্ষণ বা কোনো স্থায়ী যন্ত্রাংশের পরিবর্তন চুক্তি অনুযায়ী যে কেউ অথবা চুক্তির অবর্তমানে মালিক বা ভাড়া প্রদানকারী বহন করবে। তবে সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ভাড়া গ্রহণকারী পক্ষ বহন করবে।

১৩. চুক্তি অথবা প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী না হলে ভাড়া গ্রহীতা সম্পদটি অন্য কারোও কাছে পুনরায় ভাড়া প্রদান করতে পারে।

১৪. ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ভাড়া গ্রহীতা সম্পদটি মালিকের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য। পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে নতুন চুক্তিও হতে পারে অথবা ভাড়া গ্রহণকারী মালিকের কাছ থেকে সম্মত দামে সম্পদটি ক্রয় করে নিতে পারে।

১৫. সম্পদটি ধ্বংস বা বিলীন হয়ে না গেলে কোনো পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

১৬. যদি সম্পদটি প্রাকৃতিক কোনো কারণে ধ্বংস অথবা কার্য অনুপযোগী হয়ে যায় এবং মালিক যদি একই ধরনের একটি সম্পদ দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করতে চায় তবে চুক্তি বাতিল হবে না।

১৭. চুক্তির মেয়াদের মধ্যে মালিক ভাড়া গ্রহীতার কাছে আংশিকভাবে অথবা একত্রে তার অংশ বিক্রি করতে পারে। যেই মাত্র আংশিক অথবা সম্পূর্ণ সম্পদটি বিক্রি হয়ে যাবে তখনই ভাড়া চুক্তিটি ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে।

১৮. ভাড়া গ্রহণকারী চুক্তির মেয়াদের মধ্যে সম্পত্তিটি পর্যায়ক্রমে আংশিকভাবে অথবা মেয়াদান্তে ক্রয় করার এবং মালিকও এভাবে বিক্রি করার অঙ্গীকার করতে পারে।

১৯. ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভাড়াসহ ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার থেকে স্বাতন্ত্র্য। ভাড়া হচ্ছে সম্পদের সেবা বা সুবিধা ব্যবহারের মূল্য। তাই ভাড়ার পরিমাণকে কখনও দামের সাথে এক করা যাবে না।

www.pathagar.com

বিনিয়োগ প্রদানের পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহ এর যাবতীয় কার্যকলাপ ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংক কোনো ঋণ বা আগাম প্রদান করে না। কেননা প্রচলিত ঋণ বা আগামের সাথে সুদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ ঋণ ও আগামের পরিবর্তে শরীয়াহ্‌ নীতি অনুযায়ী বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমসমূহ বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি সমন্বয়ে গঠিত।

ব্যাংকের বিনিয়োগ তহবিলের মূল উৎস হচ্ছে জনগণের সঞ্চিত অর্থের আমানত। এই আমানত নিয়ম মাফিক জনগণের চাহিদানুযায়ী ফেরতযোগ্য। কাজেই এই তহবিল বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের আওতায় বিনিয়োগ করার সময় ব্যাংকের কিছু নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি মেনে চলতে হয় যাতে জনগণের বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ব্যাংক তার বিনিয়োগসমূহ পরিচালনার জন্য যে সকল নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি অনুসরণ করে তা নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১. গ্রাহক নির্বাচন

সঠিক বিনিয়োগ গ্রাহক নির্বাচনের ওপর ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই ভালো বিনিয়োগ গ্রাহক নির্বাচন ইসলামী ব্যাংকের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বশর্ত। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ যে ঋণ বা আগাম দেয় তা যথাসময়ে পরিশোধিত না হলেও তার ওপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপিত হতে থাকে যা ঐ সকল ব্যাংকের আয় হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও আয়ের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে বিনিয়োগ যথাসময়ে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত না হলে চুক্তির অতিরিক্ত কোনো অর্থ গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করা যায় না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের সাথে লাভ-ক্ষতির ভাগীদার হয়ে থাকে। কাজেই গ্রাহক নির্বাচন সঠিক না হলে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গ্রাহক নির্বাচনের সময় ব্যাংক যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে তা নিম্নরূপ ঃ

ক) প্রথমেই ব্যাংককে গ্রাহকের যে সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হয় তা হচ্ছে ঃ

- শরীয়াহ্‌র প্রতি অনুগত (Adherance to Shariah) : গ্রাহককে অবশ্যই শরীয়াহ্‌র নিয়ম-নীতি জানা এবং তা যথাযথভাবে পরিপালনের সদিচ্ছা থাকতে হবে।
- দৃঢ় প্রতিজ্ঞ (Commitment) : প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি পালনে গ্রাহককে অবশ্যই দৃঢ় হতে হবে।

www.pathagar.com

- সক্ষমতা (Ability) : তাকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সব দিক দিয়ে সক্ষম হতে হবে।
- সম্ভাবনা (Potentiality) : তাকে অবশ্যই ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হতে হবে।
- দক্ষতা (Expertise & Efficiency) : সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় তার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা থাকতে হবে।
- অকৃত্রিমতা (Genuinnes) : তাকে সব দিক দিয়ে অকৃত্রিম হতে হবে। কোনো কিছু বাড়িয়ে বলা বা করা অথবা চেপে যাওয়ার স্বভাব থেকে দূরে থাকতে হবে।

খ) গ্রাহক নির্বাচন দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত গ্রাহক তার নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যাংকের কাছে আসে। দ্বিতীয়ত ব্যাংক তার প্রয়োজনে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য গ্রাহকের কাছে যেতে পারে। গ্রাহক যখন ব্যাংকের কাছে আসে তখন ব্যাংককে একটু বেশি সতর্ক হতে হয়। এক্ষেত্রে ভালো-মন্দ যে কোনো ধরনের গ্রাহক আসতে পারে এবং তারা স্ব-স্ব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসে। তাই ব্যাংককে একটু সাবধানতার সাথে অগ্রসর হতে হয়। আবার ব্যাংক যখন গ্রাহকের খোঁজে বের হয় তখন ব্যাংক আগে থেকেই খোঁজ-খবর নিয়ে সাধারণত ভালো গ্রাহকের কাছেই যেয়ে থাকে। যেহেতু আগে থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে ব্যাংক যোগাযোগ করে থাকে তাই এক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা কম হলেও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

গ) উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতির উভয় ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে তার যোগ্যতা, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা, কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করতে হবে। ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতি অনুযায়ী যে সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে গ্রাহকের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিটি বাছাই করে ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহককে বিস্তারিত ধারণা দিতে হবে যাতে ঐ পদ্ধতির আওতায় বিনিয়োগকালে কোনোরূপ সমস্যা এবং ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয়।

ঘ) বিনিয়োগ নিতে আগ্রহী প্রত্যেক গ্রাহকের নামে সাধারণত একটি আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব থাকা জরুরি। তবে কিছু কিছু বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী সঞ্চয়ী হিসাব থাকলেও চলে। যদি ইতিপূর্বে গ্রাহকের নামে এ ধরনের উপযোগী কোনো হিসাব খোলা না থাকে তবে গ্রাহককে যথাযথ পরিচিতিসহ একটি হিসাব খোলার পরামর্শ দিতে হবে। গ্রাহককে একটি সময় পর্যন্ত (সাধারণত ছয় মাস) ঐ হিসেবে সন্তোষজনক যৌক্তিক লেনদেন করতে হয়। গ্রাহকের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ

www.pathagar.com

নির্ধারণের সময় অন্যান্য বিষয়ের সাথে হিসেবের যৌক্তিক লেনদেনসমূহও বিবেচনায় আনা হয়। গ্রাহকরা অনেক সময় অধিক লেনদেন দেখানোর জন্য অযথা অর্থ উত্তোলন ও জমা দিয়ে থাকেন। যৌক্তিক লেনদেন বিবেচনার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় এবং সনাক্ত করা গেলে উক্ত অযথা লেনদেন বিবেচনায় আনা হয় না।

ঙ) পুরাতন ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তাদের অতীত সাফল্য বিবেচনায় আনা হয়। লেনদেনকারী অন্যান্য ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীদের সাথে সু-সম্পর্ক, খ্যাতি ইত্যাদিও বিবেচিত হয়ে থাকে।

চ) গ্রাহক নির্বাচনের সময় ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতি, ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনাবলী, সরকারী নীতি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। গ্রাহক বা তার ব্যবসা/শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উপরোক্ত কোনো নীতির পরিপন্থী কিছু দেখা গেলে তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গ্রাহককে পরামর্শ দেয়া হয় এবং সর্বোপরি কোনো অবস্থাতেই তা পরিহার করা সম্ভব না হলে সৌজন্যতার সাথে তার কাছ থেকে সরে আসতে হয়।

২. আবেদন

ক) সঠিকভাবে গ্রাহক নির্বাচনের পর গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র নিতে হয়। বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি ও প্রকল্প (Scheme)-এর জন্য ব্যাংকের ভিন্ন ভিন্ন অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমন্বিত ফরম থাকে। প্রযোজ্য ফরমটি সঠিক তথ্যসহ যথাযথভাবে পূরণ, স্বাক্ষর ও তারিখযুক্ত হতে হয়। আবেদনপত্রের যথাস্থানে গ্রাহকের নির্দিষ্ট সংখ্যক সত্যায়িত ছবি সংযুক্তিসহ অন্যান্য তথ্য, কাগজপত্র, দলিলাদি ইত্যাদি সম্বলিত নির্দিষ্ট সংখ্যক হতে হয়।

খ) ব্যাংক কর্তৃক আবেদনপত্রটি জমা নেয়ার পর এর সব দিক যথাযথভাবে অর্থাৎ উপরোক্ত নিয়মে জমা দেয়া হয়েছে কি-না তা দেখে নেয়া হয়। কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা সাথে সাথে গ্রাহকের কাছ থেকে সংশোধন করিয়ে নেয়া উচিত।

গ) গ্রাহকের স্বাক্ষর এবং ছবি সঠিক কি-না তা আল-ওয়াদিয়াহ/সঞ্চয়ী হিসেবের স্বাক্ষর ও ছবির সাথে মিলিয়ে শাখার কোনো অনুমোদিত কর্মকর্তাকে তার সত্যতা যাচাই পূর্বক স্বাক্ষর করতে হয়।

ঘ) ব্যাংকের বিনিয়োগসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত যথাঃ বাণিজ্যিক, শিল্প, কৃষি, আমদানী-রপ্তানী ইত্যাদি সংক্রান্ত থাকে। প্রস্তাবটিকে উপযুক্ত শ্রেণীভুক্ত করে বাংকের নির্ধারিত বহি (Proposal Received and Disposal

www.pathagar.com

Register) বা অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি করে প্রস্তাবটিতে অন্তর্ভুক্ত অনুযায়ী একটি ক্রমিক নম্বর দিতে হয়।

ঙ) এরপর প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন (Processing & Apraisal)-এর কাজ শুরু হয়।

৩. প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন (Processing & Apraisal)

ক) গ্রাহকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত জামানতসহ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।

খ) গ্রাহকের কর্মচারী, পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী, সম্ভাব্য ও উপযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে কৌশলে আলাপ-আলোচনা, গল্প-গুজব ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকের প্রকৃত অবস্থা জেনে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং আবেদনপত্রের বিষয় বাস্তব ও অন্যান্য তথ্যের সঠিকতা যাচাই করে নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে খুবই চৌকস ও সাবধানী হতে হয়। তা না হলে গ্রাহক অনেক সময় অখুশি হতে পারেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে গ্রাহকের রেকর্ডপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা যেতে পারে এবং অতিরিক্ত কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে তা-ও নেয়া যেতে পারে।

গ) বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট এবং/অথবা অন্যান্য যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দায়-দেনা গ্রাহকের আছে সে সম্পর্কে গ্রাহকের কাছ থেকে একটি লিখিত ঘোষণা নিতে হবে (যদি আবেদনপত্রের সাথে পূর্বাহ্নে দেয়া না থাকে)।

ঘ) স্থানীয় সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে গ্রাহক ও তার সহযোগী বা নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গোপনীয় তথ্য নিতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে গ্রাহক ও বর্ণিত সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB) থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

ঙ) প্রস্তাবিত জামানতের দলিলাদি প্রথমত ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার পর পরিদর্শন প্রতিবেদনের সাথে মিল থাকলে এবং দলিলাদির সঠিকতা প্রমাণিত হলে আইনগত মতামতের জন্য ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আইনজীবীর নিকট প্রেরণ করতে হয়।

চ) ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জামানতের মূল্যায়ন করা হয়। জামানতের মূল্যায়ন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হয়। মূল্যায়ন করতে যেয়ে নিম্নোক্ত বিষয়াদির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়।

- জামানত নেয়ার সময় শহর/পৌর এলাকার আবাসিক/বাণিজ্যিক ভবনকে অগ্রাধিকার দেয়া।

www.pathagar.com

- তৃতীয় পক্ষের তুলনায় গ্রাহকের নিজস্ব মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির অগ্রাধিকার দেয়া।
- সম্পত্তিটি সহজে বিক্রয়যোগ্য কি-না তা খতিয়ে দেখা।
- সমপ্রকৃতির সম্পত্তি যারা বেচা-কেনা করেন তাদের সাথে আলাপের ভিত্তিতে বাজার মূল্য নির্ধারণ করা।
- সম্পত্তির অবস্থান এবং প্রয়োজনে বিক্রির সময় যে সকল অবস্থা তথা বাধা-বিপত্তি ইত্যাদি ঘটতে পারে তার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য (Forced Sale Value) নিরূপণ করা। যে সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতারা স্বাধীনভাবে দরদাম করতে পারে, যার দখল সহজে অর্থাৎ বিনা বাধায় হস্তান্তরিত হতে পারে এবং যে সকল সম্পত্তি শহরের কেন্দ্রস্থলে, বাণিজ্যিক এলাকায়, আবাসিক এলাকায় অথবা বড় রাস্তার পার্শ্বে ঐ সকল সম্পত্তির তাৎক্ষণিক মূল্য বেশি হয়ে থাকে। তাৎক্ষণিক মূল্য সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার। হস্তান্ত রগত জটিলতার জন্য একই স্থানে অবস্থিত দু'টি সম্পত্তির তাৎক্ষনিক মূল্য দু'রকম হতে পারে। যেমন ঃ একই স্থানে অবস্থিত যে সম্পত্তিটির হস্তান্তরে তেমন জটিলতা নাই তার তাৎক্ষণিক মূল্য বেশি হবে। পক্ষান্তরে ঐ স্থানে অবস্থিত অন্য আরেকটি সম্পত্তি যার হস্তান্ত রে ব্যাপক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে অথবা হস্তান্তর সম্পূর্ণ অসম্ভব এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তির তাৎক্ষণিক মূল্য কম হবে অথবা একেবারে শূণ্য হবে। কেননা, ঐ সম্পত্তি ক্রয়ে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করবে না।
- ভূ-সম্পত্তি ও নির্মাণ কাজের মূল্যায়ন আলাদা আলাদাভাবে করে মোট মূল্যায়ন করা হলে তার স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায়।
- মূল্যায়নের সাথে সাথে রেজিষ্ট্রি অফিস, তহসিল অফিস, জেলা প্রশাসকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইত্যাদি তল্লাশী পূর্বক সম্পত্তির অস্তিত্ব, বাস্তবতা, সঠিক মালিকানা ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া উচিত।
- ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে মূল্যায়ন করতে হয়।

ছ) ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আইনজীবীর কাছ থেকে আইনগত মতামত পাওয়ার পর তা পড়ে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। আইনগত মতামত সহজ, শর্তহীন ও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। আইনগত মতামত দেয়ার সময় দলিলাদির সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া উচিত যা মতামতে বর্ণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জ) প্রস্তাব মূল্যায়ন ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে করতে হয় এবং ফরমে সন্নিবেশিত সকল তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়াদির উপর বিশেষভাবে নজর রাখতে হয় ঃ

www.pathagar.com

- গ্রাহকের সম্পদ তথা নগদ অর্থ, পণ্য সামগ্রী, দেনাদারবৃন্দ, বিনিয়োগ, ভুমি ও দালান-কোঠা ইত্যাদি।
- গ্রাহকের দায়-দেনার প্রকৃতি ও পরিমাণ।
- গ্রাহকের সততা, বিশ্বস্ততা, খ্যাতি, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদি

ঝ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী বিনিয়োগ (ঋণ) ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ঞ) ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক বিনিয়োগের (বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জল ইত্যাদি) ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিশেষ কিছু বিষয়াদির উপর নজর দিতে হয় ঃ

- সংশ্লিষ্ট মালামাল তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রয়যোগ্য হতে হবে এবং বাজারে এসব মালামালের সার্বক্ষণিক চাহিদা থাকতে হবে।
- মালামালের মূল্য ঘন ঘন এবং অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন হবে না।
- মালামাল পচনযোগ্য হবে না।
- মালামাল বাজারে সহজলভ্য হতে হবে, যাতে ব্যাংক সময়মত দরকষাকষির মাধ্যমে ক্রয় করতে সক্ষম হয়।
- সম্ভাব্য সরবরাহকারী/বিক্রেতা/উৎপাদনকারীর সাথে প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ করে কাঙ্ক্ষিত মালামালের বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, মজুদ, মূল্য, সম্ভাব্য সরবরাহের তারিখ, মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি, পরিবহন, বীমা, ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- গ্রাহকের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিক্রয়মূল্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ করতে হবে, যা পূর্বাহ্নে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

ট) অংশীদারিত্ব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে ঃ

- ব্যাংক ও গ্রাহকের সাথে মূলধন ও লাভ-ক্ষতির অনুপাত নির্ধারণ। গ্রাহকের মূলধন অনুপাত বেশি হলে তা ব্যাংকের জন্য নিরাপদ। কিন্তু এই নিরাপত্তার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে গেলে আবার লাভের পরিমাণ কমে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বেশি মূলধন গ্রাহকের পক্ষে দেয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই ব্যাংকের নিরাপত্তা, গ্রাহকের সক্ষমতা, ব্যবসায়ের উৎকর্ষতা, ব্যাংকের লাভের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখে মূলধন অনুপাত নির্ধারিত হওয়া উচিত।
- মুশারাকার ক্ষেত্রে ক্ষতির ভাগীদার এবং মুদারাবার ক্ষেত্রে সাধারণত সম্পূর্ণ ক্ষতি ব্যাংককে বহন করতে হয়। তাই এসব বিনিয়োগের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে গ্রাহকের দক্ষতা, সততা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, ইত্যাদির উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়।

- হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাত-উল-মিল্‌ক্ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পদের দীর্ঘস্থায়িত্বতা, উপার্জন ক্ষমতা ইত্যাদির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

৪. মঞ্জুরী (Sanction)

(ক) বিনিয়োগ মঞ্জুরীর জন্য ব্যাংকের পর্ষদ, পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কমিটি এবং বিভিন্ন স্তরের নির্বাহীবৃন্দের উপর বিনিয়োগ মঞ্জুরীর ক্ষমতা অর্পিত থাকে। পর্ষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) প্রস্তাব মূল্যায়নের পর মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হলে প্রস্তাবটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট মঞ্জুরীর জন্য পেশ করার সুপারিশ করতে হয়। বিনিয়োগটি শাখা ব্যবস্থাপক/কমিটির উপর অর্পিত ক্ষমতার ভিতর থাকলে ব্যবস্থাপক/কমিটি প্রস্তাবটি পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে বিবেচনা করে তা মঞ্জুর/না-মঞ্জুর করে থাকে। যদি প্রস্তাবটি কোনো কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে হয় তবে তিনি/তাঁরা তা পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশসহ সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করে থাকেন। এভাবে কোনো বিনিয়োগ প্রস্তাব সর্বোচ্চ পর্যায় তথা পর্ষদ পর্যন্ত যেয়ে অনুমোদিত হতে পারে।

(গ) বিনিয়োগ প্রস্তাবটি শাখার ঊর্ধ্বতন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত/ অননুমোদিত হলে তা শাখাকে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দিতে হয়। শাখা তদানুযায়ী গ্রাহককে মঞ্জুরীপত্র বা দুঃখ প্রকাশ পত্র দিয়ে থাকে।

(ঘ) ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে গ্রাহককে মঞ্জুরীপত্র দেয়া হয়। বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি ও প্রকল্পের জন্য আলাদা আলাদা ফরম থাকে।

(ঙ) মঞ্জুরীপত্র সঠিকভাবে পূরণকৃত, তারিখযুক্ত ও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত।

(চ) নির্ধারিত বহিতে (Sanction Register) অন্তর্ভুক্তির পর মঞ্জুরীপত্রের দু'কপি গ্রাহকের কাছে প্রেরণ করতে হয়। গ্রাহক মঞ্জুরীপত্রের শর্তে রাজি হলে স্বীকৃতিস্বরূপ এক কপিতে স্বাক্ষর পূর্বক ব্যাংকের কাছে ফেরত দিতে হয়। উক্ত স্বীকৃতির কপি ব্যাংক অন্যান্য দলিলপত্রের সাথে সংরক্ষণ করে থাকে।

www.pathagar.com

(ছ) মঞ্জুরীপত্র দুই ধরনের হতে পারে। প্রথমত গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে একটি সামগ্রিক (Composite) বিনিয়োগ সীমা মঞ্জুরী দেয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ উক্ত সামগ্রিক বিনিয়োগ সীমার আওতায় বিভিন্ন ডিল বা হিসাবের জন্য পৃথক পৃথক মঞ্জুরীপত্র দেয়া হয়ে থাকে।

(জ) গ্রাহকের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পর নির্ধারিত বহিতে (Limit Register) বিনিয়োগ সীমার তথ্যাদি অন্তর্ভূক্ত করে গ্রাহকের জন্য পৃথক সনাক্তকারী নম্বরসহ একটি নথি সংরক্ষণ করতে হয়।

(ঝ) পরবর্তী পর্যায়ে দলিলাদি সম্পাদন (Documentation) এর কার্যাদি শুরু হয়।

৫. দলিলপত্র সম্পাদন (Documentation)

প্রচলিত ব্যাংকসমূহ ঋণ/আগামের ক্ষেত্রে যে সকল দলিলপত্র সম্পাদন করে থাকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অনুরূপ দলিলদস্তাবেজ সম্পাদন জরুরি ছিল না। যেহেতু বাংলাদেশের আইন-কানুন ইসলামী শরীয়াহ্ভিত্তিক নয় এবং যাবতীয় আইনগত সমস্যার নিষ্পত্তি প্রচলিত আইন অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং সংশ্লিষ্ঠ সকলের জ্ঞানের পরিধি প্রচলিত আইন দ্বারা সীমিত; তাই অদ্যাবধি ইসলামী ব্যাংকসমূহ ঝুঁকির মাত্রা না বাড়িয়ে প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) দলিল দস্তাবেজ সম্পাদন করে থাকে। সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পাদিত দলিল-দস্তাবেজের একটি বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

(ক) সাধারণ দলিলপত্র

(১) বিনিয়োগ চুক্তিপত্র যেমন মুরাবাহা চুক্তিপত্র, মুদারাবা চুক্তিপত্র, মুশারাকা চুক্তিপত্র ইত্যাদি ।

(২) ডিমান্ড প্রমিসরি নোট (D.P. Note) : ডিমান্ড প্রমিসরি নোট আবার ৩ (তিন) ধরনের হতে পারে।

i) Single Party D.P. Note
ii) Joint and Several D.P. Note
iii) Double Party D.P. Note.

গ্রাহক ছাড়া তৃতীয় পক্ষের কোনো গ্যারান্টি যখন না থাকে তখন শুধু গ্রাহকের কাছ থেকে Single Party D.P. Note নেয়া হয় ।

যৌথ মূলধনী কারবারের বেলায় পরিচালকদের কাছ থেকে Joint and Several D.P. Note এবং যখন তৃতীয় পক্ষে গ্যারান্টি থাকে তখন Double Party D.P. Note নেয়া হয়।

www.pathagar.com

(১) Demand Promissory Note Delivery Letter.

(২) বীমা পলিসিপত্র

(৩) কিস্তি পরিশোধের অঙ্গীকারনামা (Letter of Installment)

(৪) Balance Confirmation Letter.

(খ) যদি তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে বিনিয়োগ দেয়া হয় সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে সাধারণ দলিল-দস্তাবেজ ছাড়াও ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে Letter of Guarantee নেয়া হয়।

(গ) যদি কোনো সম্পত্তির সহ-জামানত (Collateral Security) এর বিপরীতে বিনিয়োগ দেয়া হয় সেক্ষেত্রে সাধারণ দলিলপত্র ছাড়াও নিম্নবর্ণিত দলিল-দস্তাবেজ নিতে হয় ঃ

১. বন্ধকী দলিল (Mortgage Deed) যেমন ঃ Equitable Mortgage-এর ক্ষেত্রে Memorandum of Deposit of Title Deeds, Legal Mortgage-এর ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকৃত বন্ধকী দলিল (Registered Mortgage Deed) ইত্যাদি।

২. Registered Power of Attorney

৩. সম্পত্তির মালিক/মালিকগণের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি, ভূ-সম্পত্তির মূল দলিল, বায়া দলিল, সিএস, এসএ, আরএস, মিউটেশন খতিয়ানের সত্যায়িত কপি (পর্চা), Duplicated Carbon Receipt (DCR) ইত্যাদি।

৪. হাল-নাগাদ খাজনার দাখিলা

৫. Non-encumbrance Certificate alongwith Search Fee Paid Receipt

৬. Site Plan ও Mouza Plan-এর অনুলিপি।

৭. নির্মাণ কাজের (দালান-কোঠার) অনুমোদিত নকশা ।

৮. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে RAJUK, CDA, KDA, RDA, Developer সমিতি ইত্যাদির ছাড়পত্র/অনাপত্তি পত্র।

৯. ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আইনজীবীর নিকট থেকে সম্পত্তির মালিকানাস্বত্ব বিষয়ে লিখিত আইনগত মতামত। আইনগত মতামত সম্পূর্ণরূপে শর্তহীন হওয়া উচিত এবং কোনোরূপ দ্ব্যর্থকতা ছাড়া সুস্পষ্ট হতে হয়।

১০. সম্পত্তির মালিকানা দখল, হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ে মালিককে সহকারী কমিশনার (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট)-এর সামনে ঘোষিত হলফনামা (Affidavit).

১১. ব্যাংকের চাহিদানুযায়ী অন্য কোনো দলিলাদির প্রয়োজন হলে তা।

www.pathagar.com

(ঘ) স্টক এক্সচেঞ্জ-এ বেচাকেনা হয় এমন কোনো তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার/সার্টিফিকেট বন্ধকের ক্ষেত্রে-

(১) মূল শেয়ার/সার্টিফিকেট জমাসহ উহা বন্ধকের চুক্তিনামা (Agreement for Pledge of Shares)

(২) শেয়ার হস্তান্তর দলিল (Share Transfer Deed)

(৩) শেয়ার সরবরাহপত্র (Share Delivery Letter)

(৪) সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে শেয়ার লিয়েন করার জন্য প্রেরিত অনুরোধপত্রের অনুলিপি এবং কোম্পানী কর্তৃক লিয়েন করার পর তাদের নিশ্চয়তাপত্র।

(ঙ) যখন মজুদ মালামাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদির হাইপোথিকেশনের বিপরীতে বিনিয়োগ দেয়া হয় সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দলিলাদি নিতে হয় ঃ

(১) ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে লেটার অব হাইপোথিকেশন

(২) নির্ধারিত নমুনানুযায়ী ট্রাস্ট রিসিপ্ট

(৩) বিস্তারিত বিবরণসহ যন্ত্রপাতির রেজিষ্ট্রিকৃত বন্ধকী

(৪) বাই-মুয়াজ্জল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্যের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

(চ) যখন বাই-মুরাবাহা বিনিয়োগের মালামাল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয় তখন লেটার অব প্লেজ।

(ছ) বিনিয়োগ গ্রাহক অংশীদারী ফার্ম হলে অংশীদারী চুক্তিপত্রের সত্যায়িত কপি এবং সকল অংশীদার কর্তৃক সাক্ষরিত সম্মতিপত্র।

(জ) যে কোনো যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দলিলাদি নিতে হয় ঃ

১. জয়েন্ট স্টক কোম্পানী ও ফার্মসমূহের রেজিস্ট্রার কর্তৃক সত্যায়িত কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেল্‌স অব এ্যাসোসিয়েশনের অনুলিপি। উক্ত মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেল্‌স অব এ্যাসোসিয়েশনে কোম্পানী ঋণ/বিনিয়োগ নেয়ার ক্ষমতা আছে কি-না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়।

২. কোম্পানীর সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর সত্যায়িত কপি।

৩. পাবলিক লিঃ কোম্পানীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব কমেন্সমেন্ট-এর সত্যায়িত কপি।

৪. কোম্পানীর বিনিয়োগ নেয়ার অভিপ্রায়, দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন ও হিসাব পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিবরণাদি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উলেখপূর্বক কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি।

৫. কোম্পানীর সকল পরিচালকবৃন্দের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।

www.pathagar.com

৬. দলিল দস্তাবেজ সম্পাদনের ২১ দিনের মধ্যে কোম্পানীর বর্তমান ও ভবিষ্যত সমুদয় সম্পদের উপর কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়ে চার্জ গঠনপূর্বক উক্ত চার্জের জন্য পরিশোধিত ফি-এর রসিদসহ সনদপত্র।

(ঝ) ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দলিলপত্র নিতে হয় ঃ

১. ট্রাস্ট দলিলের সত্যায়িত কপি যাতে ব্যাংকের সাথে ব্যবসা করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

২. ব্যাংকের সাথে ব্যবসা করার অভিপ্রায় এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির বিবরণাদি সম্বলিত বোর্ড অব ট্রাস্টির সভার কার্যবিবরণী।

৩. ট্রাস্টির সকল কর্মকর্তার (Office Bearers) ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।

(ঞ) সমবায় সমিতিসমূহের বেলায় নিম্নোক্ত দলিলাদি নিতে হয় ঃ

১. ব্যাংক ব্যবসা করার জন্য সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকের কাছ থেকে অনুমতিপত্র (Clearance)।

২. বিনিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত করে সমবায় সমিতিসমূহের কাছে প্রেরিত চিঠির অনুলিপি।

৩. সমিতির কর্মকর্তাদের (Office Bearers) ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।

৪. সমিতির নিবন্ধক কর্তৃক সত্যায়িত সমিতির বাই লস্ (Bye laws)-এর অনুলিপি।

(ট) দলিলাদি সম্পাদনের সময় প্রচলিত আইনানুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল্যের স্ট্যাম্প লাগাতে হবে।

(ঠ) দলিলাদিতে গ্রাহকের/প্রতিনিধির স্বাক্ষর হিসাব খোলার আবেদনপত্র/কর্তৃত্ব প্রদানপত্র ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে দেখতে হয়।

(ড) দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন হওয়ার পর তা মঞ্জুরীপত্র ও ব্যাংকের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ঠিক আছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

(ঢ) ব্যাংকের নির্ধারিত বহিতে (Document Execution Register) সমুদয় দলিলপত্রে বিবরণ অন্তর্ভূক্তির পর তা নিরাপদ স্থানে যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা উচিত।

৬. বীমা

(ক) অগ্নি, দাঙ্গা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির জন্য ব্যাংক মর্টগেজ ক্লজসহ বিনিয়োগকৃত সম্পদ/ব্যবসার উপর বীমা পলিসি নিতে হয়।

(খ) বীমা পলিসি করা এবং তা ব্যাংকে জমা দেয়ার দায়িত্ব গ্রাহকের। যদি গ্রাহক কোনো কারণে বীমা করতে ব্যর্থ হয় তবে সেক্ষেত্রে ব্যাংকের বীমা করিয়ে নেয়া উচিত।

www.pathagar.com

(গ) মুশারাকা ও মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বীমার খরচ ব্যসায়ের হিসাব থেকে পরিশোধ করতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে মালামালের বিক্রয় মূল্যের সাথে যুক্ত করে নিতে হয় অথবা চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক বহন করে থাকে। যদি কোনো গুদামে একাধিক গ্রাহকের মালামাল থাকে তবে ব্যাংককে নিজ দায়িত্বে বীমা করতে হয় এবং বীমা খরচ চুক্তি অনুযায়ী আনুপাতিক হারে প্রত্যেক গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করা হয়।

(ঘ) ব্যাংকের তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানীসমূহের নিকট বীমা করতে হয়। বর্তমানে কিছু কিছু তাকাফুল কোম্পানী (ইসলামী বীমা কোম্পানী) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসকল ইসলামী বীমা কোম্পানী (যদি তালিকাভুক্ত হয়) থেকে বীমা করার জন্য গ্রাহককে উৎসাহিত করা উচিত।

(ঙ) সাধারণত সম্পদের মূল্যের ওপর অতিরিক্ত ১০% যোগ করে তার উপর বীমা করা হয়।

(চ) বীমাপত্র প্রাপ্তির পর বীমার পরিমাণ, কাঙ্ক্ষিত ওয়ারেন্টি, যথাযথ স্ট্যাম্প ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং নির্ধারিত বহিতে (বীমাপত্র বহি) অন্তর্ভুক্তির পর অন্যান্য দলিলাদির সাথে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

(ছ) যদি কখনও কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তবে গ্রাহককে সাথে সাথে যাবতীয় আনুষ্ঠানিক কার্যাদি সম্পাদনপূর্বক দাবিনামা পেশের জন্য পরামর্শ দিতে হবে এবং তারপর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

৭. বিতরণ (Disbursement)

(ক) যথাযথভাবে মঞ্জুরী ও তদানুযায়ী দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদিত হওয়ার পর বিতরণের কাজ শুরু হয়।

(খ) মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের ইক্যুইটি যথাযথভাবে ব্যবহার হয়েছে, হচ্ছে বা হবে তা নিশ্চিত হওয়ার পর গ্রাহকের নামে মুশারাকা বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করে মুশারাকা ব্যবসায়ের চলতি হিসাবে ক্রেডিট করতে হয়। কোনোরূপ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের সম্মতি নিয়ে বা অনুরোধে সরাসরি সরবরাহকারী বা বিক্রেতাকে পরিশোধের মাধ্যমেও মুশারাকা বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করে বিতরণ করা যেতে পারে।

(গ) মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের নামে রক্ষিত মুদারাবা বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করে গ্রাহকের নামে মুদারাবা ব্যবসায়ের চলতি হিসাবে ক্রেডিট করতে হয়। শরীয়াহ্ অনুযায়ী যেহেতু মুদারিবের কোনো দৈনন্দিন ব্যবসা পরিচালনার কার্যে সাহিব আল-

www.pathagar.com

মাল হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাই কোনোরূপ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে পরিশোধের মাধ্যমে বিতরণ করা উচিত হবে না।

(ঘ) হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাত-উল মিল্‌ক্ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের ইক্যুইটি গ্রাহকের নামে রক্ষিত হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাত-উল মিল্‌ক্ হিসাবে ক্রেডিট করে তারপর ঐ হিসাব ডেবিট করে সম্পদের মোট মূল্য ও অন্যান্য খরচ পরিশোধ করার মাধ্যমে বিতরণ করতে হয়। গ্রাহকের ইক্যুইটি বিতরণের মাধ্যমে সমন্বিত হয়ে ব্যাংকের ইক্যুইটি/বিনিয়োগ গ্রাহকের নামে রক্ষিত হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাত-উল মিল্‌ক্ বিনিয়োগ হিসাবে প্রদর্শিত হয়।

(ঙ) বাই-মুয়াজ্জাল ও বাই-মুরাবাহা বিনিয়োগের অন্যতম শর্ত হলো মালামালের মালিকানা ও দখল অর্জন করা। এজন্য ব্যাংকের সরাসরি মালামাল ক্রয় করতে হয় এবং মালিকানা ও দখলস্বত্বের যাবতীয় দলিলাদি/কাগজপত্র (ক্যাশমেমো/চালান, পরিবহন রসিদ, ট্রানজিট বীমাপত্র ইত্যাদি) ব্যাংকের নামে থাকতে হয়। তাই এতদসংক্রান্ত সমস্ত পরিশোধ গ্রাহকের ওয়াদা/প্রতিশ্রুতি (Undertaking)-এর ভিত্তিতে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ক্রয় করতে হয়। এ ধরনের পরিশোধ সাসপেন্স হিসাব বা ক্রয় হিসাব ডেবিট করে করা যেতে পারে এবং সরাসরি বিক্রেতা, পরিবহন মালিক, বীমা কোম্পানী ইত্যাদিকে ডিডি/টিটি/পে-অর্ডার অথবা শাখায় রক্ষিত তাদের হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। গ্রাহকের নগদ জামানত পরবর্তীতে পণ্য জামানতে রূপান্তরের শর্ত থাকলে মোট মালামাল এক সাথে ক্রয় করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে জামানত পণ্যের মূল্য গ্রাহকের চলতি হিসাব ডেবিট করে পরিশোধ করতে হয়। মালের মালিকানা ও দখলস্বত্বসহ তা সংগ্রহের পর চুক্তি সম্পাদনপূর্বক সাসপেন্স হিসাব/ক্রয় হিসাব ক্রেডিট করে বাই-মুয়াজ্জল/বাই-মুরাবাহা হিসাব ডেবিট করে মালামাল যথাযথ স্বীকৃতিসহ গ্রাহককে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে হস্তান্তর করা উচিত। বাস্তবতার নিরিখে অযথা মালামালের স্থানান্তর না করে ব্যাংক বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণ থেকে মালামাল সরাসরি গ্রাহককে সরবরাহ করতে পারে।

(চ) বাই-সালাম ও বাই-ইস্‌তিস্‌না বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য গ্রাহকের নামে বাই-সালাম/বাই-ইস্‌তিস্‌না বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করে গ্রাহকের চলতি হিসাবে ক্রেডিট করতে হয়।

৮. তদারকী ও আদায়

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আদায়। আর যথাসময়ে আদায় নির্ভর করে সুষ্ঠু তদারকীর উপর। বিনিয়োগ দেয়ার পর ব্যাংক

www.pathagar.com

কর্মকর্তাগণ যদি চুপচাপ থাকে এবং মনে করে যে, গ্রাহক যথাসময়ে বিনিয়োগ পরিশোধ করে যাবে তা হলে তা হবে দুরাশা। এ জন্য যথাসময়ে আদায়ের জন্য তদারকীর বিকল্প কিছুই নেই। নির্দিষ্ট সময় পর পর গ্রাহকের সাথে টেলিফোনে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে তার নিজের, পরিবারবর্গের, ব্যবসার কুশলাদি ও খোঁজ-খবর নিতে হবে। তার নিজের ও পরিবারবর্গের শারীরিক বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে তার জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করতে হবে, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হবে এবং সম্ভব হলে সাহায্য (যেমন- ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া বা তাকে বলে দেয়া বা কোনো কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করা ইত্যাদি) করা যেতে পারে। কোনো বিশেষ উৎসবে যেমন-নববর্ষ, ঈদ অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠানের সময় তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো। মাঝে মাঝে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে যেয়ে তাদের কাজ কারবার দেখে আসা। তাদের কর্মচারীদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করে গল্পচ্ছলে ব্যবসার খোঁজ-খবর নেয়া। গ্রাহককে বা তার কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী তথা ব্যবস্থাপক, হিসাব রক্ষক প্রমুখকে অফিসে চায়ের দাওয়াত দেয়া। নিয়মিত গ্রাহকের চলতি হিসাবের লেনদেন পরীক্ষা করা। ব্যবসায়ের সার্বিক লেনদেনের জন্য টিটি, ডিডি, পে-অর্ডার ইত্যাদি যথানিয়মে আসা-যাওয়া করছে কি-না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। কোনো বিষয়ে ব্যত্যয় দেখা দিলে সাথে সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রাহককে পরামর্শ দিতে হবে। তার আর কোনো বিনিয়োগ দরকার কি-না সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হয়ে সম্ভব হলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ভালো মনে না হলে অথবা ব্যাংকের নিয়ম-কানুনের মধ্যে না পড়লে বা সম্ভব না হলে তাকে সরাসরি না বলা উচিত নয় বরং হাসি মুখে বুঝিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া হেকমত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে আরও কিছু করা প্রয়োজন মনে করলে তা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যা কিছু করা হোক না কেন, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদত্ত বিনিয়োগ যথাসময়ে আদায়। এজন্য সুবিধামতো তাকে বিনিয়োগ পরিশোধের ব্যাপারে আভাস-ইঙ্গিত দিতে হবে। দেয় সময়ের এক/দুই মাস আগে গল্পচ্ছলে মৌখিকভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। অনেক গ্রাহক ব্যাংকের চিঠি পেয়ে বিরক্ত হতে পারে। এজন্য তাকে আগে থেকে প্রস্তুত করিয়ে নিতে হবে। তাকে বুঝিয়ে নিতে হবে যে এটা তেমন কিছু নয়, ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী শুধু আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আর এ জন্য একটা ডায়েরি (যাকে কোনো কোনো ব্যাংক Due Date Diary নামে অভিহিত করে থাকে) সংরক্ষণ করতে হবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (within due date of payment) গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করে তবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আদায়ের প্রচেষ্টার পাশাপাশি আনুষ্ঠনিক তথা আইনগত দিকের প্রতিও খেয়াল রাখতে হয় তবে আদায়ের সর্বোত্তম

www.pathagar.com

মাধ্যম তদারকী ও সমঝোতা হওয়া উচিত। যাহোক, আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপসমূহ এখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

১. Due Date Diary থেকে প্রতি মাসের প্রথমেই ঐ মাস এবং তৎপরবর্তী মাসে যে সকল বিনিয়োগ ডিল/হিসাব/কিস্তি পরিশোধের জন্য নির্ধারিত আছে তা সনাক্ত করে বা আলাদা তালিকা তৈরি করে মেয়াদোত্তীর্ণের অন্তত এক মাস আগে গ্রাহককে লিখিতভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত। ক্ষেত্র বিশেষে মেয়াদোত্তীর্ণের আগে একাধিকবারও স্মরণ করানো যেতে পারে।

২. যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আদায় না হয় অথবা আংশিক আদায় হয়ে থাকে তবে মেয়াদোত্তীর্ণের পরের দিন পুনরায় সাধারণভাবে লিখিত তাগাদা দিতে হবে। এর ১৫/২০ দিন পর পুনরায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোর দিয়ে *তাগাদা* দেয়া উচিত। মেয়াদোত্তীর্ণের ৩০/৪৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত নোটিশ এবং ৬০/৯০ দিনের মধ্যে আইনগত বা উকিলের নোটিশ (Legal Notice) দেয়া উচিত।

৩. যদি উপরোক্ত পদক্ষেপে কোনো কাজ না হয় তবে দেশের বিদ্যমান আইনানুযায়ী গ্রাহকের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। বিদ্যমান আইনে মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে জামানত বিক্রির বিধান আছে। তবে এর জন্য ব্যাংককে তালিকাভুক্ত আইনজিবীর সহায়তায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হয় যাতে কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিকতা বাদ পড়ে পরবর্তীতে জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

৪. মোকদ্দমা দায়েরের পর তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নির্ধারিত দিনে আদালতে হাজির হয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তদবির করতে হবে। গ্রাহক যেন ছলছুতা ধরে মোকদ্দমা দীর্ঘায়িত করার কোনো সুযোগ না পায়।

৫. মোকদ্দমার রায় হওয়ার পর যথাশীঘ্র তৎপরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যাংকের অনুকূলে রায় হলে অনতিবিলম্বে এক্সিকিউশনে মামলা দায়ের করতে হবে। আর রায় যদি ব্যাংকের অনুকূলে না হয় অথবা কাঙ্ক্ষিত রায় না পাওয়া গেলে যথাসম্ভব শীঘ্র এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করা উচিত। ব্যাংকের অনুকূলে রায় হলে গ্রাহকও আপিল করতে পারে। তাই সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

৬. মোকদ্দমার আপীল বা এক্সিকিউশন পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এখানে খুব বেশি পরিমাণ দীর্ঘসূত্রতা এবং জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাজেই এক্সিকিউশন মামলা দায়েরের সাথে সাথে আইনজীবীর মাধ্যমে নিয়মিত তদবির করে যেতে হবে। অত্যন্ত হেকমত ও দক্ষতার সাথে সকল আনুষ্ঠানিকতা তথা সমন জারি, ঢোল শহরৎ, মালামাল ক্রোক, নিলাম বিজ্ঞপ্তি, খরিদ্দার সংগ্রহ, নিলাম সম্পন্ন, দখল হস্তান্তর ইত্যাদি

www.pathagar.com

করতে হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিতে হবে।

আদায়ের ব্যাপারে উপরে একটি সাধারণ ধারণা দেয়া হলো মাত্র। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে। তাই অবস্থানুযায়ী বুদ্ধিমত্তার সাথে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং জটিলতার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সার্বক্ষণিক অবহিত রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, আইনগত আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেও সমঝোতার পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ; তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন আইনগত দিক কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়।

৯. ক্ষতিপূরণ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের বিনিয়োগের বেশির ভাগই সাধারণত বাই (ক্রয়-বিক্রয়) পদ্ধতিতে করে থাকে। বাই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যত কোনো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয়-বিক্রয়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আবির্ভাবের প্রথম দিকে স্বল্প মেয়াদে (১৫ দিন/৩০ দিন/৬০ দিন/৯০ দিন ইত্যাদি) বাই পদ্ধতি বেশ সাফল্যের চিহ্ন রাখতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে আস্তে আস্তে এই পদ্ধতি বেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে থাকে। কারণ, এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় মূল্য পরিশোধিত না হলে তা আর বৃদ্ধি করা যায় না। অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদের ভিতর বা বাইরে যখনই পরিশোধিত হোক না কেন, স্থিরীকৃত মূল্যই পরিশোধিত হতে হবে। উল্লেখ্য, পাওনাদার তার ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট মূল্যের কম গ্রহণ করতে পারে বা সম্পূর্ণ পাওনা মওকুফ করে দিতে পারে, কিন্তু কম পরিশোধে দেনাদারের কোনো অধিকার নয়। আবার পাওনাদার স্থিরীকৃত মূল্যের অতিরিক্ত কখনই দাবি করতে পারবে না। উল্লেখিত বিপর্যয়ের কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, অনেক সময় কোনো গ্রাহক সঙ্গত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার গৃহীত বিনিয়োগ পরিশোধ করতে পারেনি। তাই বিনিয়োগটি দুই/একদিন পর পরিশোধিত হয়েছে এবং ব্যাংক নির্ধারিত মূল্যই গ্রহণ করছে। এভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা দুই/একদিন থেকে গড়াতে গড়াতে দুই/এক মাস পর্যন্ত যেত। কিন্তু ব্যাংক তার নির্ধারিত মূল্যই গ্রহণ করত। এভাবে গ্রাহকরা বুঝতে শিখল যে, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নির্ধারিত সময়ে না দিলে বা দেরিতে পরিশোধ করলে বাড়তি মুনাফা দেয়া লাগে না। অথচ, প্রচলিত ব্যাংকে এর জন্য পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সাধারণ সুদ থেকে দণ্ড সুদ পর্যন্ত দেয়া লাগে। তাই কিছু কিছু গ্রাহক এটাকে সঙ্গত কারণ থেকে অভ্যাসে পরিণত করা শুরু করল এবং দেখাদেখি অন্যরাও এ সুবিধা নিতে শুরু করল। এভাবে আস্তে আস্তে মেয়াদোত্তীর্ণের সময় এবং পরিমাণ বেড়ে যেতে লাগল। আমানতকারীরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল এবং ব্যাংকও মহাবিপদের সম্মুখীন হলো। এ

www.pathagar.com

অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নীতি নির্ধারকগণ উপায় খুঁজতে লাগলেন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর শরীয়াহ্ কাউন্সিলের তৎকালীন সদস্য সচিব জনাব সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী "শরীয়তে পাওনা আদায়ে বিলম্বের কারণে ক্ষতিপূরণ" শীর্ষক এক ব্যক্তিগত লিখিত আলোচনা প্রস্তাব আকারে সকলের বিবেচনার জন্য পেশ করেন যা এখানে হুবহু উদ্ধৃত হলোঃ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর যে সব বিনিয়োগ করা হয়েছে তার অনেকগুলোতে ব্যাংকের পাওনা আদায় হয়নি। সুনির্বাচিত পার্টিও ব্যাংকের পাওনা যথাসময়ে দেয় না। ফলে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও হবে। যারা এ ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছেন তারাও যথাযথ লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । অথচ তাদের টাকা ব্যাংকের নিকট পবিত্র আমানত এবং তা যথারীতি বিনিয়োগ করে তাদের লভ্যাংশ দেয়া ব্যাংকের দ্বীনি দায়িত্ব।

চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা আদায় না হলে যে ক্ষতি হয় তা নির্দিষ্টভাবে হিসাব না করা গেলেও ক্ষতি যে হয় তা কিন্তু অবশ্যই বোঝা যায় এবং আধুনিক হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষতির একটা পরিমাণ নির্ধারণও করা যায়।

এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা করার জন্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করা দরকার।

১. কোনো কিছু ক্রয়-বিক্রয় করা এবং কোনো কিছু কর্জ বা ধার দেয়া এক কথা নয়। কাজেই বিক্রয় মূল্য পাওনা ও কর্জ পাওনা সমান নয়। বাকি মূল্য দেনা-পাওনার সাথে মাল ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু কর্জের সাথে মালের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথমটি হচ্ছে বিক্রয় মূল্য হিসেবে পাওনা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কর্জ হিসাবে পাওনা।

২. ইসলামী ব্যাংক শরীয়তের মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে জমাকারীদের অর্থ নিয়ে বিনিয়োগ ও ব্যবসা করে থাকে। মুদারাবা নীতি অনুযায়ী জমাকারিগণ ব্যবসায়ে লাভ হলে নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ পাবে এবং ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ ক্ষতি তারাই বহন করবে। তবে যদি ক্ষতিটা ব্যাংকের ত্রুটির কারণে হয় তা হলে ব্যাংক মুদারিব হওয়া সত্ত্বেও তাকে ক্ষতি বহন করতে হবে। ব্যাংক যদি তার পার্টিদের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের সুব্যবস্থা করতে না পারে, তবে সে জন্য জমাকারিগণ দায়ী হবে না এবং এজন্য তারা সম্পূর্ণ ক্ষতিও বহন করবে না। কাজেই শরীয়ত সম্মত ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

৩. আরব দেশসমূহের সরকার সেখানকার ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য যথাযথ পৃথক আইন-কানুন জারি করে দিয়েছে। ফলে সেগুলোতে যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা আদায় হয়ে যায়। আমাদের দেশে অনুরূপ পৃথক আইন

www.pathagar.com

হলে ব্যাংকের পাওনা আদায়ের সমস্যা থাকবে না। কিন্তু এ দেশের সরকার ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রয়োজনীয় পৃথক আইন-কানুন এখনও দেয়নি। পাওনা আদায়ের যথাযথ আইনগত ব্যবস্থাও এ দেশে চালু নেই। ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের আশ্রয় নিলে তার মাধ্যমে যথাসময়ে কোনো ব্যবস্থা হয় না। আর বহুদিন পরে কোনো ব্যবস্থা হলেও সেখানে পাওনা আদায়ে বিলম্বের দরূণ ক্ষতিপূরণের দাবি না করলে মূল সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই উক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

৪. পাওনা পরিশোধ করতে বিলম্ব করা সম্পর্কে হাদীসে আছে :

عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته (بخاري ومسلم ونسائى وابوداؤد وابن ماجه وبيهقي وحاكم وابن حبان)

আমর ইবনে সারীদ থেকে বর্ণিত । তিনি তার পিতা যিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, সচ্ছল ব্যক্তি দেনা পরিশোধে বিলম্ব করলে তা জুলুম। (এ ক্ষেত্রে) তার সম্মান হানি করা ও শাস্তি দেয়া বৈধ (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, বায়হাকী, হাকিম ও ইবনে হাব্বান)।

عن ابي هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : مطل الغني ظلم واذا أتبع احدكم علي ملئى فليتبع

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুলাহ (স) বলেছেন, ধনী ব্যক্তি দেনা পরিশোধে বিলম্ব করলে তা জুলুম। আর তোমাদের কেউ সচ্ছল ব্যক্তির কৌশলের কবলে পড়লে তারও কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : مطل الغنى ظلم و اذا احلت علي ملئى فاتبعه (ابن ماجه وترمذى وأحمد)

ইবনে উমার (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, ধনী ব্যক্তি দেনা পরিশোধে বিলম্ব করলে তা জুলুম । আর তুমি সচ্ছল ব্যক্তির কৌশলের কবলে পড়লে কৌশল অবলম্বন কর (ইবনে মাজা, তিরমিজি ও আহমাদ)।

আল্লামা শওকানী উল্লেখিত হাদিসদ্বয় বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার হক পাওনা আদায়ে সচ্ছল ব্যক্তির কৌশলের কবলে পড়লে (অর্থাৎ আদায়ে বিলম্ব হলে অথবা আদায় না করতে পারলে) তারও কৌশল অবলম্বন

www.pathagar.com

করা ওয়াজিব। অধিকাংশ হাম্বলী মতাবলম্বী, আবু সওর ও ইবনে জারীর এই মত পোষণ করেন । তবে ফকীহগণ সাধারণভাবে এটাকে মুস্তাহাব বলে গণ্য করেছেন।

আল্লামা শওকানী হাদিসদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, সক্ষম ধনী ব্যক্তি পাওনাদারের পাওনা দিতে বিলম্ব করলে তা তার জন্য হারাম হবে । তবে অক্ষম ব্যক্তির জন্য এরূপ নয় (নাইলুল আওতার ৫ম খণ্ড ৩৬৫ পৃ:)।

উল্লেখিত তিনটি হাদিসের আলোকে বোঝা যায় যে, সচ্ছল ও সক্ষম ব্যক্তি দেনা পরিশোধ না করলে অথবা বিলম্ব করলে তাকে শাস্তি দেয়া জায়েয। কারণ, দেনা পরিশোধে বিলম্ব করলে অথবা পরিশোধ না করলে পাওনাদারের ক্ষতি হয় বলেই এ কাজকে হাদিসে জুলুম বলা হয়েছে। এই জুলুম ও ক্ষতি থেকে একদিকে যেমন পাওনাদারকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তেমনি জুলুমের প্রতিরোধ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে এ ধরনের গোনাহ থেকে সমাজকে পবিত্র রাখা দরকার। এজন্যই হানাফী ফকীহগণ এবং যায়েদ ইবনে আলীর মতে, সচ্ছল ও সক্ষম ব্যক্তি পাওনা পরিশোধ না করলে তাকে গ্রেফতার করে জেলে রাখতে হবে (নাইলুল আওতার ৫ম খণ্ড, ৩৬১ পৃ:)।

বহু লোকের জমাকৃত অর্থ ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে লাভ ও ক্ষতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়। পার্টির কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায়ের সুব্যবস্থা না হলে ব্যাংকের সাথে সাথে টাকার আসল মালিকদেরও ক্ষতি হয়। এ ক্ষতির জন্য দেনাদার সক্ষম পার্টির জুলুম বিশেষভাবে দায়ী। তাদের এ জুলুমের প্রতিকার করা অপরিহার্য কর্তব্য। নতুবা দেশের ও জনগণের বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া এ জুলুমের দরুন গোটা ইসলামী অর্থ ব্যবস্হা অচল বলে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

যুক্তিসঙ্গত কারণবশত কোনো অসচ্ছল ও অক্ষম ব্যক্তি যথাসময়ে দেনা শোধ না করতে পারলে তাকে শরীয়ত অনুযায়ী সময় দেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু সচ্ছল ও সক্ষম ব্যক্তি যথাসময়ে দেনা শোধ না করলে সেটা শরীয়তে জুলুম বলে পরিগণিত এবং এ জুলুমের প্রতিকার হওয়া ওয়াজিব। কাজেই পাওনাদারের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার মাধ্যমে এ জুলুমের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা উচিত।

৫. বাকিতে মাল বিক্রয় করার সময় নগদ মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য নেয়ার চুক্তি করা এবং বেশি সময়ের জন্য বেশি মূল্য নেয়ার চুক্তি করা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয। আল্লামা শওকানী তার

شفاء الغلل فى حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل

www.pathagar.com

গ্রন্থে এবং নাইলুল আওতার গ্রন্থের ৩৪৯-৩৫০ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ফিকহুস সুন্নাহ (فقه السنة) ৩য় খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় এ আলোচনা করা হয়েছে।

৬. বাকিতে মাল বিক্রয়ের চুক্তির সময় শেষ হওয়ার পূর্বে ক্রেতা মূল্য শোধ করলে বিক্রেতা চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণ মূল্য নিতে পারে। তবে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম নেয়াও তার জন্য জায়েয। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন :

أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أمرباخراج بنى‌النضيرجاء ناس منهم فقالوا يا نبى الله أنك أمرت باخراجنا ولناعلى‌الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا و تعجلوا

নবী (স) যখন বনু নযীরকে (ইয়াহুদী) মদিনা থেকে বের করে দেয়ার হুকুম দিলেন তখন তাদের কিছুসংখ্যক লোক রাসুলুল্লাহর (স) নিকট এসে বলল: হে নবী (স) আপনি আমাদেরকে বের করে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু মানুষের নিকট আমাদের পাওনা আছে যার এখনও সময় হয়নি। রাসুলুল্লাহ (স) বললেন: "কম লও এবং তাড়াতাড়ি কর" ইমাম যোফার, নাখয়ী ও আবু সওরও এ মত পোষণ করেন। ইবনে হাযম বলেন: যদি বিনা শর্তে হয় তবে জায়েয। (আল-মুগনী ৪র্থ খণ্ড ১৭৪ পৃ: ফিকহুস সুন্নাহ ৩য় খণ্ড ১৮৭ পৃ:, আল-মুহালী ৮ম খণ্ড ৮০-৮৪ পৃ)।

চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দেনা শোধ করলে তা কম দেয়া ও নেয়া জায়েয হওয়ায় বিলম্বে দেনা শোধ করলে ক্ষতিপূরণ দেয়া ও নেয়া স্বাভাবিকভাবে জায়েয হওয়া উচিত।

উল্লেখিত হাদিসসমূহ ও ফকীহগণের মত অনুযায়ী, সচ্ছল ও সক্ষম ব্যক্তির জুলুমের প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ব্যাংক তার ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে চুক্তিপত্রে যথাযথ শর্ত আরোপ করে তদনুযায়ী ব্যাংকের অনুরূপ বিনিয়োগের লাভের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করলে তা জায়েয না হওয়ার কোনো দলিল নেই। যে কোনো প্রকার সাধারণ কাজ কারবারে কোরআন ও হাদিসের নিষেধাজ্ঞামূলক কোনো দলিল না থাকলে তা শরীয়তে জায়েয। এটা হচ্ছে শরীয়তের কোরআন ও হাদিসভিত্তিক একটি নীতি।

নির্দিষ্ট মূল্যের বেশি বিলম্বের কারণে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করলে তা সুদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদিস পাওয়া যায় না। তবে নিম্নোক্ত হাদিসটি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

كل قرض جرمنفعة / نفعا فهو ربا

www.pathagar.com

"যে কোনো কর্জ লাভ সৃষ্টি করলে তা সুদ"-এরূপ অর্থবোধক হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল-মুগনী গ্রন্থে আল্লামা উমার ইবনে যায়েদ বলেছেন যে, এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদিস নাই। উল্লেখিত হাদিসটির বর্ণনা সূত্রকে (اسناد) সুবুলুস সালাম (سبل السلام) গ্রন্থে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

এ হাদিসে কর্জ শব্দটির অর্থ ধার বা ঋণ, বিক্রয় মূল্য নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোনো কিছু বিক্রয় করা এবং কোনো কিছু ঋণ দেয়া এক কথা নয়। কাজেই বিক্রয় মূল্য ও ঋণ এক নয়। অতএব, এ হাদিস দ্বারা বিক্রয় মূল্য আদায়ে বিলম্ব হলে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ বেশি দেয়া ও নেয়া সুদ বলে প্রমাণিত হয় না।

অপর দিকে হযরত জাবের (রা) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে :

أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وكان لى عليه دين فقضانى وزادنى

(بخارى ومسلم)

আমি নবী (স)-এর নিকটে এলাম। আর তাঁর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি আমাকে আমার পাওনা দিলেন এবং বেশি দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, দেনা ও পাওনা শোধ করার সময় নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি দেয়া ও নেয়া জায়েয। আল্লামা শওকানী তার নাইলুল আওতার গ্রন্থের ৩৪৮ ও ৩৫০ পৃষ্ঠায় এরূপ মন্তব্য করেছেন। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, চুক্তিতে বেশি পরিমাণ শর্ত করে নেয়া সর্বসম্মতভাবে হারাম। তা হলে চুক্তিতে বেশির কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ শর্ত না করে দেনা শোধের সময় ক্ষতিপূরণ হিসেবে বেশি দেয়া ও নেয়া জায়েয। প্রকৃতপক্ষে চুক্তির সময় বেশির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করলে তা সুদ হবে এবং এ পরিমাণ কোনো বাস্তব ক্ষতির ভিত্তিতে নির্ণয় করাও সম্ভবপর হবে না। কাজেই চুক্তিতে যথাসময়ে দেনা শোধ না করলে বিলম্বের ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্তটা উল্লেখ করা যেতে পারে এবং দেনা শোধের সময় বাস্তব ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করে তা আদায়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের অতীতের বিনিয়োগের মাধ্যমে যে সব পাওনা হয়েছে তা আদায়ের ব্যবস্থা করতে গেলে তার ক্ষতিপূরণ কিভাবে আদায় করা যাবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। পূর্বের চুক্তিপত্রে ক্ষতিপূরণের কোনো শর্ত নেই। এখন প্রচলিত আইনের উপরে আশ্রয় নিলে সেখানে ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপনের সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চিন্তা-ভাবনা করে পথ বের করার চেষ্টা করবেন এবং শরীয়া কাউন্সিলের অনুমোদন নিবেন।

www.pathagar.com

"এ আলোচনা শরীয়া কাউন্সিলের নয়। এটা আমার ব্যক্তিগত আলোচনা ও প্রস্তাব আকারে সকলের বিবেচনার জন্য পেশ করলাম।"

উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে পরবর্তীতে ইসলামী ব্যাংকের বিজ্ঞ শরীয়াহ্ কাউন্সিল কতিপয় শর্তসাপেক্ষে মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার ওপর ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত দেন। শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. ক্ষতিপূরণের শর্ত চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

২. ক্ষতিপূরণের হার নির্দিষ্ট হওয়া চলবে না।

৩. বিভিন্ন পণ্যের উপর বিভিন্ন হারে যে মুনাফা ধার্য করা হয়ে থাকে সে হারেই ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

৪. গ্রাহক সক্ষম ও সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও ওভারডিউ হয়েছে বলে প্রমাণিত হতে হবে।

৫. ক্ষতিপূরণ কোনো উপযুক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরোপ করতে হবে।

৬. ক্ষতিপূরণের টাকা ব্যাংকের আয় হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

এছাড়া মুশারাকা ও মুদারাবা বা অন্য কোনো বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও যদি কোনো পক্ষ চুক্তির শর্তাদি ভঙ্গ করে তবে উপযুক্ত কোনো কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অপর পক্ষ তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে পারে।

১০. রেয়াত (Rebate)

বাই-মুরাবাহা অথবা বাই-মুয়াজ্জল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি কোনো গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের আগে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে তবে ব্যাংক ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে কিছু কম নিতে পারে; তবে তা গ্রাহকের কোনো অধিকার নয় বা এ ধরনের কোনো শর্ত চুক্তিপত্রে থাকতে পারবে না।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

চুক্তি

চুক্তির মৌলিক ধারণা

ইসলামী ব্যাংকসমূহ জমা গ্রহণ থেকে শুরু করে বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। এ চুক্তির সব দিক শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ হতে হবে নতুবা ঐ চুক্তির ফলস্বরূপ প্রাপ্ত আয় হালাল হবে না। এছাড়া সম্মত শর্তাদি চুক্তিতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও ভবিষ্যতে ভুল বুঝাবুঝি ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। তাই চুক্তির ব্যাপারে আল-কুরআনের সূরা বাকারার ২৮২-২৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ-তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْضَعِيْفًا اَوْ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰى هُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى وَلاَ يَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلاَ تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهِ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلاَّ تَرْتَابُوْا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلاَّ تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلاَ شَهِيْدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِىْ اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

www.pathagar.com

অর্থাৎ হে মুমিনগণ ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে। লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র বেশ-কম না করে। অবশ্য ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়; তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্যথেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর-যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখতে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয় বা পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোনো লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন। আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোনো লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে জ্ঞাত।

উপরোক্ত আয়াত দু'টি বিশ্লেষণ করলে আমরা যা পাই–

১. যে কোনো ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ও আর্থিক লেনদেনের শর্তাবলী লিখিত হওয়া উচিত। কারণ, সকল মানুষের স্মৃতি প্রখর থাকে না। এছাড়া অসৎ উদ্দেশ্যে মানুষ অনেক সময় মিথ্যা বলে। তাই ভবিষ্যতে যাতে কোনো বিরোধ সৃষ্টি না হয় সেজন্য চুক্তি সঠিকভাবে লিখিত হতে হবে।

২. দ্বিতীয়ত যারা চুক্তি লিখতে পারে তাদেরকে অবশ্যই তা লিখে দিতে হবে। কোনো রকম অস্বীকার করা যাবে না।

www.pathagar.com

৩. দেনাদার অথবা তার অভিভাবক/উপযুক্ত প্রতিনিধি চুক্তির বিষয়বস্তু বলে দিয়ে লেখাবে। কারণ, এটা হচ্ছে তার অঙ্গীকার। সে ন্যায়ত সব কিছু লেখাবে। দেনার পরিমাণ, পরিশোধের মেয়াদ ইত্যাদিতে কোনোরূপ অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না।

৪. চুক্তিপত্র সাক্ষীর সামনে হতে হবে। সাক্ষী হবে পুরুষের মধ্যে থেকে কম পক্ষে দু'জন। আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে কমপক্ষে একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষী নিতে হবে। স্বীকৃতিস্বরূপ সাক্ষীগণের স্বাক্ষর নিতে হবে।

৫. কোনো কারণে লিখিত চুক্তি করা এবং সাক্ষী রাখা সম্ভব না হলে বিশ্বস্ততার জন্য কোনো জিনিস বন্ধক রাখতে হবে।

৬. সাক্ষ্য গোপন করা যাবে না এবং সাক্ষীদের ও লেখককে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না।

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের গ্রাহকদের সাথে যে সকল লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করে থাকে তার শর্তাবলী অবশ্যই চুক্তিপত্রে লিখে রাখতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ফরম ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেন-দেনের সময় এসকল ফরম যথাযথভাবে লিখিত বা পূরণ করা হয় না। অনেক সময় উভয় পক্ষ বা কখনও কখনও ব্যাংকের প্রতিনিধি স্বাক্ষর করে না এবং সাক্ষীগণের স্বাক্ষরও অনেক সময় বাদ পড়ে যায়। এ অবস্থায় লেন-দেনটি শরীয়াহ্‌র নীতি অনুযায়ী সঠিক না হওয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংকারদের যা করতে হবে–

১. চুক্তিপত্র পূরণে অনীহা না করে সাথে সাথে তা লিখে নিতে হবে।

২. চুক্তিপত্রের সকল বিষয় গ্রাহককে বুঝিয়ে তার অনুমতি নিয়ে সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে।

৩. চুক্তিপত্র গ্রাহকের অথবা তার প্রতিনিধির বোধগম্য ভাষায় হতে হবে এবং গ্রাহক বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক উপযুক্ত সাক্ষীর সম্মুখে পঠিত হওয়ার পর কোনো আপত্তি না থাকলে গ্রাহকের স্বাক্ষর নিতে হবে। ব্যাংকের প্রতিনিধি, লেখক ও সাক্ষীগণও যথাস্থানে স্বাক্ষর করবে।

৪. নির্দিষ্ট স্থানে চুক্তি সম্পাদনের তারিখ, চুক্তির মেয়াদ, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

www.pathagar.com

৫. চুক্তিটি নির্ধারিত স্থানে হেফাজত করতে হবে।

৬. কোনো অবস্থাতেই চুক্তিবিহীন কোনো লেন-দেন করা যাবে না।

৭. অপূরণকৃত চুক্তিপত্রের ফরমের উপর অথবা অলিখিত জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, কার্টিজ পেপার, কাগজ ইত্যাদির উপর গ্রাহকের স্বাক্ষর রাখা যাবে না । এটা শরীয়তের পরিপন্থী এবং জঘন্য অপরাধ।

৮ ব্যাংকসমূহ একটি লেনদেনের জন্য অনেক সময় একাধিক চুক্তিপত্রের ফরমে গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে থাকে, যার কোনোটা পূরণকৃত আবার কোনোটা অপূরণকৃত। এ ধরনের কাজও করা যাবে না।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে মানুষের সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ দিয়েছেন এবং সেগুলো খুঁজে বের করার জন্য পবিত্র কোরআন মজীদে নির্দেশনা দিয়েছেন। তবে পৃথিবীর কোনো কোনো স্থানে কোনো বিশেষ সম্পদের আধিক্য আবার ঐ স্থানসমূহে অন্য কোনো বিশেষ সম্পদের অপ্রাচুর্যতা পরিলক্ষিত হয় বা আদৌ ঐ সম্পদ সেখানে পাওয়া যায় না। এসকল বিক্ষিপ্ত সম্পদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানের মানুষের অভাব পূরণের জন্য সম্পদের আদান-প্রদান বা বিনিময় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর এভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক বিনিময়ের উদ্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক বিনিময়ের লেন-দেন মিটানোর ক্ষেত্রে সর্বজন স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত মাধ্যমটি হচ্ছে ঋণপত্র বা প্রত্যয়পত্র (Letter of Crdeit).

ঋণপত্র বা প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit)

আমদানী/ক্রয়ের ক্ষেত্রে মালামালের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানপূর্বক আমদানীকারক/ ক্রেতার অনুরোধে কোনো ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানীকারক/বিক্রেতার অনুকূলে যে পত্র দেয়া হয় তাহাকে ঋণপত্র বা প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) বলে। মূল্য পরিশোধের এই মাধ্যমটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে আজকাল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মাধ্যমটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution কর্তৃক Documentary Credits-এর উপর নভেম্বর-২০০২-এ প্রকাশিত খসড়া Shari'a Standard No. (14)' G Documentary Credits-এর নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে ঃ

A documentary credit is a written commitment of a bank (known as the issuer) given to the seller (the beneficiary) as per the buyer's (applicant or orderer) request or for the bank's own use. The intention of this written commitment to make payment of limited specific amount (in cash or through acceptance or discounting of a bill of exchange) as the value of the items within a certain period of

www.pathagar.com

time, on condition that the seller submits documents of the required items as per instructions.

In brief, a documentary credit is an undertaking by a bank to pay, subject to conformity of the documents of the required items to contractual instructions.

অর্থাৎ ক্রেতার (আবেদনকারী অথবা আদেশদাতা) অনুরোধে অথবা ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে কোনো ব্যাংক (ইস্যুকারী ব্যাংক) বিক্রেতাকে (বেনিফিসিয়ারি) যে লিখিত অঙ্গীকার দেয় তাকে দলিল সম্বলিত ঋণপত্র বলে। এই লিখিত অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য নির্দেশানুযায়ী দলিলপত্র দাখিল সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মালামালের মূল্য হিসাবে সীমিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নগদে অথবা স্বীকৃতি অথবা বিনিময় বিল-বাট্টাকরণের মাধ্যমে পরিশোধ করা।

সংক্ষেপে, চুক্তির শর্তানুযায়ী দলিলপত্রের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকারকে দলিলসম্বলিত ঋণপত্র বা Documentary Credit বলা হয়।

ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits-Publication No. ৫০০-এ ঋণপত্রের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে ঃ

"Credit(s)" either "Documentary Credit(s)" or "Standby Letter(s) of Credit" mean any arrangement, however named and described, whereby a bank (the "Issuing Bank") acting at the request and on the instructions of a customer (the Applicant) or on its own behalf,

i) is to make a payment to or to the order of a third party (the "Beneficiary"), or is to accept and pay bill of exchange (Draft(s)) drawn by the Beneficiary,

Or

ii) authorises another bank to effect such payment, or accept and pay such bills of exchange (Draft),

Or

iii) authorises another Bank to negotiate, against stipulated document(s), provided that the terms & conditions of the credit are complied with.

অর্থাৎ ঋণপত্র এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে এর যাবতীয় শর্তাদির পরিপালন সাপেক্ষে এবং চাহিদা মাফিক প্রমাণাদির বিপরীতে কোনো ব্যাংক তার মক্কেলের অনুরোধে এবং নির্দেশে অথবা ব্যাংক তার নিজের পক্ষে নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পাদন করে ঃ

www.pathagar.com

১. কোনো তৃতীয় পক্ষকে (বেনিফিসিয়ারি) অথবা তার আদেশে কোনো অর্থ পরিশোধ করে অথবা উক্ত বেনিফিসিয়ারি কর্তৃক প্রণীত কোনো বিনিময় বিল (ড্রাফট) এ স্বীকৃতি প্রদান করে অথবা পরিশোধ করে।

২. অন্য কোনো ব্যাংককে এ ধরনের বিনিময় বিল (ড্রাফট)-এর অনুরূপ পরিশোধ অথবা স্বীকৃতি ও পরিশোধের জন্য ক্ষমতা প্রদান করে

৩. অন্য কোনো ব্যাংককে বিল নেগোসিয়েট করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে।

ঋণপত্রের পক্ষসমূহ

আমদানীকারক : যার পক্ষে এবং অনুরোধে ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র খোলা হয় তাকে আমদানীকারক বা ক্রেতা বলে।

রপ্তানীকারক বা Beneficiary : যার অনুকূলে ঋণপত্র খোলা হয় তাকে রপ্তানীকারক/ বিক্রেতা বা Beneficiary বলে।

ইস্যুকারী ব্যাংক ঃ যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র খোলা হয় তাকে ইস্যুকারী ব্যাংক বা Opening ব্যাংক বলে।

এ্যাডভাইজিং ব্যাংক ঃ যে ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানীকারক/ক্রেতার কাছে ঋণপত্রটি পৌছান হয় তাকে এ্যাডভাইজিং ব্যাংক বলে।

নেগোসিয়েটিং/আদায়কারী ব্যাংক ঃ ঋণপত্রের বিপরীতে প্রণীত বিল যে ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় হয় তাকে নেগোসিয়েটিং বা আদায়কারী ব্যাংক বলা হয়। অনেক সময় এ্যাডভাইজিং ব্যাংক নেগোশিয়েটিং বা আদায়কারী ব্যাংকের ভূমিকা পালন করে।

ঋণপত্রের প্রকারভেদ ঃ অঙ্গীকারের দৃঢ়তার দিক দিয়ে ঋণপত্র দুই প্রকার।

১. দৃঢ়ভাবে বলবৎযোগ্য বা নিশ্চিত ঋণপত্র (Confirmed Letter of Credit): অনেক সময় ইস্যুয়িং ব্যাংকের অনুরোধে এ্যাডভাইজিং ব্যাংক ঋণপত্রের বিপরীতে প্রণীত বিলের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। এধরনের নিশ্চয়তা প্রদানকে Add Confirmation বলা হয় এবং যে ঋণপত্রের ক্ষেত্রে Confirmation দেয়া হয় তাকে দৃঢ়ভাবে বলবৎযোগ্য বা নিশ্চিত ঋণপত্র (Confirmed Letter of Credit) বলে।

২. সাধারণ বা অনশ্চিত ঋণপত্র (Unconfirmed Letter of Credit) ঃ যে সকল ঋণপত্রের বিপরীতে প্রণীত বিলের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এ্যাডভাইজিং ব্যাংককে কোনো প্রকার অনুরোধ করা হয় না অথবা এ্যাডভাইজিং ব্যাংক কোনোরূপ নিশ্চয়তা বিধান করে না তাকে সাধারণ বা অনিশ্চিত ঋণপত্র (Unconfirmed Letter of Credit) বলা হয়।

www.pathagar.com

ঋণপত্রের অন্যান্য প্রকারভেদ

১. খণ্ডনীয় বা প্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র (Revocable Letter of Credit) : যে সকল ঋণপত্র রপ্তানীকারক, ক্রেতা বা বেনিফিসিয়ারির সম্মতি ছাড়া বা তাকে কোনো প্রকার নোটিশ প্রদান করা ছাড়া রদ করা যায় তাকে খণ্ডনীয় বা প্রত্যাহারযোগ্য (Revocable) ঋণপত্র বলা হয়। তাই এধরনের ঋণপত্রের লেন-দেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা হয়।

২. অখণ্ডনীয় বা অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র (Irrevocable Letter of Credit) : যে সকল ঋণপত্র মেয়াদোত্তীর্ণের আগে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ব্যক্ত সম্মতি ছাড়া রদ অথবা পরিবর্তন করা যায় না তাকে অখণ্ডনীয় বা অপ্রত্যাহারযোগ্য (Irrevocable) ঋণপত্র বলা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত এধরনের ঋণপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. স্থির ঋণপত্র (Fixed Letter of Credit) : যে ঋণপত্র একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্য খোলা হয় এবং মেয়াদ শেষে বা ঋণপত্রে উল্লিখিত অর্থের লেন-দেন সম্পন্ন হয়ে গেলে বাতিল হয়ে যায় তাকে স্থির ঋণপত্র (Fixed Letter of Credit) বলে।

৪. ঘূর্ণায়মান ঋণপত্র বা আবর্তমান ঋণপত্র (Revolving Letter of Credit): যে ঋণপত্রের মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হয়ে যায় এবং ব্যবহৃত অংশ পুনরায় ব্যবহার করা যায় তাহাকে ঘূর্ণায়মান বা আবর্তমান (Revolving) ঋণপত্র বলা হয়। এ ধরনের ঋণপত্রে পরিমাণ এবং সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

৫. পরিচ্ছন্ন ঋণপত্র (Clean Letter of Credit) : যে ঋণপত্রে রপ্তানী দলিলাদি উপস্থাপন ছাড়াই বিনিময় বিল পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে পরিচ্ছন্ন ঋণপত্র (Clean Letter of Credit) বলা হয়।

৬. দলিল সম্বলিত ঋণপত্র (Documentary Letter of Credit) : দলিল সম্বলিত ঋণপত্র (Documentary Letter of Credit) হচ্ছে এমন এক ধরনের বাণিজ্যিক ঋণপত্র যা কোনো ব্যাংক তার মক্কেলের অনুরোধে রপ্তানীকারকের অনুকূলে ইস্যু করে থাকে। এধরনের ঋণপত্রে এই মর্মে শর্ত আরোপ করা হয় যে, রপ্তানীকারক কর্তৃক বিনিময় বিল উপস্থাপনের সময় রপ্তানী সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি যেমন- চালান (Invoice), বিল অব ল্যাডিং (Bill of Lading), বীমাপত্র (Insurance Policy), সার্টিফিকেট অব অরিজিন (Certificate of Origin) ইত্যাদি সংযোজন করতে হবে। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারে এ ধরনের ঋণপত্রের প্রচলন খুব বেশি।

www.pathagar.com

৭. অগ্রিম ঋণপত্র (Anticipatory Letter of Credit): অগ্রিম মূল্য পরিশোধের শর্তে যে ঋণপত্র খোলা হয় তাকে অগ্রিম ঋণপত্র বলা হয়। অগ্রিম ঋণপত্র দুই প্রকার। যথা- লাল দফা ঋণপত্র (Red Clause Letter of Credit) ও সবুজ দফা ঋণপত্র (Green Clause Letter of Credit).

৮. লাল দফা ঋণপত্র (Red Clause Letter of Credit): ইস্যুকারী ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্রে এ ধরনের বিশেষ Clause বা ধারা সংযুক্ত করে রপ্তানীকারককে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয়ের জন্য বা উক্ত মালামাল সরবরাহের জন্য মালের ভাড়া, শুল্ক, বীমা বা মাল জাহাজে উঠানোর খরচ ইত্যাদি এ্যাডভাইজিং ব্যাংককে অগ্রিম প্রদানের জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে রপ্তানীকারক কর্তৃক দাখিলকৃত জাহাজী দলিলপত্র নেগোসিয়েটের মাধ্যমে এ্যাডভাইজিং ব্যাংক ঐ অগ্রিম আদায় করে থাকে।

৯. সবুজ দফা ঋণপত্র (Green Clause Letter of Credit) : এ ধরনের ঋণপত্রে এ্যাডভাইজিং ব্যাংককে পূর্বজাহাজীকরণের জন্য অগ্রিম প্রদান করা ছাড়াও ঋণপত্র ইস্যুকারী ব্যাংকের নামে মালামাল গুদামজাতকরণের জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১০. Restricted/Straight Credit: এ ধরনের ঋণপত্রের বিপরীতে প্রণীত দলিলাদি নেগোসিয়েশনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের কাউন্টার নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

১১. হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্র (Transferable Letter of Credit) : এ ধরণের ধারা সংযুক্ত ঋণপত্রের ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক ইচ্ছা করলে এর অংশবিশেষ বিভক্ত করে একাধিক রপ্তানীকারকের অনুকূলে হস্তান্তর করতে পারে।

১২. Defered Payment Credit : এ ধরনের ঋণপত্রে আমদানীকারক কিস্তিতে/ বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করতে পারে। সাধারণত ভারী যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য মূলধনী দ্রব্যাদি আমদানীর ক্ষেত্রে এ ধরনের ঋণপত্রের প্রচলন দেখা যায়।

১৩. পিঠাপিঠি ঋণপত্র (Back to Back Letter of Credit) : এধরনের ঋণপত্র সহায়ক ঋণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আমদানীকারক কর্তৃক রপ্তানীকারকের অনুকূলে ইস্যুকৃত ঋণপত্রটির জামানতের বিপরীতে রপ্তানীকারক যদি তার Advising Bank বা দেশীয় কোনো ব্যাংককে মালামালের মূল সরবরাহকারীর অনুকূলে আর একটি ঋণপত্র খোলার অনুরোধ করে তবে পিঠাপিঠি ঋণপত্রের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ যখন কোনো বিক্রেতা বা ঋণপত্রের বেনিফিসিয়ারি ক্রেতার নিকট থেকে ইতোপূর্বে প্রাপ্ত ঋণপত্রের বিপরীতে

www.pathagar.com

তার (বিক্রেতার) সরবরাহকারীর অনুকূলে অন্য একটি ঋণপত্র খোলার ব্যবস্থা করলে তাকে পিঠাপিঠি ঋণপত্র (Back to Back Letter of Credit) বলে। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে শেষোক্ত ক্রেতার নিকট বিক্রি করে এবং প্রথমোক্ত ঋণপত্রের বিপরীতে প্রণীত বিলের মূল্য দ্বারা দ্বিতীয় ঋণপত্রের বিপরীতে প্রণীত বিলের মূল্যের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

১৪. Partial Shipment Credit : যে ঋণপত্রে মালামাল আংশিকভাবে জাহাজীকরণের অনুমতি থাকে তাকে Partial Shipment Credit বলে।

১৫. Non-partial Shipment Credit : এ ধরনের ঋণপত্রের সংশ্লিষ্ট মালামাল আংশিকভাবে জাহাজীকরণ করা যায় না।

১৬. On Sight Credit: যে ঋণপত্রের বিপরীতে প্রণীত বিলের মূল্য দেখা মাত্র পরিশোধযোগ্য তাকে On Sight Credit বলে।

১৭. Syndicate Credit : ঋণপত্রের মূল্যমান অত্যাধিক হলে যখন একাধিক ব্যাংকের অংশগ্রহণে ঋণপত্র ইস্যু করা হয় তখন ঐ ঋণপত্রকে Syndicate Credit বলে। এ ক্ষেত্রে লিডিং ব্যাংকের অনুকূলে অন্যান্য ব্যাংককে তাদের অংশগ্রহণের সমপরিমাণ মূল্যমানের গ্যারান্টি দিতে হয়।

১৮. Standby Letter of Credit : এ ধরনের ঋণপত্র "বেনিফিসিয়ারির ব্যর্থতার কারণে পরিশোধ্য" এরূপ শর্তযুক্ত গ্যারান্টিপত্রের সমরূপ। তা অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রপ্তানীকারককে অধিকতর নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ ধরনের ঋণপত্র সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম Standby Letter of Credit-কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

নিম্নোক্ত তিনটি কার্য সম্পাদন বা নিশ্চয়তার জন্য আমদানীকারকের পক্ষে ব্যাংক যে ঋণপত্র ইস্যু করে তাকে Standby Letter of Credit বলে।

(ক) আমদানীকারক কর্তৃক গৃহীত ঋণের টাকা পরিশোধ বা অগ্রিম প্রদান,

(খ) আমদানীকারক কর্তৃক গৃহীত দেনা পরিশোধ,

(গ) আমদানীকারক কর্তৃক বিধিবদ্ধ শর্ত পালনে অপারগতার জন্য দায় পরিশোধ।

দলিলসম্বলিত ঋণপত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) দলিল সম্বলিত ঋণপত্রের ক্ষেত্রে লেন-দেনের জন্য শুধু দলিল-দস্তাবেজ বিবেচিত হয়ে থাকে এবং মালামাল সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা হয় না। এটি কোনো ব্যাংকের এমন একটি অঙ্গীকার যার বিপরীতে দলিলাদি

www.pathagar.com

চুক্তির মেয়াদের মধ্যে শর্তাবলী পরিপালন পূর্বক দাখিল করা হলে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

(২) যদিও ঋণপত্র অর্থ পরিশোধের একটি নিশ্চিত মাধ্যম তথাপিও ঋণপত্র খোলার মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মূল্য পরিশোধিত হয়েছে তা বিবেচিত হয় না। এজন্য যতক্ষণ না ব্যাংক কর্তৃক মূল্য পরিশোধিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা বিক্রেতার কাছে ঋণী থাকে। যদি দলিলপত্র প্রেরণ করার পূর্বে ঋণপত্রের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায় তারপরও বিক্রেতার জন্য ক্রেতার কাছে পণ্যের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট মূল্য দাবি করার অধিকার সংরক্ষিত থাকে। কারণ, ঋণপত্রের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য মূল্য বিক্রয় চুক্তি রদ হয় না।

(৩) ঋণপত্রের নির্দেশানুযায়ী দলিলপত্র প্রেরিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে । তবে যদি দলিলপত্রে কোনো জাল-জালিয়াতি আবিস্কৃত হয় অথবা যদি কোনো আইনগত দিক দিয়ে বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হয় সেক্ষেত্রে ব্যাংক মূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকে না ।

শরীয়াহ্‌র আলোকে দলিলসম্বলিত ঋণপত্র

সূত্র ঃ Exposure Draft on Documentary Credits (Shari'a Standard No. 14) prepared by Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

(১) দলিল সম্বলিত ঋণপত্রের বৈধতা ঃ

(ক) দলিলসম্বলিত ঋণপত্রের ব্যবহার দুই ধরনের হতে পারে ।

১. দলিলপত্র পরীক্ষার মত পদ্ধতিগত সেবা দানের প্রতিনিধিত্ব চুক্তি অথবা

২. আমদানীকারককে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করা ।

উপরোক্ত উভয় ধরনের প্রতিনিধিত্ব ও নিশ্চয়তা (Guarantee) প্রদান বৈধ। সুতারাং উক্ত Standard অনুযায়ী দলিল সম্বলিত ঋণপত্র বৈধ।

(খ) গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা নিজস্ব প্রয়োজনে কোনো ব্যাংক সব ধরনের দলিল সম্বলিত ঋণপত্র খোলা, ইস্যু অথবা কনফার্ম করতে শরীয়াহ্‌র কোনো বাধা নেই। নিচে গ-এ উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে যে কোনোভাবে এ ধরনের ঋণপত্রে সম্পৃক্ততা বা মধ্যস্থতাকরণ এবং এ ধরনের ঋণপত্র অবহিতকরণ, সংশোধন বা সম্পাদন ইত্যাদি কাজও অনুমোদনযোগ্য।

www.pathagar.com

(গ) নিম্নলিখিত কারণে উপরে খ-এ বর্ণিত কার্যাদি বৈধ হবে না ঃ

- যদি চুক্তির মালামাল শরীয়াহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়ে থাকে।
- যদি ঋণের দলিলাদি বা পক্ষসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনোভাবে রিবা বা সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি দলিলপত্রের মূল্য পরিশোধের জন্য গ্রাহককে ঋণ দেয়া হয় এবং গ্রাহকের কাছ থেকে যদি ঋণের অতিরিক্ত আদায় করা হয় তবে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি বা পক্ষসমূহ রিবার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। আবার যদি বিল বাট্টাকরণ বা অপরিপক্ব বিল ক্রয়-বিক্রয় বা বিলম্বে পরিশোধ ইত্যাদির কারণে অতিরিক্ত অর্থের নিশ্চিত বিধান করা হয় তবে তা পরোক্ষভাবে রিবা বা সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

  দলিল সম্বলিত ঋণপত্রে বৈধতার জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় চুক্তি বৈধ হওয়া আবশ্যক। চুক্তিটি অবশ্যই শরীয়াহ্সম্মত হতে হবে।

(২) ঋণপত্র খোলার পূর্ব চুক্তি ঃ

(ক) ঋণপত্রের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধিত হবে-এই মর্মে বিক্রয় চুক্তিতে শর্ত আরোপ করা বৈধ।

(খ) যদি চুক্তিতে কোনো আন্তর্জাতিক ব্যাখ্যা যেমন- INCOTERMS অথবা অন্য কোনো সূত্রের উল্লেখ করা হয় তবে তা শরীয়াহ্ নিয়ম-নীতির পরিপন্থী নয়-মর্মে একটি শর্ত থাকতে হবে।

(৩) ঋণপত্রের কমিশন ও অন্যান্য খরচ প্রসঙ্গে

১. ঋণপত্র ইস্যুর জন্য ব্যাংকের প্রকৃত খরচ আরোপ ও আদায় বৈধ। প্রয়োজনীয় সেবা দানের জন্য ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত ফিও বৈধ। এ ধরনের ফি যে কোনো পরিমাণ একক অর্থ বা ঋণপত্রের মূল্যের নির্দিষ্ট শতকরা হারেও হতে পারে। তবে এ ধরনের কমিশন নিরূপণের ক্ষেত্রে কখনও ঋণপত্রের সময়কে বিবেচনায় আনা যাবে না। এ নিয়ম আমদানী ও রপ্তানী সকল ঋণপত্রের বেলায় একই।

ঋণপত্রের উভয় ফি বা কমিশন আরোপের সময় ব্যাংককে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করতে হয়।

(ক) The aspect of guarantee perse (স্বতন্ত্রভাবে) must be taken into account when estimating the fees for a documentary credit অর্থাৎ কোনো ঋণপত্রের ফি নির্ধারণের সময় গ্যারান্টির বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচিত হবে না। যেহেতু কোনো ঋণপত্রের

www.pathagar.com

সত্যায়ন (endorsement) গ্যারান্টি প্রদান ছাড়া কিছুই নয়, তাই কোনো ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র সত্যায়নের জন্য প্রকৃত খরচের অতিরিক্ত কোনো চার্জ আদায় করা বৈধ নয়।

(খ) ঋণ সুবিধায় কোনো প্রকার রিবা বা সুদের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করে ফি-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে না।

(গ) ঋণপত্রের ক্ষেত্রে কয়েকটি চুক্তির সমাহার বৈধ নয়। যেমন ঋণ, গ্যারান্টি ইত্যাদিকে ঋণপত্রের চুক্তির সাথে একীভূত করে সার্বিক বিবেচনার ভিত্তিতে কমিশন আদায় করা যাবে না।

২. কোনো ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণপত্রের দায়ের নিরাপত্তা বিধানের জামানত গ্রহণ বা কোনো পরিশোধের নিরাপত্তা বিধানের জন্য জামানত হিসাবে ঋণপত্র গ্রহণ উভয়ই বৈধ। তবে সুদভিত্তিক বন্ড, নিষিদ্ধ কার্যকলাপে নিয়োজিত কোম্পানীর শেয়ার ইত্যাদি সুদভিত্তিক সম্পদ জামানত হিসাবে গ্রহণ বা প্রদান করা যাবে না।

নগদ জামানত মুদারাবা ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা বৈধ।

ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্রে অর্থায়ন

দলিল সম্বলিত ঋণপত্র দ্বারা নিরাপদ কোনো বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনে ব্যাংক অর্থায়ন করতে পারে। এ অর্থায়ন মুরাবাহা, মুশারাকা বা যে কোনো শরীয়াহ্ অনুমোদিত উপযুক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে করা যায়। তবে বিনিয়োগের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হয় ঃ

(ক) ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর ব্যাংকের বিনিয়োগ করার কোনো সুযোগ থাকে না অর্থাৎ এ অবস্থায় ব্যাংকের বিনিয়োগ অনুমোদনযোগ্য নয়।

(খ) মুরাবাহা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন এবং ঋণপত্র খোলার আগে ক্রেতাকে বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকের কাছে আবেদন করতে হয় এবং পরবর্তীতে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নামে অথবা ক্রেতা কর্তৃক অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ক্ষমতার (Letter of Authority) এর ভিত্তিতে গ্রাহকের নামে (যদি দেশের প্রচলিত আইনে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নামে আমদানীর ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ থাকে) ঋণপত্র খুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক বিক্রেতার কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে মাল ক্রয় করছে এবং ইহা (উক্ত প্রতিষ্ঠান) মুরাবাহার ভিত্তিতে গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রি করার বৈধ স্বত্বাধিকারী তা নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

(গ) মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন এবং ঋণপত্র খোলার পূর্বে গ্রাহককে (ক্রেতা) বিনিয়োগের আবেদন করতে হয়। তারপর মুশারাকা চুক্তি সম্পাদনের পর যে কোনো পক্ষের নামে ঋণপত্র খোলা যায়। মালামাল প্রাপ্তির পর ব্যাংক ইহার অংশ কোনো তৃতীয় পক্ষ বা গ্রাহক অংশীদারের কাছে নগদ অথবা বিলম্বে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে মুরাবাহা পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রয় করতে পারে। তবে গ্রাহক অংশীদারের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে এ সংক্রান্ত কোনো প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার অথবা মুশারাকা চুক্তিতে এ ধরনের কোনো শর্ত থাকতে পারে না।

(ঘ) অন্য ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত বিল-বাট্টাকরণের মাধ্যমে অর্থায়ন করা যায় না অর্থাৎ মেয়াদ পূর্তির আগে কোনো বিল কম মূল্যে ক্রয় করা বৈধ নয়।

বৈদেশিক বিনিময়

সাধারণত কোনো দেশের নিজস্ব মুদ্রা ব্যতীত অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণকে বা আন্তর্জাতিক লেন-দেনের জন্য গ্রহণযোগ্য মুদ্রার পরিমাণকে বা আন্তর্জাতিক লেন-দেনের মীমাংসার প্রক্রিয়াকে বৈদেশিক বিনিময় বলা হয়। দু'টি দেশের মধ্যে মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়ের হারকেও বৈদেশিক বিনিময় বলে। আবার আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা বা উপায়কেও বৈদেশিক বিনিময় বলা হয়।

অধ্যাপক এইচই ইভিট এর মতে : Froeign Exchange is the means and method by which right to wealth expressed in terms of the currency of one country are converted into rights to wealth in terms of the currency of another country.

অর্থাৎ যে বিশেষ পদ্ধতিতে এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পদের মূল্যায়ন এবং লেন-দেন নিষ্পত্তি করা হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় বলা হয়।

অধ্যাপক হার্টলি বলেন, বৈদেশিক বিনিময় এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেন-দেন নিষ্পত্তির একটি কলা-কৌশল বিশেষ।

অধ্যাপক থমাস-এর মতে, অর্থনীতির যে শাখা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৃষ্ট আর্থিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির নীতি নির্ধারণ করে তাকে বৈদেশিক বিনিময় বলে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায়, বৈদেশিক বিনিময় হচ্ছে, এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় পরিণত করার পদ্ধতি বা এক দেশের মুদ্রার সঙ্গে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার অথবা আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির উপায় বা পদ্ধতিসমূহ যা পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদির আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের সম্প্রসারণ ঘটাতে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

আন্তর্জাতিক লেন-দেন সংক্রান্ত দেনা-পাওনা মিটানোর জন্য সাধারণত এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে গৃহীত হয় না। তাই এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রার সাথে বিনিময় করতে হয়। কোনো দেশের একটি নির্দিষ্ট একক মুদ্রার পরিবর্তে অপর দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যায় অর্থাৎ অন্য দেশের মুদ্রার সাথে কোনো দেশের নির্দিষ্ট একক মুদ্রার বিনিময় হারকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বলা হয়।

অধ্যাপক আরএন স্টার্ন-এর মতে : A foreign exchange rate is measured typically as the number of a given currency that exchange for a unit of some other currency.

ক্রাউথার-এর মতে, বৈদেশিক বিনিময় বাজারে একটি দেশের নির্দিষ্ট মুদ্রার প্রতি একক অপর দেশের মুদ্রার কত এককে বিনিময় হয়, তার দ্বারাই প্রকাশ পায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার।

অতএব, অন্য দেশের মুদ্রার সাথে কোনো দেশের মুদ্রার মূল্য নির্ধারণের হারকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বা সংক্ষেপে বিনিময় হার বলা হয়। অর্থাৎ যে হারে কোনো দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর, পরিবর্তন বা বিনিময় করা হয় তাকে বিনিময় হার বলে। যদি বাংলাদেশের ৫৯ টাকা দিয়ে মার্কিন ১ ডলার পাওয়া যায় তবে উক্ত ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার হবে ডলার ১= টাকা ৫৯।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের তত্ত্বসমূহ

কোনো দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ভর করে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা, প্রচলন, পদ্ধতি ইত্যাদির উপর। মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের উপর কতিপয় তত্ত্ব বা মতবাদ রয়েছে যা এখানে আলোচনা করা হলো।

১. **মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব (Mint Parity Theory) ঃ** যখন সোনা অথবা রূপার মূল্যের উপর ভিত্তি করে কোনো দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির হয় তখন তাকে মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব (Mint Parity Theory) বা স্বর্ণমান ব্যবস্থা বলা হয়। যদি আমেরিকান ১ ডলার এবং বাংলাদেশের ৫৯ টাকায় সম পরিমাণ সোনা পাওয়া যায় তবে আমেরিকান ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার হবে $ 1 = Tk. 59/-। তবে এই পদ্ধতির এখন আর কোনো ব্যবহার নেই।

www.pathagar.com

২. **আইএমএফ পার ভ্যালু তত্ত্ব (IMF Par Value Theory) ঃ** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর সকল সদস্য দেশে এই পদ্ধতিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা হতো। এই পদ্ধতিতে মার্কিন ডলারের সাথে নির্দিষ্ট একক স্বর্ণের বিনিময় হার নির্দিষ্ট করা হতো এবং আইএমএফ এর সদস্যভুক্ত সকল দেশ ডলার ও স্বর্ণের মান অনুযায়ী তাদের স্ব-স্ব দেশের মুদ্রার মান নির্ধারণ করতো। সদস্য দেশসমূহ ডলার বা স্বর্ণের মানের চেয়ে তাদের মুদ্রার মান ১% কম অথবা বেশি নির্ধারণ করতে পারতো। কিন্তু ১% বেশি নির্ধারণ করতে হলে আইএমএফ-এর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে হতো। মিন্ট প্যারিটি তত্ত্বের ন্যায় বর্তমানে এই পদ্ধতিরও কোনো প্রয়োগ নেই।

৩. **ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity Theory) ঃ** এই তত্ত্বটিকে সর্বপ্রথম রীতিবদ্ধভাবে বিকশিত করেন সুইডিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গুস্তাভ ক্যাসেল। এই তত্ত্বের আওতায় কোনো দেশের মুদ্রা সে দেশের কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম এবং অন্য দেশে অনুরূপ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে তাদের কি পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন তার উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট দেশ দু'টির মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের ১৫ টাকায় যদি ১ কেজি চাল পাওয়া যায় এবং সৌদি আরবে যদি উক্ত ১ কেজি চালের মূল্য ১ রিয়াল হয় তবে ১ সৌদি রিয়ালের সাথে বাংলাদেশী টাকার বিনিময় হার হবে রিয়াল ১ = টাকা ১৫।

এ তত্ত্বের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

(ক) এ তত্ত্বে বিনিময় হার নির্ধারণের অনেক উপাদানের মধ্যে শুধু মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। অন্যান্য উপাদানসমূহ যেমন- মুদ্রাস্ফীতি, আয়স্তর ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাছাড়া, সব দেশের মূল্য সূচকে ক্রয় ক্ষমতার বাস্তব পরিবর্তন প্রতিফলিত করতে পারে না।

(খ) উভয় দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতিসমূহ ইত্যাদিও এখানে বিবেচিত হয়নি।

(গ) মূল্যস্তর বিনিময় হারকে নির্ধারণ করবে অথচ বিনিময় হারের কোনো প্রভাব মূল্যস্তরে থাকবে না তা বাস্তবতার পরিপন্থী।

৪) **লেন-দেন তত্ত্ব (Balance of Payment) বা Demand and Supply Theory ঃ** বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এই পদ্ধতিটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে কোনো দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর

www.pathagar.com

ভিত্তি করে সে দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো দেশের মুদ্রার যোগানের তুলনায় চাহিদা বেড়ে গেলে স্বভাবতই উহার বিনিময় হারও বেড়ে যাবে। অনুরূপভাবে যোগানের তুলনায় চাহিদা কমে গেলে উহার বিনিময় হার কমে যাবে। এই পদ্ধতিতে কোনো দেশের মুদ্রার বিনিময় হার সে দেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পণ্যের আমদানী-রপ্তানীর হ্রাস-বৃদ্ধি বা লেন-দেনের ভারসাম্যের (ব্যালেন্স অব পেমেন্টে) উপর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন প্রকারের বিনিময় হার

১. **স্থির বিনিময় হার (Fixed Exchange Rate) ঃ** এই ব্যবস্থায় দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য বাজারের চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি না করে সরকারী বা প্রশাসনিক আদেশের দ্বারা সে দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে ঝুঁকি কম।

২. **নমনীয় বিনিময় হার (Flexible Exchange Rate) ঃ** এ পদ্ধতিতে সময়ে সময়ে পরিবর্তন সাপেক্ষে মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখা হয়।

৩. **সঞ্চরণশীল বিনিময় হার (Floating Exchange Rate) ঃ** কোনোরূপ প্রভাব বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়া শুধু চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হারের যে পরিবর্তন অনবরত সংঘটিত হতে থাকে তাকে সঞ্চরণশীল বিনিময় হার (Floating Exchange Rate) বলা হয়। এ পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাপূর্বক স্বাধীনভাবে পরিবর্তনীয় মুদ্রা ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই এব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়।

৪. **নিয়ন্ত্রিত সঞ্চরণশীল বিনিময় হার (Managed Floating Rate) ঃ** কিছুটা প্রভাব বিস্তারপূর্বক সঞ্চরণশীল বিনিময় হারকে (Floating Exchange Rate) যদি একটা নির্ধারিত সীমার মধ্যে উঠা-নামার সুযোগ দেয়া হয় তবে তাকে নিয়ন্ত্রিত সঞ্চরণশীল বিনিময় হার (Managed Floating Rate) বলা হয়।

৫. **বহুবিধ বিনিময় হার (Multiple Exchange Rate) ঃ** কোনো দেশের মুদ্রার একাধিক বিনিময় হার থাকলে তাকে Multiple বা বহু বিনিময় হার বলা হয়। এব্যবস্থায় সরকারীভাবে এক এক ধরণের লেন-দেনের জন্য এক এক ধরনের হার বেধে দেয়া হয়। অনুন্নত দেশসমূহে এ ধরনের বিনিময় হারের প্রচলন দেখা যায়।

www.pathagar.com

বিনিময় হার উদ্ধৃতিকরণ পদ্ধতি (Method of Quotation)

বিনিময় হারকে মূলত দু'ভাবে উদ্ধৃত করা হয়। যথা–

(ক) প্রত্যক্ষ দর বা পেন্স রেট (Direct Quotation or Pence Rate) ও

(খ) পরোক্ষ দর বা কারেন্সি রেট (Indirect Rate or Currency Rate)

প্রত্যক্ষ দর বা পেন্স রেট (Direct Quotation or Pence Rate)

এই পদ্ধতিতে প্রতি একক বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার কয়েকটি এককের বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে বিনিময় হার বৈদেশিক মুদ্রার স্থির এককের সাথে দেশীয় মুদ্রার পরিবর্তনশীল এককের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মার্কিন ১ ডলারের বিনিময় হার যদি ৫৯ টাকা হয় তবে তা প্রত্যক্ষ বা পেন্স হারের পর্যায়ভুক্ত হবে। এই পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণের সময় দেশীয় মুদ্রাকে পরিবর্তনশীল এবং বিদেশী মুদ্রাকে স্থির রাখা হয়। লন্ডন বিনিময় বাজারে এ পদ্ধতিকে পেন্স রেট বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'দামে ক্রয় এবং বেশি দামে বিক্রয়' (Buy low & sell high) নীতি গ্রহণ করা হয়।

পরোক্ষ দর বা কারেন্সি রেট (Indirect Rate or Currency Rate)

যখন দেশীয় মুদ্রার স্থির এককের সাথে বিদেশী মুদ্রার পরিবর্তনশীল এককের অর্থাৎ বাংলাদেশের ১০০ টাকার সাথে যদি মার্কিন ডলার ১.৭০-এর বিনিময় নির্ধারণ হয় তবে তা পরোক্ষ দর বা কারেন্সি রেট (Indirect Rate or Currency Rate)-এর পর্যায়ভুক্ত। এখানে বাংলাদেশী ১০০ টাকা স্থির এবং মার্কিন ডলার পরিবর্তনশীল। এই পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণের সময় দেশীয় মুদ্রাকে স্থির এবং বিদেশী মুদ্রাকে পরিবর্তনশীল রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'কম দামে বিক্রয় এবং বেশি দামে ক্রয়' (Sell low & buy high) নীতি গ্রহণ করা হয়।

অন্যান্য বিনিময় হার

Two Way Quotations ঃ মুদ্রা বিনিময়ে নিয়োজিত ব্যবসায়ীরা ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য দু' ধরনের বিনিময় হার নির্ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ তারা কম দামে ক্রয় এবং বেশি দামে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে। এ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ দর বা পেন্স রেট (Direct Quotation or Pence Rate)-এর ক্ষেত্রে দেশী মুদ্রার পরিমাণ কমানো-বাড়ানো হয় এবং পরোক্ষ দর বা কারেন্সি রেট (Indirect Rate or Currency Rate)-এর ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রার মান কমানো-বাড়ানো হয়। নিচের উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে ঃ

www.pathagar.com

উদ্ধৃতিকরণ পদ্ধতি	ক্রয়	বিক্রয়
প্রত্যক্ষ দর বা পেন্স রেট (Direct Quotation or Pence Rate)	ডলার ১ = টাকা ৫৮.৭৫	ডলার ১ = টাকা ৫৮.৮৫
পরোক্ষ দর বা কারেন্সি রেট (Indirect Rate or Currency Rate)	টাকা ১০০ = ডলার ১.৭৫	টাকা ১০০ = ডলার ১.৬৫

প্রত্যক্ষ দর বা পেন্স রেট (Direct Quotation or Pence Rate)-এর ক্ষেত্রে কেনা-বেচার সাধারণ নীতি হচ্ছে কম দামে কেনা এবং বেশি দামে বেচা এবং Indirect Quotation-এর ক্ষেত্রে বেশি দামে কেনা এবং কম দামে বেচা।

নগদ হার (Spot Rate)

এটা এমন একটি বিনিময় হার যা তাৎক্ষণিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ মুদ্রার তাৎক্ষণিক সরবরাহের বিপরীতে যে হারে ক্রয়-বিক্রয় হয় তা নগদ হার বা Spot Rate। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সাধারণত দু'দিন পর আদান-প্রদান হয় এমন সময়কেও তাৎক্ষণিক হিসাবে ধরা হয়।

অগ্রিম হার (Forward Rate)

এটা এমন একটি হার যার লেন-দেন কোনো ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোনো দিনে অথবা দিনসমূহে অথবা ভবিষ্যত নির্ধারিত কোনো সময়ের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী সংঘটিত হয়। অগ্রিম হার সাধারণত তাৎক্ষণিক হারের উপর ভিত্তি করে প্রিমিয়াম অথবা বাট্টারূপে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ নগদ হারের সাথে প্রিমিয়াম যোগ করে অথবা বাট্টা বিয়োগ করে অগ্রিম হার বের করা হয়। নগদ ও অগ্রিম হারের পার্থক্যকে অগ্রিম মার্জিন বলা হয়। মার্জিন প্রিমিয়াম অথবা বাট্টা উভয়ই হতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অগ্রিম হার সাধারণত নগদ হারের মার্জিন হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন- নগদ হার ১ ডলার এবং প্রিমিয়াম ০.২০/০.৩০ অর্থাৎ অগ্রিম হার ১.২০-১.৩০ ডলার। আবার ০.৩০/০.২০ বাট্টায় অগ্রিম হার হবে ০.৭০-০.৮০ ডলার।

আড়াআড়ি হার (Cross Rate)

যখন কোনো দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার থেকে অন্য দু'টি দেশের একটির সাথে অন্যটির বিনিময় হার নিরূপণ করা হয় তাকে Cross Rate বলা হয়।

www.pathagar.com

লেন-দেনের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহৃত বিনিময় হারসমূহ

বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারে বিভিন্ন লেন-দেনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিনিময় হারের প্রচলন আছে। সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রয় ও বিক্রয় হারের উপর ভিত্তি করে বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদিত ব্যবসায়ীরা তাদের স্ব-স্ব বিনিময় হার নির্ধারণ করে থাকে। মূলত টিটি হারকে ভিত্তি হিসাবে ধরে তার উপর অনুমোদিত ব্যবসায়ীরা তাদের বিভিন্ন খরচাদি এবং মুনাফা বিবেচনাপূর্বক বিভিন্ন ধরনের লেন-দেনের জন্য মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে থাকে।

অনুমোদিত ব্যবসায়ীরা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী সাধারণত সে সকল হারের উল্লেখ করে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

বিক্রয় হারসমূহ	বিক্রয় হারসমূহ
(১) টিটি এবং ওডি (TT & OD) (২) বিসি (BC)	(১) টিটি ক্লিন (T.T. Clean) (২) টিটি ডকুমেন্টারি (T.T. Documentary) (৩) ওডি (সাইট) (OD- Sight) (৪) ওডি ট্রান্সফার (OD Transfer) (৫) মেয়াদী রপ্তানী বিল (Usance Export Bills)

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হারসমূহ

টিটি এন্ড ওডি হার {TT (Telegraphic Transfer) Rate}- আমদানী ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণের জন্য **টিটি এন্ড ওডি** হার {TT (Telegraphic Transfer) Rate} প্রয়োগ করা হয়।

বিসি {BC (Bills for Collection) Rate}- আমদানীর বিপরীতে অর্থ প্রেরণের জন্য বিসি {BC (Bills for Collection) Rate} প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। টিটি এন্ড ওডি রেটের সাথে আমদানী দলিলাদি প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্য খরচাদি বিবেচনায় এনে বিসি হার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। স্বভাবতই টিটি এন্ড ওডি রেটের তুলনায় বিসি রেট বেশি হয়।

ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হারসমূহ

টিটি হার {Telegraphic Transfer (TT) Rate}- বিদেশী কোনো ব্যাংক তার করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংককে অথবা দেশী কোনো ব্যাংক তার বিদেশী করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের জন্য টেলিগ্রাফ, টেলেক্স, ফ্যাক্স বা এ জাতীয় অন্য কোনো মাধ্যমে যে নির্দেশ প্রদান করে তাকে টিটি {Telegraphic Transfer (TT)} বলা হয়। টিটি-এর অর্থ ক্রয়ের সময় যে হার দেয়া হয় তা টিটি ক্রয় হার। টিটি হার ক্লিন এবং ডকুমেন্টারী দু'ধরনের হতে পারে।

www.pathagar.com

টিটি ক্লিন রেট- কোনো শর্ত আরোপ ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে স্থানীয় মুদ্রা পরিশোধের শর্তে দলিলবিহীন কোনো বার্তার বিপরীতে যে হার দেয়া হয় তা টিটি ক্লিন রেট।

টিটি ডকুমেন্টারি রেট- এটা এমন একটি হার যা নির্দিষ্ট কিছু দলিলাদি যেমন ড্রাফ্ট, এমটি ইত্যাদি উপস্থাপনের পর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে দলিলাদি পরীক্ষা ও প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজন হয় সে জন্য টিটি ক্লিন রেট থেকে হ্যান্ডেলিং ও অন্যান্য খরচ বিবেচনায় রেখে এই হার নির্ধারণ করা হয়। তাই টিটি ক্লিন রেটের তুলনায় টিটি ডকুমেন্টারি রেট কম হয়।

ওডি (On Demand) সাইট রপ্তানী বিল- রপ্তানী বিল ক্রয় অথবা নেগোসিয়েসনের ক্ষেত্রে এই হার প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু রপ্তানীকারককে বিলের মূল্য পরিশোধের পর থেকে কিছুটা সময়ের ব্যবধানে বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধিত হয়। এজন্য উক্ত সময়সহ অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে এই হার নির্ধারণ করা হয়। এই হার টিটি রেটের তুলনায় কম হয়।

ওডি ট্রান্সফার- এই হার ব্যক্তিগত চেক, ড্রাফট ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

লং রেট (Long Rate) বা মেয়াদী রপ্তানী বিল হার- মেয়াদী বিল ক্রয় ও নেগোসিয়েসনের ক্ষেত্রে এই হার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । নেগোসিয়েটিং ব্যাংক মেয়াদী রপ্তানী বিলের মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করে কিন্তু বিলের মেয়াদ শেষান্তে উহার মূল্য পেয়ে থাকে। এজন্য বিলের মেয়াদকে বিবেচনায় রেখে এ হার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ওডি হারের তুলনায় এ হার কম হয়।

Tel Quel Rate- যখন কোনো মেয়াদী বিলের মেয়াদ আংশিক অতিক্রান্ত হওয়ার পর ক্রয়ের সময় যে হার প্রয়োগ করা হয় তা Tel Quel Rate। এই হার সম্পূর্ণ মেয়াদী হারের চেয়ে বেশি থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে আগাম চুক্তি (Forward Booking/Contract)

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনুমোদিত পক্ষগণের মধ্যে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত যে আগাম চুক্তি সম্পাদিত হয় তা ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট নামে পরিচিত। এই চুক্তি এডি ব্যাংকের সাথে আমদানীকারক অথবা রপ্তানীকারকের হতে পারে। এমনকি তা দু'টি এডি ব্যাংকের মধ্যেও হতে পারে ।

সাধারণত আমদানী ও রপ্তানী উভয় ক্ষেত্রেই চুক্তি সম্পাদনের কিছুদিন পর পণ্যের আদান-প্রদান এবং তৎপর মূল্যের লেন-দেন সংঘটিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

আমদানী-রপ্তানী বৈদেশিক মুদ্রার লেন-দেনের সাথে সম্পৃক্ত এবং এর বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিনিময় হারের হ্রাসের জন্য রপ্তানীকারক এবং বৃদ্ধির জন্য আমদানীকারক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য পক্ষগণ চুক্তি সম্পাদনের সময় অথবা তৎপরবর্তী কোনো সময়ে বিদ্যমান হারে সংশ্লিষ্ট লেন-দেনের সাথে সম্পৃক্ত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিশ্চিত করে আগাম চুক্তি করে থাকে। এ ধরনের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থাই হচ্ছে ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট ।

শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা এবং ফরওয়ার্ড বুকিং বা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট ঃ

Trading in Currencies :

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions-এর Shari'a Standards (2002)-এ বলা হয়েছে,

It is permissible to trade in currencies provided that it is done in compliance with the following Shari'a rules and precepts:

(a) Both parties must take possession of the counter values before dispersing, such possession being either actual or constructive.

(b) The counter values of the same currency must be of equal amount even if one of them is in paper money and the other is in coin of the same country, like a note of one pound for a coin of one pound.

(c) The contract shall not contain any conditional option or deferment clause regarding the delivery of one or both counter values.

(d) The dealing in currencies shall not aim at establishing a monopoly position nor should it entail any evil consequences to the interest of individuals or societies.

(e) Currency transactions shall not be carried out on the forward or futures market.

ফরওয়ার্ড বুকিং বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছেন।

International Institute of Islamic Economics (IIIE'S) Blue Print of Islamic Financial System-এ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

Forward trading of foreign exchange does not constitute a violation of the Ahkam on Riba if the exchange is carried out at the rate fixed at the time of initiating the transaction such that obligation of the would be indebted party/parties are precisely determined and do not change later on.

www.pathagar.com

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions এর Shari'a Standards (2002)-এ বলা হয়েছে ঃ

It is prohibited to enter into forward currency contracts. This rule applies whether such contracts are effected through the exchange of deferred transfers of debt or through the execution of a deferred contract in which the concurrent possession of both of the counter values by both parties does not take place.

It is also prohibited to deal in the forward currency market even if the purpose is hedging to avoid a loss of profit on a particular transaction effected in a currency whose value is expected to decline.

It is permissible for the institution to hedge against the future devaluation of the currency by recourse to the following:

(a) To execute back to back interest free loans using different currencies without receiving or giving any extra benefit, provided these two loans are not contractually connected to each other.

(b) Where the exposure is in respect of an account payable, to sell goods on credit or by Murabaha in the currency of the exposure.

ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট মূলত বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া আর কিছু নয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের ওয়াদা শরীয়তে বৈধ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চুক্তিটি বাধ্যতামূলক কি-না। মুরাবাহার ক্ষেত্রে ওয়াদ বিল বাই নিয়ে অনুরূপ বিতর্ক রয়েছে। সেখানে ইবনে শুব্রমা (র)-এর মত গ্রহণ করে ফকীহগণ ওয়াদা বাধ্যতামূলক করাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। Forward Contract-এর ক্ষেত্রে একই নীতি প্রয়োগ করা হলে তা বৈধ বিবেচনা করা যায়। এ বৈধতা শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যখন Forward Contract'টি সাধারণ নিয়মে সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে L/C-এর পেমেন্ট করা গেলে Forward Contract'টি সঠিকভাবে পরিপালিত হয় এবং পেমেন্ট-এর তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার দাম যা-ই থাকুক না কেন, তাতে চুক্তিতে উল্লেখিত দামের কোনো হেরফের হয় না। কিন্তু কোনো কারণে যদি L/C বতিল করতে হয় কিংবা নতুন চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হয় তাহলে চুক্তিতে উল্লিখিত দাম অনুযায়ী Forward Contract'টি সমন্বয় না করে বরং ভিন্ন নিয়মে সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ যদি Forward Booking কোনো কারণে বাতিল হয়ে যায় এবং Exchange Rate আমদানীকারকের প্রতিকূলে যায় তাহলে তাকে অতিরিক্ত চার্জ বহন করতে হয়। কিন্তু Rate তার অনুকূলে গেলে সে বিনিময় হার পরিবর্তন থেকে কোনো সুযোগ (Exchange Gain) পায় না।

www.pathagar.com

প্রকৃত পক্ষে ওয়াদা বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি শরীয়াহ্‌র সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কারণ, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আগাম চুক্তি যদি বাধ্যতামূলক ধরা হয় তাহলে তো কার্যত সেটা আর ওয়াদা থাকে না বরং ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে বলে ধরা যায়। আর এ ব্যাপারে সকল ফকীহগণ একমত যে, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে On the Spot লেন-দেন সম্পন্ন হতে হবে।

আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতি ঃ

আমাদের বাংলাদেশের মুদ্রা দুর্বল হওয়ায় এর অবমূল্যায়নের সম্ভাবনা বেশি এবং এ কারণে এখানে বৈদেশিক মুদ্রার দাম খুব বেশি ওঠানামা করে । সকল দেশে এরূপ অবস্থা নেই। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে শুধু মালয়েশিয়ায় Forward Booking করা হয়।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের বিশেষ অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিজ্ঞ শরীয়াহ্‌ কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত মতামতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১. চুক্তিটি সাধারণ নিয়মে সমাপ্ত হলে সে ক্ষেত্রে উক্ত খাত থেকে প্রাপ্ত আয় সন্দেহমুক্ত হবে।

২. চুক্তিটি বাতিলকরণ কিংবা নতুন চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হলে উক্ত খাত থেকে আয় সন্দেহযুক্ত আয় বলে বিবেচিত হবে।

তবে এবিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ বিষয়ে একটি ঐকমত্যে আসতে পারবেন।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক বিষয়সমূহ

আমদানী (Imports)

আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে পণ্যদ্রব্যের আমদানী নিম্নলিখিত আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে:

(ক) আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০ (Import and Export (Control) Act, 1950).

(খ) Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E) কর্তৃক জারিকৃত Import Policy Orders এবং Public Notice.

আমদানীকারকদের নিবন্ধীকরণ

Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981-এর বিধান অনুযায়ী Chief Controller of Imports and Exports কর্তৃক নিবন্ধিত

www.pathagar.com

না হলে অথবা উক্ত আদেশের বিধান থেকে অব্যাহতি না পেলে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে কোনো পণ্য সামগ্রী আমদানী করতে পারে না। অতএব, ঋণপত্র খোলার আগে ব্যাংকের অনুমোদিত শাখাকে CCI&E থেকে আমদানীকারকের নিবন্ধন অথবা অব্যাহতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়।

LC Authorisation Form (LCAF)

বাংলাদেশে পণ্য আমদানীর জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকের অনুমোদিত শাখাসমূহ আমদানী নীতি আদেশ (Import Policy Order) অনুযায়ী 'LC Authorisation Forms' (LCAFs) ইস্যু করে থাকে। তবে মন্ত্রণালয় বা সরকারী কোনো বিভাগ কর্তৃক আমদানীর জন্য কোনো LCAFs বা Import Permits বা Clearance Permits-এর দরকার হয় না। LCAFs পাঁচ ফর্দে ইস্যু করা হয়।

যদি কোনো LCAF-এর প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ক্রয় করার প্রয়োজন হয় তবে ঐ LCAF'টি সংশ্লিষ্ট এলাকার CCI&E কার্যালয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধন ইউনিট থেকে নিবন্ধিত করে নিতে হয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট LCAF'টি যথাযথভাবে পূরণসহ আমদানীকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ব্যাংকের অনুমোদিত শাখার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হয় এবং তা উক্ত অনুমোদিত শাখা কর্তৃক নিবন্ধন ইউনিটে জমা দিতে হয়।

নিবন্ধন ইউনিট কর্তৃক LCAF-এর প্রতিটি ফর্দে একটি নিবন্ধন নম্বর এবং একটি নিরাপত্তা সিল-মোহরের ছাপ দেয়া হয়। নিবন্ধনের পর অনুমোদিত শাখার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির কাছে LCAF মূল এবং দ্বিতীয় কপি সরবরাহ করা হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ কপি CCI&E-এর সংশ্লিষ্ট এরিয়া অফিসে পাঠানো হয় এবং পঞ্চম কপি রেজিস্ট্রেশন ইউনিটে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। যদি রেজিস্ট্রেশন-এর প্রয়োজন না হয় তবে এর তৃতীয় ও চতুর্থ কপি অনুমোদিত শাখা কর্তৃক CCI&E-এর সংশ্লিষ্ট এরিয়া অফিসে পাঠানো হয় এবং অন্যান্য কপিসমূহ অনুমোদিত শাখা রেখে দেয়। যদি কোনো আমদানীর অর্থায়নের উৎস বৈদেশিক প্রকল্প ঋণ, অনুদান ইত্যাদি হয়ে থাকে এবং ঐ অর্থ ব্যবহারের জন্য কোনো নির্ধারিত ব্যাংক থাকে তবে সত্যায়িত LCA ফরমসমূহ আমদানীকারকের মনোনীত অনুমোদিত শাখা কর্তৃক অর্থ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ব্যাংকে প্রেরণ করা হয় এবং অবশেষে তৃতীয় ও চতুর্থ কপি ঐ ব্যাংক কর্তৃক CCI&E-এর সংশ্লিষ্ট এরিয়া অফিসে পাঠানো হয়।

কখনও অপূরণকৃত ফরম আমদানীকারককে দেয়া হয় না। অনুমোদিত শাখার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার সামনে আমদানীকারককে LCA ফরমসমূহে স্বাক্ষর করতে হয় এবং উক্ত কর্মকর্তা তার স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক আমদানীকারকের স্বাক্ষর

www.pathagar.com

এবং IPO অনুযায়ী আমদানীকারকের Import entitlement সত্যায়ন করতে হয়। ঋণপত্র খোলার পূর্বে অনুমোদিত শাখাকে তাদের কাছে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিস্ট্রেশন ইউনিটের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরের সাথে ফরমের উপর প্রদত্ত স্বাক্ষর সঠিক কি-না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য মিলিয়ে দেখতে হয়।

অর্থ প্রেরণের জন্য LCAF ইস্যু/নিবন্ধনের মাস থেকে এক বৎসর পর্যন্ত বৈধ থাকে। কিন্তু LCAF-এর এ মেয়াদ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও এর খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য ১৮ মাস। মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনঃবৈধকরণ ছাড়া ঐ LCAF-এর বিপরীতে কোনো অর্থ প্রেরণ করা যায় না, তবে বিদেশে কর্মরত কোনো বাংলাদেশী নাগরিকের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল থেকে পুনঃবৈধকরণ ছাড়া অর্থ প্রেরণ করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি নির্ভূল এবং সুস্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট IMP ফরম এবং অন্যান্য তফসিলে (Schedule) লিপিবদ্ধ করতে হয়। LCAF-এর ধারক যে এলাকায় বাস করে ঐ এলাকায় অবস্থিত কোনো অনুমোদিত শাখার মাধ্যমে ঋণপত্র খুলতে হয় এবং অর্থ প্রেরণ করতে হয়। কোনো বিশেষ ব্যবস্থা অথবা চুক্তির (Grants, Loans, Barters etc.) ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিশেষ নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হয়। আমদানী পণ্যের সঠিক ITC নম্বর (HS Codes) LCAF এবং ঋণপত্রে উল্লেখ করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনোরকম ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ জরিমানা আরোপ করতে পারে।

ঋণপত্র খোলার সময় LCAF-এর Exchange Control Copy-এর পিছনে ঋণপত্রের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে অনুমোদিত শাখার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিল ও স্বাক্ষর দিতে হয়। BC Selling Rate (spot) অথবা Forward Exchange-এর আওতায় হলে প্রকৃত Forward রেট প্রয়োগ করে ঋণপত্রের সমতুল্য টাকা LCAF-এ লিপিবদ্ধ করতে হয়।

LCAF-এর Exchange Control কপিতে সংশ্লিষ্ট আইএমপি ফরমের নম্বরসহ প্রেরিত অর্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়। আমদানীকারককে আমদানী দলিলপত্র হস্তান্তরের পূর্বে যে পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট চালানে অনুমোদিত শাখা কর্তৃক অংকে এবং কথায় লিপিবদ্ধ করে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সিলসহ স্বাক্ষরিত হতে হয়। যদি দলিলপত্র স্বীকৃতির বিপরীতে হস্তান্তরিত হয় সে ক্ষেত্রে স্বীকৃত অর্থের পরিমাণ চালানে সত্যায়ন করতে হয়।

সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অব্যবহৃত ঋণপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে অথবা কোনো বৈদেশিক মুদ্রার বিক্রয় রদ বা রহিত করা হলে এলসিএফ-এর উল্টা পিঠের অনুমোদন যথাযথ মন্তব্যসহ অনুমোদিত শাখা কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষরপূর্বক রদ

www.pathagar.com

করতে হয়। যদি ভুলবশত সংশ্লিষ্ট এলসিএএফ ছাড়া অন্য কোনো এলসিএএফ-এ অনুমোদন করা হয় তবে অনুমোদনকারী শাখা তা একই সময়ে সঠিক এলসিএএফ-এ স্থানান্তরপূর্বক পূর্বের ফরমে অনুমোদন বাতিল করতে পারে।

কোনো এলসিএএফ-এর বিপরীতে বিক্রিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ঐ এলসিএএফ-এ উল্লিখিত পরিমাণের বেশি হতে পারে না। ফরেন করেস্পনডেন্টস্-এর স্বাভাবিক ব্যাংক চার্জ পরিশোধ ব্যতীত এলসিএএফ-এর মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ প্রেরণ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়া অনুমোদনযোগ্য নয়।

এলসিএএফ সাধারণত সিএন্ডএফ মূল্যের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই পণ্যের এফওবি মূল্য হিসাবে এলসিএএফ-এর সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করা যায় না। যে সকল আমদানী এফওবি-এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে তার জন্য পরিশোধিত পরিবহন ভাড়া সংশ্লিষ্ট এলসিএএফ-এর মূল্য থেকে সমন্বয় করতে হয়। অনুমোদিত শাখা আমদানীকারককে এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করে যে, ভাড়া এবং অন্যান্য চার্জ সংশ্লিষ্ট এলসিএএফ-এ অনুমোদন/লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা জাহাজ কোম্পানীকে ভাড়া পরিশোধের সময় প্রর্দশন করা জরুরি। যদি কখনও এফওবি মূল্য ও ভাড়া মূল্য (টাকার পরিমাণ) এলসিএএফ-এর মূল্যের বেশি হয় তবে তা সাক্ষ্য দলিলাদি/প্রমাণসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হয়। যদি সংশ্লিষ্ট এলসিএএফ-এর এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল কপি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির নামে ইস্যু করা হয়ে থাকে তবে অনুমোদিত শাখা ঐ এলসিএএফ-এর বিপরীতে আবেদনকারীর পক্ষে কোনো ঋণপত্র খুলতে বা কোনোরূপ অর্থ প্রেরণ করতে পারে না। এ ধরনের কোনো আবেদন অনুমোদিত শাখাকে এলসিএএফ-এর স্থানীয় কার্যালয়ে পেশ করতে হয়।

এলসিএএফ এবং বিনিময় বিলে আমদানীকারকের নামের কোনো অমিল দেখা দিলে অনুমোদিত শাখায় ঐ বিলের মূল্য পরিশোধ করা উচিত নয়।

যখন কোনো পণ্যের আমদানী DP অথবা DA অথবা এমনকি ঋণপত্রের বিপরীতে হয় এবং যদি মূল আদিষ্ট কর্তৃক বিলটি অমর্যাদাকৃত হয় এবং তখন রপ্তানীকারক বা তার স্থানীয় প্রতিনিধি যদি অন্য কোনো ক্রেতা পায় তবে অনুমোদিত শাখা আবেদকারীর বৈধ এলসিএএফ-এর বিপরীতে অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে–এ মর্মে একটি সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতীত ঐ অর্থ প্রেরণ করতে পারে।

যখন কোনো এলসিএএফ-এর মূল্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে যায় অথবা কোনো এলসিএএফ-এর সম্পূর্ণ মূল্য অব্যবহৃত অবস্থায় মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন

www.pathagar.com

আমদানীকারক কর্তৃক জমাকৃত ঐ ফরমের এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল কপিটি অনুমোদিত শাখা কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হয়।

যদি এলসিএএফ-এর এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল কপি প্রদর্শিত না হয় এমনকি যদি মালামাল শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট থেকেও ছাড় করানোও হয়ে থাকে তা হলে অনুমোদিত শাখা ঐ আমদানীর বিপরীতে কোনোরূপ অর্থ প্রেরণ করতে পারে না। কোনো অননুমোদিত পন্থায় আমদানীকৃত মালামাল সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারে। এ ধরনের কোনো আমদানীর বিপরীতে অর্থ প্রেরণের জন্য বিল অব এন্ট্রির এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল কপি সংশ্লিষ্ট জরিমানা আদেশ এবং বৈধ অনুমোদন ছাড়া আমদানীর ব্যাখ্যাসম্বলিত আবেদনপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতির জন্য পেশ করতে হয়।

ঋণপত্র এবং আমদানীর বিপরীতে অর্থ প্রেরণ

কোনো অনাবাসিক হিসাবে টাকা পরিশোধ অথবা বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ সাপেক্ষে বাংলাদেশে পণ্য আমদানীর জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী পরিপালন ব্যতীত কোনো অনুমোদিত ব্যাংকের শাখা কোনো ঋণপত্র ইস্যু, এ্যাডভাইস, নোটিফাই বা কনফার্ম করতে, কোনো ক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান, জামিন বা অনুরূপ কোনো অঙ্গীকার করতে পারে না ঃ

ক) শুধু নির্দিষ্ট অথরাইজেশনের বিপরীতে ব্যাংকের নিজস্ব গ্রাহকের পক্ষে ঋণপত্র খোলা যাবে।

খ) শাখায় গ্রাহকের হিসাব থাকতে হবে এবং ব্যবসায়ের পরিচিতি থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট বিলের অর্থ গ্রাহকের হিসাব ডেবিট করে অথবা আদিষ্টের অন্য ব্যাংকের রেখাঙ্কিত চেকের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

আমদানী নীতি আদেশ দ্বারা অনুমোদিত আমদানীকারকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানী দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তাদি কার্যকর হয় না।

সকল ঋণপত্র এবং অনুরূপ অঙ্গীকারসমূহ দলিলসম্বলিত হতে হবে। বিলের মূল্য পরিশোধের জন্য অবশ্যই নিম্নোক্ত দলিলাদির সম্পূর্ণ সেট থাকতে হবে যাতে বাংলাদেশের কোনো গন্তব্যে পণ্য প্রেরণের প্রমাণ থাকবে।

(ক) On Board (Shipped) Bills of Lading অথবা Air Consignment Notes অথবা Railway Receipts অথবা Post Parcel Receipts.

(খ) স্বাক্ষরিত চালান

(গ) Certificates of Origin

(ঘ) যদি অন্য কোনো দলিলাদি জমাদানের আবশ্যকতা থাকে।

www.pathagar.com

দলিলবিহীন (Clean) অথবা ঘূর্ণায়মান (revolving) ঋণপত্র খোলা অথবা মোড়ক ঋণ (Packing Credits) প্রদান অনুমোদনযোগ্য নয়। এ ধরনের ঋণপত্র খোলার আবেদন বিস্তারিত বিবরণসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করতে হয়। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত ব্যতীত নগদ এলসিএএফ-এর বিপরীতে বন্টনযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্র খোলা যায়। ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনস্ এবং ইম্পোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশনস্-এর পরিপন্থী না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে ঋণপত্র সংশোধন করা যায়।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো দেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে ঐ দেশের কোনো বেনিফিসিয়ারীর অনুকূলে ঋণপত্র খোলা যায় না। চলতি আমদানী নীতি আদেশের সময়সীমা (যদি নির্ধারিত থাকে) এর মধ্যে বৈধ এলসিএএফ-এর বিপরীতে ঋণপত্র খুলতে হয়। মালামাল আমদানীর অখণ্ডনীয় আদেশ ও স্বীকৃতির দলিলসম্বলিত প্রমাণ সাপেক্ষে অনুমোদিত শাখা কর্তৃক ঋণপত্র খোলা হয়ে থাকে। আমদানী পণ্যের একক মূল্যসহ পূর্ণ বিবরণ ঋণপত্রে উল্লেখ থাকতে হয়।

যদি রপ্তানীকারকের প্রোফরমা ইনভয়েস-এর বিপরীতে ঋণপত্র খোলা হয় তবে ঋণপত্রের মূল্য ২ (দুই) লাখ টাকার বেশি হলে অথবা যদি রপ্তানীকারকের স্থানীয় প্রতিনিধির ইন্ডেন্টের বিপরীতে ঋণপত্র খোলা হয় তবে ঋণপত্রের মূল্য ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার বেশি হলে অনুমোদিত শাখাকে নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণ করতে হয় ঃ

ক) বিদেশে অবস্থিত ব্যাংকের শাখা অথবা করেসপন্ডেন্টস্-এর মাধ্যমে রপ্তানীকারকের গোপনীয় মতামত নিতে হয়। অথবা

খ) ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট এজেন্সি কর্তৃক ইস্যুকৃত কোনো স্ট্যান্ডার্ড বইয়ের রেফারেন্স থেকে অনুমোদিত শাখাকে রপ্তানীকারক সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে হয়।

এ ধরনের রিপোর্ট অনুমোদিত শাখাকেই সংগ্রহ করতে হবে। আমদানীকারক কর্তৃক সংগৃহীত রিপোর্টের ভিত্তিতে ঋণপত্র খোলা যাবে না। অনুমোদিত শাখা নিজেদের স্বার্থে উক্ত সিলিং-এর কম পরিমাণ ঋণপত্রের জন্যও বেনিফিসিয়ারীর গোপনীয় মতামত সংগ্রহ করতে পারে।

পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন অথবা আমদানীর জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত দেশ ব্যতীত অন্য যে কোনো দেশে অর্থ পরিশোধের শর্তে ঋণপত্র খোলা যায়। সহজে রূপান্তরযোগ্য কোনো বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা পণ্যের উৎপাদনকারী/জাহাজীকরণের দেশীয় মুদ্রার অথবা বেনিফিসিয়ারীর দেশীয় মুদ্রায় অথবা বিদেশে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনাবাসিক টাকা হিসাবে পরিশোধের শর্তে ঋণপত্র খোলা যায়। কোনো বিশেষ চুক্তির অধীনে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ ঐ চুক্তির নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী করতে হয়।

www.pathagar.com

এডি শাখা কর্তৃক আমদানী দলিলপত্র প্রাপ্তি এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেন-দেন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যামান অন্যান্য নির্দেশ পরিপালন সাপেক্ষে এডি বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে বাংলাদেশে আমদানীর বিপরীতে অর্থ প্রেরণের অনুমোদন দিতে পারে। ডাক মারফত আমদানীর ক্ষেত্রে যদি মোড়কটি সরাসরি এডি বরাবরে প্রেরিত হয় তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতীত এডি তার বিপরীতে অর্থ প্রেরণ করতে পারে। যদি মোড়কটি এডি-এর প্রযত্নে কোনো ব্যক্তি অথবা সরাসরি কোনো ব্যক্তি বরাবরে প্রেরিত হয় তবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি নিয়ে তার বিপরীতে অর্থ প্রেরণ করতে হয়।

সংশ্লিষ্ট এলসিএএফ, বিল অব এন্ট্রি-এর এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল কপি অথবা ডাকের মাধ্যমে আমদানীর ক্ষেত্রে কাস্টমস্ সার্টিফাইড চালান এবং সংশ্লিষ্ট চালানসমূহের ভিত্তিতে পণ্যদ্রব্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড় করানো হয়ে থাকলে অনুমোদিত শাখা ত্রুটিপূর্ণ দলিল/আমদানীকারক কর্তৃক সরাসরি গৃহীত দলিলাদির মূল্য প্রেরণ করতে পারে।

কোনো বিশেষ ধরনের অথবা মূলধন জাতীয় পণ্যের আমদানী মূল্য অগ্রিম পরিশোধের অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিবেচিত হয়ে থাকে।

এ ধরনের আবেদন নিম্নোক্ত দলিলাদিসহ আইএমপি ফরমে বাংলাদেশ ব্যাংকে পেশ করতে হয় ঃ

ক) সংশ্লিষ্ট এলসিএএফ-এর এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল কপি

খ) আমদানীকারক ও বিদেশী উৎপাদনকারী অথবা সরবরাহকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির মূলকপি ও একটি অতিরিক্ত কপি।

গ) নির্ধারিত ফরমে একটি অঙ্গীকারনামা।

আমদানী পণ্যের মোট সিএন্ডএফ মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অগ্রিম পরিশোধের জন্য আবেদন করা হলে তা সাধারণত বিবেচিত হয় না।

বই, সাময়িকী এবং জীবনরক্ষাকারী ঔষধ আমদানীর চালানের বিপরীতে অনুমোদিত শাখা সরবারহকারীর অনুকূলে ইউএস ডলার ২৫০০ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতীত অগ্রিম পরিশোধ করতে পারে। যদি যথাসময়ে এ ধরনের অগ্রিম পরিশোধের বিপরীতে মালামাল বাংলাদেশে না আসে তবে তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হয়।

বাংলাদেশে আমদানীর বিপরীতে সকল প্রকার অর্থ প্রদানের আবেদন আইএমপি ফরমের মাধ্যমে করতে হয়। আমদানীকারক অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক আইএমপি ফরম দুই ফর্দে দাখিল করতে হয়। যে ক্ষেত্রে অনুমোদিত শাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে অর্থ প্রেরণের অনুমোদন দানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সে ক্ষেত্রে অনুমোদিত শাখা এই উদ্দেশ্যে আইএমপি ফরমের পিছনে নির্ধারিত স্থানে

www.pathagar.com

অনুমোদন করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় দলিলাদিসহ আইএমপি ফরমটি অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়।

কোনো সরকারী বিভাগ বা দপ্তরের নামে আমদানীর জন্য ঋণপত্র খোলা হলে তার বিপরীতে অর্থ প্রেরণের জন্য আইএমপি ফরমের উপর স্পষ্ট করে ইংরেজি 'G' বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়। যদি সরকারী হিসাব চিহ্নিত এলসিএএফ কোনো ব্যক্তির বরাবরে ইস্যু করা হয় তবে তদ্‌সংশ্লিষ্ট আইএমপি ফরমটিও অনুরূপভাবে স্পষ্ট 'G' বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়।

বাংলাদেশে আমদানীর বিপরীতে সব ধরনের অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণের ৪ (চার) মাসের মধ্যে আমদানীকারককে সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রির এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল কপি দাখিল করতে হয়। ডাকযোগে আমদানীর ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রির পরিবর্তে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত চালান দাখিল করতে হয়। যদি ডাকযোগে আমদানীর মূল্য পাউন্ড অথবা সমপরিমাণ অন্য কোনো বৈদেশিক মুদ্রায় হয় তবে শুল্ক কর্তৃপক্ষ চালান সত্যায়নের পরিবর্তে একটি সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সত্যায়িত চালানের পরিবর্তে সার্টিফিকেট দাখিল করতে হয়।

বিলম্বে জাহাজ পৌঁছা, বাংলাদেশের বন্দরে ইতোমধ্যে আগত মালামাল ছাড়করণের জটিলতা ইত্যাদি অনিবার্য কারণে নির্ধারিত ৪ (চার) মাস সময় বর্ধিতকরণের আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিবেচিত হয়ে থাকে।

অনুমোদিত শাখা তাদের দ্বারা যথাসময়ে সত্যায়িত চালানের দুই কপি সংগ্রহ করে থাকে। প্রেরিত অর্থের বিবরণাদি আইএমপি ফরমে লিপিবদ্ধ করার পর সত্যায়িত চালানসহ আইএমপি ফরমের মূল কপি মাসিক প্রতিবেদনের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়।

আইএমপি ফরমের দ্বিতীয় কপি অনুমোদিত শাখা কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। যে সব পণ্যের বিপরীতে অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে তা বাংলাদেশে গৃহীত হয়েছে কি-না দেখার জন্য সংরক্ষিত আইএমপি ফরম ও পূর্বাহ্নে দাখিলকৃত চালানের সাথে পরবর্তীতে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রি/শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত চালানের সাথে মিল করে দেখতে হয়। যদি কোনো উল্লেখযোগ্য ত্রুটি পরিলক্ষিত না হয় তবে ফাইলটি বন্ধ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং ভবিষ্যতে ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ দল কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য আইএমপি ফরম, চালান, কাস্টম বিল অব এন্ট্রি, কাস্টম সার্টিফায়েড ইনভয়েস ইত্যাদিসহ সংরক্ষণ করতে হয়।

যে মালামালের জন্য অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে এবং কাস্টম বিল অব এন্ট্রি/কাস্টম সার্টিফায়েড ইনভয়েস অনুযায়ী প্রকৃত পক্ষে যে মালামাল পাওয়া গেছে তার

www.pathagar.com

মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অথবা অর্থ প্রেরণের তারিখ থেকে নির্ধারিত ৪ (চার) মাসের মধ্যে কাস্টম বিল অব এন্ট্রি/কাস্টম সার্টিফায়েড ইনভয়েস দাখিল না হলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় অফিসে নির্ধারিত ফরমে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট করতে হয়। অনুমোদিত শাখাকে এ জন্য আমদানীকারকের সাথে যোগাযোগ রেখে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হয়।

যদি কোনো কারণে সম্পূর্ণ মালামাল খোয়া যেয়ে থাকে তবে খোয়া যাওয়ার পূর্ণ বিবরণ এবং বীমা দাবি কিভাবে আদায় হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক আইএমপি ফরমের দ্বিতীয় কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাতে হয়। যদি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে প্রকৃত পরিমাণ মালামাল খালাসের কাস্টম বিল অব এন্ট্রির এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল কপি ক্ষয়-ক্ষতির পূর্ণ বিবরণসহ বীমা দাবি কিভাবে আদায় হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক দাখিল করতে হয়।

পূর্বজাহাজিকরণ পরিদর্শনের জন্য অর্থ প্রেরণ টিএম ফরমের মাধ্যমে করতে হয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বিলম্বে পরিশোধের ভিত্তিতে (DA) ঋণপত্র খোলা যায় ঃ

ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানী
খ) শিল্পের কাঁচামাল আমদানী
গ) ভাঙ্গার জন্য জাহাজ আমদানী
ঘ) কৃষি সরঞ্জাম ও রাসায়নিক সার
ঙ) জীবন রক্ষাকারী ঔষধ।

এ ধরনের বিলম্বে পরিশোধের ভিত্তিতে আমদানীর মূল্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে এবং বিলম্বিত সময়ের সুদের হার LIBOR হারের বেশি হবে না অথবা সরবরাহকারীর দেশের বিদ্যমান হারের বেশি হবে না। তবে বিলম্বে পরিশোধের ভিত্তিতে আমদানীর ক্ষেত্রে সুদের সম্পৃক্ততা ইসলামী শরীয়াহ্ নীতির পরিপন্থী।

ব্যাক টু ব্যাক এলসি

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত আভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন সাপেক্ষে বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতিতে পরিচালিত রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিট কর্তৃক গৃহীত রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে মালামাল আমদানীর জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা যায়।

ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সময় উপরোক্ত নির্দেশাবলী ছাড়াও নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী পরিপালন করতে হয় ঃ

ক) বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতির আওতায় শুধু রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিটকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুবিধা দেয়া হয়। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য সিসিআইএন্ডই-এর বৈধ নিবন্ধন এবং বৈধ বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্স থাকা জরুরি।

www.pathagar.com

খ) মাস্টার এক্সপোর্ট এলসি'র মেয়াদ পর্যাপ্ত হতে হবে যার মধ্যে কাঁচামাল আমদানী, পণ্য উৎপাদন এবং জাহাজীকরণ করা যায়।

গ) ব্যাক টু ব্যাক এলসি-এর মূল্য মাস্টার এক্সপোর্ট এলসি'র প্রকৃত এফওবি মূল্যের গ্রহণযোগ্য হারের বেশি হবে না এবং আমদানী পণ্যের মূল্য অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক হতে হয়। মাস্টার এক্সপোর্ট এলসি-এর প্রকৃত এফওবি মূল্য নির্ণয়ের জন্য রপ্তানীকারক কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ভাড়া, বীমা খরচ এবং কমিশন এলসি মূল্য থেকে বাদ দিতে হয়। যদি ভাড়ার পরিমাণ আলাদাভাবে দেখানো না থাকে তবে এ মর্মে শিপিং কোম্পানী অথবা শিপিং এজেন্ট-এর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হয়।

ঘ) ব্যাক টু ব্যাক এলসি সর্বোচ্চ ১৮০ দিন পর্যন্ত Usance (DA) ভিত্তিতে খোলা যায়। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং অপারেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট বিভাগের পরিচালনাধীন রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)-এর বিপরীতে Sight (DP) ভিত্তিতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা যায়।

ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতীত বার্টার/এসটিএ-এর অধীন রপ্তানীর বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা যায় না।

চ) পণ্যের গুণগত মান ও পরিমাণ সম্পর্কে কোনো আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা পরিদর্শন ফার্ম কর্তৃক পূর্বজাহাজিকরণ পরিদর্শনের শর্ত ব্যাক টু ব্যাক আমদানী ঋণপত্রে থাকতে হয়।

অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে স্থানীয় উৎপাদনকারী/সরবরাহকারীর অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রায় আভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা যায়।

বন্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির আওতায় স্থানীয় উৎপাদনকারীর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাক টু ব্যাক এলসি-এর বিপরীতে আরেকটি ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলায় কোনো বাধা নেই।

সংশ্লিষ্ট রপ্তানী মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) থেকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র বিপরীতে মেয়াদি বিলের পাওনা মেয়াদ শেষে পরিশোধ করতে হয়। এ জন্য রপ্তানী মূল্য আদায়ের পর প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আলাদা করে রাখতে হয়।

রপ্তানী

বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্যের সম্পূর্ণ রপ্তানী মূল্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত পন্থায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হস্তান্তর (Dispose of) হয়েছে অথবা হবে এ মর্মে রপ্তানীকারক কর্তৃক কালেকটর অব কাস্টমস অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ ধরনের নির্দিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে ঘোষণাপত্র দাখিল ব্যতিরেকে

www.pathagar.com

এফইআর এ্যাক্ট-এর ১২ ধারা অনুসারে জারিকৃত ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই-এর সরকারী নোটিফিকেশনস্ নং 1(6)-ECS/48 এবং 1(7)-ECS/48 অনুযায়ী বাংলাদেশের বাইরে কোনো স্থানে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনো পণ্যের রপ্তানী নিষিদ্ধ।

নিম্নলিখিত রপ্তানীর ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়-

ক) কোনো নিবন্ধিত রপ্তানীকারক কর্তৃক বিদ্যমান রপ্তানী নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মূল্য পর্যন্ত কোনো প্রকৃত ব্যবসায়িক নমুনা প্রেরিত হলে।

খ) ভ্রমণকারীর ব্যবহার্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।

গ) জাহাজে ব্যবহার্য মালামাল এবং এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে নেয়ার জন্য মালামাল ।

ঘ) বাংলাদেশ সরকার অথবা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোনো কর্মকর্তা অথবা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনীর প্রয়োজনে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমানবাহিনী কর্তৃপক্ষ-এর আদেশে রপ্তানী দ্রব্যাদি ডাকযোগে রপ্তানীর ক্ষেত্রে, কোনো গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত সনদপত্র পার্সেলের মোড়কের উপর লাগাতে হয়।

ঙ) উপহারসামগ্রীর মূল্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার কম এবং এটা প্রেরণে কোনো বৈদেশিক মুদ্রার লেন-দেন জড়িত নয়-এ মর্মে প্রেরণকারী কর্তৃক ঘোষণাসম্বলিত কোনো উপহার সামগ্রীর মোড়ক।

চ) মোড়কের রপ্তানীতে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা জড়িত নয়–এ মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রসম্বলিত যে কোনো মোড়কের ক্ষেত্রে।

সংশ্লিষ্ট রপ্তানী এ ধরনের অব্যাহতি পেতে পারে কি-না– এ মর্মে শুল্ক কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে উপরোক্ত অব্যাহতি দেয়া হয়।

এক্সপোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল রেগুলেশনস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হোক বা না হোক সকল গন্তব্যে রপ্তানী পণ্যসমূহ ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনস্-এর আওতাভুক্ত। অনুরূপভাবে যে সকল ক্ষেত্রে রপ্তানীর জন্য এক্সপোর্ট লাইসেন্স আবশ্যক ঐ সকল ক্ষেত্রে এক্সপোর্ট লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তাসহ সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট এক্সপোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল রেগুলেশনস পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনস্-এর কোনো বিধান রপ্তানীকারককে অব্যাহতি দিতে পারে না। যে সকল রপ্তানীর জন্য ঘোষণা আবশ্যক ঐ রপ্তানীর ক্ষেত্রে অবশ্যই ইএক্সপি ফরমে ঘোষণা দিতে হয়। এই ফরম এডি শাখা কর্তৃক রপ্তানীকারককে সরবরাহ করা হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ থেকে কোনো রপ্তানী পণ্যের মূল্য সহজে রূপান্তরযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অথবা অনাবাসিক টাকা হিসাব থেকে দেশীয় মুদ্রায় কোনো এডি শাখার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। বার্টার ও দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে রপ্তানী পণ্যের মূল্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হয়।

সংশ্লিষ্ট রপ্তানীকারক ১৯৫২ সালের রেজিস্ট্রেশন (ইম্পোর্টারস্ এন্ড এক্সপোর্টার্স) বিধি অনুযায়ী সিসিআইএন্ডই-তে নিবন্ধনকৃত মর্মে সন্তুষ্ট হলেই এডি শাখা এক্সপোর্ট ফরম সার্টিফাই করে। সংশ্লিষ্ট ইএক্সপি ফরমে নিবন্ধন নম্বরটি উল্লেখ করতে হয়।

রপ্তানী ফরম শুল্ক/ডাক কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিলের পূর্বে ফরমসমূহ রপ্তানীকারককে এডি শাখার নিকট থেকে সত্যায়িত করে নিতে হয়। প্রত্যেকটি ফরম যথাযথভাবে পূরণ হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই এডি শাখা কর্তৃক রপ্তানী ফরম সত্যায়িত করা হয়। রপ্তানী ফরমের পূর্ণ বিবরণ এডি শাখা কর্তৃক নির্ধারিত রপ্তানী বহিতে নথিবদ্ধ করতে হয় এবং প্রতি সেটে নিম্নোক্তভাবে একটি নাম্বার দিতে হয় ঃ

AD's Code Number			Register Serial						Year	

নিম্নলিখিত বিষয়ে সন্তুষ্ট না হলে এডি শাখা কর্তৃক রপ্তানী ফরম সত্যায়িত করা হয় না ঃ

ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানী মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা।

খ) জাহাজিকরণের পর মালামালের মালিকানা স্বত্ব তথা বিল অব ল্যাডিং এয়ারওয়ে বিল ইত্যাদি এডি শাখা কর্তৃক প্রাপ্তির ব্যবস্থা।

গ) রপ্তানী ফরম রপ্তানীকারক অথবা তার বৈধ প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং রপ্তানী মূল্য আদায়ের জন্য তারা একক এবং যৌথভাবে দায়ী।

ঘ) বিদেশী ক্রেতা/আমদানীকারকের সঠিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা।

রপ্তানী মূল্য আদায়ে বিলম্ব অথবা অনাদায়ের জন্য রপ্তানীকারক, এডি শাখা এবং এর রপ্তানী ফরম সত্যায়নকারী কর্মকর্তা এফইআর এ্যাক্ট অনুযায়ী দায়ী হয়।

এফইআর এ্যাক্ট-এর ২০(৩) ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সব ধরনের বাহনকে (রেলওয়ে, শিপিং অথবা এয়ারলাইন কোম্পানী) নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশনার ভিত্তিতে কাজ করতে হয় ঃ

www.pathagar.com

ইপিজেড অঞ্চলে অবস্থিত টাইপ A শিল্প ইউনিট ব্যতীত স্থল অথবা জলপথে পণ্যসামগ্রী বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানীর ক্ষেত্রে রেলওয়ে রসিদ, বিল অব ল্যাডিং এবং মালামাল-এর স্বত্বসম্বলিত অন্য কোনো দলিলাদি সংশ্লিষ্ট রপ্তানীকারক কর্তৃক নির্ধারিত এডি শাখার আদেশে প্রণীত হতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট এডি শাখার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করা যায় না। তবে যদি এডি শাখার মাধ্যমে রপ্তানীকারক কর্তৃক পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম গৃহীত হয়ে থাকে তবে বিল ল্যাডিং এবং অন্যান্য দলিলপত্র এডি শাখা কর্তৃক বিদেশী আমদানীকারকের অনুকূলে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে এবং ঐগুলো সরাসরি আমদানীকারকের বরাবরে প্রেরণ করা যেতে পারে। প্রতিবেশী দেশসমূহে রপ্তানীর ক্ষেত্রে কখনও কখনও বিল অব ল্যাডিং, ট্রাক রসিদ ইত্যাদি পৌছানোর আগেই মালামাল বন্দরে পৌছতে পারে। এক্ষেত্রে জাহাজী দলিলপত্র বিলম্বে পৌছানোর জন্য অসুবিধা ও বন্দর থেকে সময়মত মালামাল ছাড় না করানোর জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বাংলাদেশে নেগোসিয়েটিং ব্যাংক-এর অনুরোধে শিপিং কোম্পানী সংশ্লিষ্ট গন্তব্যে মালামাল হস্তান্তরের জন্য তারবার্তা মারফত তাদের প্রতিনিধিকে এইমর্মে নির্দেশ দিতে পারে যে, তারা যেন আমদানীকারকের দেশে এডি শাখার নির্ধারিত ব্যাংকের আদেশে মালামাল সরবরাহ করে। টেলিগ্রাম/টেলেক্স বার্তার একটি কপি সংশ্লিষ্ট শিপিং কোম্পানী/প্রতিনিধি যথাযথভাবে সত্যায়নপূর্বক এডি শাখার নিকট প্রেরণ করে। এডি শাখা তাদের বৈদেশিক ব্যাংক/প্রতিনিধিকে টেস্টেড টেলেক্স/তারবার্তা মারফত এইমর্মে নির্দেশ দেয় যে, তারা যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় সাপেক্ষে আমদানীকারকের কাছে সরবরাহ আদেশ হস্তান্তর করে। চালান, বিল অব ল্যাডিং ইত্যাদি প্রচলিত জাহাজী দলিলসমূহ করেস্পনডেন্ট ব্যাংকের কাছে সাধারণভাবে পাঠানো হয়।

ইপিজেড-এ অবস্থিত টাইপ A শিল্প ইউনিট কর্তৃক রপ্তানী ব্যতীত আকাশ পথে অন্যান্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে এয়ারওয়ে বিল এবং মালামালের অন্যান্য দলিলপত্র রপ্তানীকারক কর্তৃক নির্ধারিত এডি শাখার মনোনীত আমদানীকারকের দেশে কোনো ব্যাংকের উপর প্রণীত হয় এবং এডি শাখার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করতে হয়। যে সব ক্ষেত্রে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য এডি শাখা মারফত রপ্তানীকারক অগ্রিম গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে এডি শাখা সংশ্লিষ্ট পরিবহণ কোম্পানীকে যাবতীয় দলিলপত্র তাদের (এডি শাখার) আদেশে তৈরি করতে বলে এবং তা এডি শাখা কর্তৃক আমদানীকারকের অনুকূলে অনুমোদন দেয়া হয়। এ ধরনের জাহাজী দলিল এডি শাখা কর্তৃক সরাসরি আমদানীকারকের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। এ ব্যবস্থা রপ্তানী মূল্য আদায় অব্যাহতিজনিত রপ্তানী যেমন নমুনা প্রেরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। টাটকা মাছ, শাক-সবজি, ফল, হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়।

www.pathagar.com

ইপিজেড-এ অবস্থিত সম্পূর্ণ বৈদেশিক মালিকানার টাইপ-এ শিল্প ইউনিটসমূহ কর্তৃক রপ্তানীকৃত পণ্যের দলিলপত্র যেমন বিল অব ল্যাডিং, এয়ারওয়ে বিল ইত্যাদিও আমদানীকারক/ঋণপত্র-ইস্যুকারী ব্যাংকের অনুকূলে প্রণয়ন করতে হয়।

যে এডি শাখার আদেশে রেলওয়ে রসিদ, বিল অব ল্যাডিং ইত্যাদি প্রণীত হয়, ঐ শাখাকে তাদের বিদেশী ব্যাংকের অনুকূলে ঐ সকল দলিল অনুমোদন করতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো বিশেষ বা সাধারণ অনুমোদন না থাকলে কোনো অবস্থাতেই ঐ সকল দলিলের ফাঁকা অনুমোদন বা আমদানীকারকের আদেশে অনুমোদন করা যায় না। কিন্তু রপ্তানী প্রক্রিয়া অঞ্চলে অবস্থিত টাইপ-এ শিল্প ইউনিট কর্তৃক রপ্তানীর ক্ষেত্রে এডি শাখার আদেশে প্রণীত বিল অব ল্যাডিং/এয়ারওয়ে বিল/অন্যান্য দলিল রপ্তানী ঋণপত্র/চুক্তির শর্তানুযায়ী আমদানীকারকের অনুকূলে বা ফাঁকা অনুমোদন করা যায়।

ইএক্সপি ফরম চার ফর্দে রপ্তানীকারক বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত অবস্থায় সত্যায়নের জন্য এডি শাখা বরাবরে দাখিল করতে হয়। মালামাল জাহাজিকরণের সময় শিপিং বিলসহ সত্যায়িত ফরমসমূহ শুল্ক/ডাক কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয়। শুল্ক কর্তৃপক্ষ তার জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সিল ও স্বাক্ষরপূর্বক দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কপি রপ্তানীকারক অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইএক্সপি ফরমসহ দলিলপত্র প্রাপ্তির পর এডি শাখাকে শাখায় রক্ষিত জাহাজ কোম্পানীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির কাছে ফেরত দেয়। মূল কপি শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়।

ইএক্সপি ফরমের অবশিষ্ট কপিগুলো চালান ও অন্যান্য দলিলসহ রপ্তানীকারক কর্তৃক রপ্তানী মূল্য আদায়ের জন্য নির্ধারিত এডি শাখায় জমা দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়ার জন্য ইএক্সপি ফরমের দ্বিতীয় কপির সাথে চালানের একটি কপি অবশ্য সংযোজন করতে হয়। ইএক্সপি ফরম সত্যায়নকারী এডি শাখা ব্যতিরেকে অন্য কোনো এডি শাখা কর্তৃক রপ্তানী মূল্য আদায় হয়ে থাকলে সত্যায়নকারী এডি শাখার ইএক্সপি রেজিস্টারে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য রাখার জন্য আদায়কারী এডি শাখা কর্তৃক সত্যায়নকারী এডি শাখার বরাবরে ইএক্সপি ফরমের বিবরণাদি প্রেরণ করতে হয়।

ইএক্সপি ফরমে ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীকৃত সকল পণ্যসামগ্রীর জাহাজী দলিলপত্র জাহাজিকরণের ১৪ দিনের মধ্যে নির্ধারিত এডি শাখার মাধ্যমে প্রেরণ করতে হয়। জাহাজিকরণের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে এডি শাখা যাতে সংশ্লিষ্ট ইএক্সপি ফরমের দ্বিতীয় কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে পারে সে জন্য যথাসময়ে এডি শাখার নিকট ইএক্সপি ফরমসহ জাহাজী দলিলপত্র জমা দিতে হয়।

www.pathagar.com

ইএক্সপি ফরমসহ দলিলপত্র প্রাপ্তির পর এডি শাখাকে শাখায় রক্ষিত জাহাজ কোম্পানীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নমুনা স্বাক্ষরের সাথে বিল অব ল্যাডিং-এর স্বাক্ষর পরীক্ষা করে এর সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়।

এডি শাখাকে রপ্তানী বিল এবং/অথবা দলিলপত্র সংশ্লিষ্ট ফরমের সাথে পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত বিষয় নিশ্চিত হতে হয় ঃ

ক) ফরমে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা সঠিক।

খ) ফরমে বর্ণিত অর্থায়ন পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুমোদিত।

গ) যে পরিমাণ অর্থের জন্য বিল প্রণীত হয়েছে অথবা চালানে লিখিত অর্থের পরিমাণ ফরমে উল্লিখিত চালান মূল্যের কম নয়।

শুল্ক উদ্দেশ্যে বর্ণিত টাকার পরিমাণের সাথে চালানে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণও পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কোনো অবস্থাতেই শুল্ক উদ্দেশ্যে ঘোষিত মূল্যের চেয়ে চালান মূল্য কম হতে পারে না। রপ্তানীর অবমূল্যায়ন হচ্ছে কি-না তা খুঁজে বের করার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় এবং কোনো প্রকার সন্দেহজনক বিষয় বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হয়।

যদি ফরমে উল্লিখিত মূল্যের চেয়ে বিল/চালানের লিখিত মূল্য কম হয় এবং তা যদি বিধিসম্মত ব্যবসায়িক খরচ হিসাবে ব্যাখ্যায়িত হয় তবে এডি সংশ্লিষ্ট বিল/দলিল নেগোসিয়েশন/কালেকশন-এর জন্য গ্রহণ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ফরমে সমন্বয়ের বিবরণ উল্লেখ করে এডি শাখাকে সিল ও স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক সত্যায়িত করতে হয়।

বিল নেগোসিয়েশনের পর অথবা আদায়ের জন্য দলিলপত্র গৃহীত হওয়ার পর ফরমে বর্ণিত মূল্যের বিল নেগোশিয়েট করা হয়েছে অথবা জাহাজী দলিলপত্র আদায়ের জন্য গৃহীত হয়েছে– এইমর্মে ইএক্সপি ফরমের দ্বিতীয় কপির নির্ধারিত স্থানে এডি শাখা কর্তৃক সত্যায়ন করতে হয়।

বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা বিদেশে ব্যাংকের অনাবাসিক টাকা হিসাবের মাধ্যমে রপ্তানী মূল্য আদায়ের পর তা ফরমের তৃতীয় কপিতে এডি কর্তৃক সত্যায়নের পর নিয়মিত রিটার্নের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয় এবং চতুর্থ কপি এডি কর্তৃক সংরক্ষিত হয়।

অগ্রিম মূল্য পরিশোধ অথবা দৃঢ়ভাবে বলবৎ এবং অখণ্ডনীয় ঋণপত্রের বিপরীত রপ্তানীর ক্ষেত্রে ফরমে বর্ণিত মালামালের মূল্য অগ্রিম পরিশোধিত হয়েছে অথবা দৃঢ় বলবৎ এবং অখণ্ডনীয় ঋণপত্র পাওয়া গিয়েছে মর্মে এডি কর্তৃক ইএক্সপি ফরম-এ সত্যায়নের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ মালামাল জাহাজিকরণের অনুমতি দিয়ে থাকে।

কোনো নির্দিষ্ট রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিদেশী আমদানীকারক অথবা প্রতিনিধিকে রপ্তানীকারক কর্তৃক দেয় কমিশন, পারিশ্রমিক অথবা অন্য কোনো ব্যবসায়িক

www.pathagar.com

খরচ সংশ্লিষ্ট বিলের মূল্য/রপ্তানী মূল্য থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে অথবা সম্পূর্ণ রপ্তানী মূল্য আদায়ের পর প্রেরণ করা যেতে পারে তবে তা মালামালের মূল্যের সর্বোচ্চ ৫%-এর বেশি হবে না। যদি কোনো বিশেষ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ জাতীয় খরচ রেওয়াজ মাফিক ৫%-এর বেশি হয় সেক্ষেত্রে রপ্তানীকারক তার ব্যাংকের মাধ্যমে দালিলিক প্রমাণাদিসহ আবেদন করলে বাংলাদেশ ব্যাংক তা বিবেচনা করতে পারে।

বাংলাদেশে প্রকাশিত বই-পত্র, পত্রিকা ও সাময়িকী ইত্যাদি রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতীত চালান মূল্যের ৩৩.৫০% পর্যন্ত বাট্টা মঞ্জুর করতে পারে। এই বাট্টার পরিমাণ চালান মূল্যের ৩৩.৫০%-এর অধিক হলে রপ্তানীকারককে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি নিতে হয়।

ইএক্সপি ফরমে এফওবি মূল্য, বীমা, ভাড়া এবং মোট সিআইএফ মূল্য পৃথকভাব দেখানোর ব্যবস্থা আছে। এ জন্য সিএন্ডএফ অথবা সিআইএফ ভিত্তিতে রপ্তানীর ক্ষেত্রে এফওবি মূল্য পৃথকভাবে দেখাতে হয়।

সিআইএফ অথবা সিএন্ডএফ ভিত্তিতে কাঁচা পাট রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী ফরমে এফওবি মূল্য পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে কি-না তা এডি শাখাকে নিশ্চিত করতে হয়। যদি এফওবি ভিত্তিতে কাঁচা পাট রপ্তানী হয় তবে রপ্তানী ফরমের বীমা, ভাড়া ও মোট মূল্য সংক্রান্ত দফাসমূহ কেটে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হতে হয়।

রপ্তানী ফরমের নির্ধারিত স্থানে রপ্তানী মূল্য আদায় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান ছাড়াও রপ্তানী ফরমের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কপির উল্টা পৃষ্ঠায় এফওবি, বীমা ও ভাড়া পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হয়।

সম্পূর্ণ রপ্তানী মূল্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত চার মাস সময়ের মধ্যে অবশ্যই আদায় হতে হবে। যদি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোনো বিশেষ বা সাধারণ ক্ষমতা প্রদান ব্যতিরেকে নির্ধারিত চার মাস সময়ের মধ্যে রপ্তানী মূল্য আদায় না হয় তবে এ জন্য এফইআর এ্যাক্ট অনুযায়ী রপ্তানীকারক দায়ী হয়।

বিদেশে কোনো প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ব্যাংক কর্তৃক আমদানীকারকের খরচে দৃঢ়ভাবে বলবৎযোগ্য কোনো অখণ্ডনীয় ঋণপত্রের বিপরীতে ৩৬০ দিন পর্যন্ত Usance ভিত্তিতে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর জন্য এডি শাখা সাধারণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যদি যথাসময়ে রপ্তানীমূল্য আদায়, আমদানীকারকের দেশীয় ঝুঁকি, প্রতিপক্ষ ঝুঁকি (ক্রেতার খ্যাতি এবং আর্থিক ভিত্তি) এবং ঋণপত্র ইস্যুকারী ব্যাংকের খ্যাতি এবং অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে এডি শাখা সন্তুষ্ট হলে তৃতীয় পক্ষের কনফার্মেশন না নিলেও চলে। এডিকে এইমর্মে আরও সন্তুষ্ট হতে হয় যে, প্রস্তাবিত রপ্তানী মূল্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক এবং মেয়াদী সময়ের জন্য আরোপিত সুদ/মুনাফা সংশ্লিষ্ট মুদ্রার সুদের/মুনাফার হারের সাথে

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এ সকল লেন-দেনে সুদের সম্পৃক্ততা ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী বৈধ নয়। এ সকল লেন-দেনে সুদের সম্পৃক্ততা পরিহার করে শরীয়াহ্ অনুযায়ী বিকল্প পন্থা উদ্ভাবনের জন্য ফকীহ্ ও অভিজ্ঞ ব্যাংকার সমন্বয়ে ফরপ্রসূ গবেষণা অপরিহার্য।

প্রতিমাসের শেষে সকল এডি শাখার আংশিক অনাদায়ীসহ সকল রপ্তানী বিলের মোট পরিমাণ এডি শাখার প্রধান/মুখ্য কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ছকে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগে প্রেরণ করতে হয়।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানী মূল্য আদায় না হলে এডি শাখার স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় কর্তৃক বকেয়া রপ্তানী বিলের বিবরণী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ে নির্ধারিত ছকে দাখিল করতে হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানী মূল্য আদায়ের নির্ধারিত সময় বৃদ্ধি করা হলে এডি কর্তৃক তা ফরমের মন্তব্য কলামে সূত্র ও তারিখসহ উল্লেখ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বিবরণী দাখিল করতে হয়। কোনো প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়া এডিকে সকল মেয়াদোত্তীর্ণ রপ্তানী বিল অন্ত র্ভুক্তিপূর্বক সময়মত দাখিল নিশ্চিত করতে হয়।

যদি কোনো বিশেষ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রথাগতভাবে মালামাল গন্তব্যে পৌঁছার পর অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধিত হবে শর্তে রপ্তানীকারক চালান মূল্যের নির্দিষ্ট শতকরা অংশের বিল তৈরি করে তবে এডি ঐ আংশিক বিল নেগোসিয়েট করতে পারে। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট চালান মূল্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় হবে মর্মে রপ্তানীকারকের নিকট থেকে একটি অঙ্গীকারনামা নিতে হয়। এডিকে এ ধরনের আংশিক মূল্য প্রাপ্তি যথাযথ তফসিলে "EXP Form Not Attached Voucher"-এ রিপোর্ট করতে হয়। এ ধরনের বিলের মূল্য আদায়ের দায়িত্ব এডির উপর ন্যস্ত থাকে এবং এডিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় নিশ্চিত করতে হয়।

১০০% অগ্রিম মূল্যপ্রাপ্তির বিপরীতে রপ্তানী অথবা কনফার্মড এবং অখণ্ডনীয় ঋণপত্রের বিপরীতে মালামাল রপ্তানীর ক্ষেত্রে এ অব্যাহতি প্রযোজ্য হয় না।

যে ক্ষেত্রে আংশিক মূল্য রপ্তানীকারক কর্তৃক অগ্রিম গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট মূল্যের রপ্তানী দলিল নেগোসিয়েট/মূল্য আদায়ের জন্য প্রেরণের সময় এডি যখন রপ্তানী ফরমের দ্বিতীয় কপি সত্যায়িত করে তখন "Advance Receipt Voucher"-এ বিবরণী দাখিলের সূত্র উল্লেখপূর্বক যে পরিমাণ মূল্য অগ্রিম গৃহীত হয়েছিল তা উল্লেখ করতে হয়।

যতক্ষণ না রপ্তানীর সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রপ্তানী ফরমের তৃতীয় কপি এডি শাখা কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হয়। কিছু পরিমাণ কম জাহাজীকরণের কারণে যদি শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত মূল রপ্তানী ফরমে উল্লিখিত

www.pathagar.com

পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণ পণ্যের বিল প্রণীত অথবা চালান তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট ফরমসমূহ নেগোসিয়েটিং ব্যাংকে দাখিল করার সময় রপ্তানীকারককে কম জাহাজীকরণের পরিমাণ উল্লেখসহ কম জাহাজীকরণ হয়েছে মর্মে একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হয়। কম জাহাজীকরণের সর্বক্ষেত্রে রপ্তানীকারককে নির্ধারিত ফরমে শুল্ক কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিতে হয়। এই নোটিশ দুই ফর্দে দাখিল করতে হয় যার একটি কপি শুল্ক কর্তৃপক্ষ সত্যায়িত করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করে। এই নোটিশে যে রপ্তানী ফরমের বিপরীতে কম জাহাজীকরণ হয়েছে তার নম্বর এবং তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

কোনো নির্দিষ্ট জাহাজে মালামাল প্রেরণ সম্ভব না হলে যদি অন্য কোনো জাহাজে মালামাল প্রেরণ করা হয় তবে রপ্তানীকারককে নির্ধারিত ফরমে দুই ফর্দে সংশ্লিষ্ট রপ্তানী ফরম এবং বিলে জাহাজের নাম পরিবর্তনের অনুমতি চেয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্রে সংশ্লিষ্ট রপ্তানী ফরমের নম্বর এবং তারিখ উল্লেখ করতে হয়। শুল্ক কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রের একটি সত্যায়িত কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করে।

যদি নির্দিষ্ট জাহাজে মালামাল সম্পূর্ণরূপে জাহাজীকরণ সম্ভব না হয় এবং যদি তাৎক্ষণিকভাবে অন্য কোনো জাহাজে পুনরায় জাহাজীকরণ না হয় তবে রপ্তানীকারককে নির্ধারিত ফরমে দুই ফর্দে নোটিশ দিতে হয়।

সংশ্লিষ্ট রপ্তানী ফরম রদকরণের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ নোটিশের একটি কপি সত্যায়িত করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করে।

যদি বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীকৃত কোনো পণ্য পথিমধ্যে খোয়া যায় এবং যদি এর মূল্য সরাসরি বিদেশ থেকে প্রেরিত না হয় অথবা ঋণপত্রের বিপরীতে বিল নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে পাওয়া না যায় তবে খোয়া যাওয়ার সাথে সাথেই বীমা দাবি করা হয়েছে মর্মে এডিকে জ্ঞাত হতে হয়। রপ্তানী ফরমের তৃতীয় কপিতে (উল্টো দিকে) মালামাল খোয়া গেছে মর্মে একটি বিবৃতি এডির সীল, স্বাক্ষর ও নিম্নলিখিত বিবরণাদিসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে ফেরত দিতে হয় ঃ

ক) যে মুদ্রায় দাবি করা হয়েছে তার উল্লেখসহ বীমা দাবির পরিমাণ।

খ) বীমা কোম্পানীর নাম।

গ) দাবি পরিশোধের স্থান। টাকা ব্যতীত অন্য কোনো মুদ্রায় দাবি পরিশোধিত হলে তা এডি কর্তৃক আদায় হতে হয়। এক্ষেত্রে রপ্তানী ফরমে দ্বিতীয় কপি সত্যায়ন করে এবং দাবি আদায়ে সন্তুষ্ট হলে দাবি আদায়ের বিবরণাদি রপ্তানী ফরমের তৃতীয় কপিতে উল্লেখপূর্বক এডি কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়।

এডি কর্তৃক রপ্তানী মূল্য অগ্রিম গৃহীত হলে তা রপ্তানীকারককে পরিশোধের পূর্বে অগ্রিম প্রাপ্তির উদ্দেশ্য সত্যায়নপূর্বক "Advance Receipt Voucher"-এ রপ্তানীকারকের একটি ঘোষণা নিতে হয়।

www.pathagar.com

যদি রপ্তানীকারক বীমা এবং জাহাজ ভাড়ার ব্যবস্থা বাংলাদেশে করে থাকে এবং এফওবি ভিত্তিতে চালান তৈরি করে তবে এডিকে বিল অব ল্যাডিং পরীক্ষা করে দেখতে যে, ভাড়া বাংলাদেশে অগ্রিম পরিশোধিত হয়নি। যে সকল ক্ষেত্রে ভাড়া এবং বীমা খরচ বাংলাদেশে পরিশোধিত হয় এবং রপ্তানী দলিল এফওবি ভিত্তিতে প্রণীত হয় তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হয়।

কখনও কখনও রপ্তানীকারককে বিভিন্ন সরকারী এজেন্সির নিকট রপ্তানী এবং রপ্তানী মূল্য আদায় সংক্রান্ত প্রমাণাদি দাখিল করতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সত্যায়ন করে এডিকে নির্ধারিত ফরমে মূল্য আদায় সনদপত্র ইস্যু করতে হয়। এডি কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সব সার্টিফিকেট সত্যায়ন করে থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ ও পদের ব্যাখ্যা ঃ

Nostro Account	বিদেশে কোনো বিদেশী ব্যাংকের নিকট বিদেশী মুদ্রায় রক্ষিত কোনো দেশী ব্যাংকের চলতি হিসাবকে Nostro Account বলা হয়।
Vostro Account	দেশে কোনো দেশী ব্যাংকের নিকট দেশীয় মুদ্রায় রক্ষিত কোনো বিদেশী ব্যাংকের চলতি হিসাবকে Vostro Account বলা হয়।
Loro Account	বিদেশে কোনো বিদেশী ব্যাংকের নিকট বিদেশী মুদ্রায় রক্ষিত দুইটি দেশী ব্যাংকের Nostro Accounts থাকলে এক ব্যাংকের Nostro Account-কে অন্য ব্যাংকের Loro Account বলা হয়।
Value Date	কোনো বৈদেশিক বাণিজ্য বা বিনিময় চুক্তির পরিশোধ বা নিষ্পত্তির তারিখকে Value Date বলা হয়।
A/D or After Date	কোনো মেয়াদী বিনিময় বিলের তারিখ থেকে সময় নির্দেশ করার জন্য যেমন ৩০ দিন, ৬০ দিন পদটি ব্যবহৃত হয়।
Allonge	সাধারণত বিনিময় বিলের পিছনে অনুমোদন দেয়া হয়। একাধিক অনুমোদনের ফলে পিছনে কোনো জায়গা খালি থাকে না ফলে বিলের সাথে একটি অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করে পরবর্তী অনুমোদনের কার্য সম্পন্ন করা হয়। এই অতিরিক্ত কাগজটিকে Allonge বলা হয়।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকের কল্যাণমুখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রবর্তিত কল্যাণমুখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের বিবরণ এখানে দেয়া হলো ঃ

গৃহ-সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী, বিশেষ করে সীমিত আয়ের চাকরিজীবীগণ অর্থনৈতিক টানাপড়েনে সংসারের দৈনন্দিন খরচ মেটাতেই হিমশিম খান। তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় গৃহ-সামগ্রী, যেমন- রিফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, খাট, আলমিরা, ওয়ারড্রোব, সোফাসেট, প্রেসার কুকার, সেলাই মেশিন ইত্যাদি ক্রয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বর্তমান সময়ে এসব গৃহসামগ্রী আধুনিক জীবনযাত্রার মানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু সীমিত আয়ের জন্য তারা তাদের জীবনযাত্রার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন না। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ব্যাংকিং খাতে সর্বপ্রথম সীমিত আয়ের চাকরিজীবীদের সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে, যা ইতোমধ্যে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ❑ সীমিত আয়ের চাকরিজীবীদের গৃহ-সামগ্রী ক্রয়ে সহায়তা দান;
- ❑ সীমিত আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করা;
- ❑ চাকরিজীবীদের সুন্দর ও সৎ জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

গৃহসামগ্রীর ধরন

ফ্রিজ/ডিপফ্রিজ, টেলিভিশন, রেডিও/ টু-ইন-ওয়ান/ থ্রি-ইন-ওয়ান, মোটর সাইকেল /বাই-সাইকেল, এয়ারকুলার/এয়ারকন্ডিশনার, পার্সোনাল কম্পিউটার, ওয়াশিং মেশিন, আসবাবপত্র যেমন ঃ খাট, আলমিরা, সোফাসেট, ওয়ারড্রোব, কার্পেট ইত্যাদি, সেলাই মেশিন, রান্নাঘরে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী যেমন ঃ ওভেন, টোস্টার, ব্লেন্ডার, প্রেসার কুকার ইত্যাদি, ইলেক্ট্রনিক্স জেনারেটর ঃ আইপিএস,

www.pathagar.com

ইউপিএস ইত্যাদি পাওয়ার জেনারেটর, বাড়িতে ব্যবহারের জন্য মোটর পাম্প/পাওয়ার পাম্প ইত্যাদি, সিআই শিট, রড, কাঠ ইত্যাদি যেসব সামগ্রী গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হয়, স্বর্ণালংকার, নলকূপ, মোবাইল টেলিফোন সেট, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি, শিক্ষামূলক সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি, বই-পত্র ইত্যাদি এবং অন্যান্য সামগ্রী যা গৃহকর্মে অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত।

বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা

নিচে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের আবেদন করতে পারবেন।

ক) সরকারী প্রতিষ্ঠান;
খ) আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান;
গ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
ঘ) সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার;
ঙ) আন্তর্জাতিক আর্থিক ও সাহায্য সংস্থাসমূহ;
চ) বহুজাতিক কোম্পানী;
ছ) স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী;
জ) বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী স্কুল, কলেজ ও সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ;
ঝ) প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ইত্যাদিতে স্থায়ীভাবে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিনিয়োগের পরিমাণ

ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, এফসিএমএ-র জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

ঢাকা মহানগরী	:	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লাখ টাকা।
অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহর	:	সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা।
অন্যান্য পৌর এলাকা	:	সর্বোচ্চ ১ (এক) লাখ টাকা।

- ১০০% মুদারাবা মেয়াদী আমানত ও মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব লিয়েনের বিপরীতে ব্যাংকের বিনিয়োগ-সীমা ২ (দুই) লাখ টাকা।
- অন্যান্য শ্রেণীর জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগ-সীমা ১ (এক) লাক্ষ টাকা।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এনসিও, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয় ও বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং একই ধরনের অন্যান্য পেশাজীবীর জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগসীমা সর্বোচ্চ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার টাকা।

www.pathagar.com

- ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগসীমা সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা।
- গ্রাহক তার বিনিয়োগের বিপরীতে ব্যাংকের পাওনার ৫০% নিয়মিতভাবে পরিশোধ করলে উক্ত গ্রাহককে নতুন সামগ্রীর জন্য উপরে বর্ণিত বিনিয়োগ পরিমাণের ভিতর পুনরায় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়।
- আবেদনকারীর বিনিয়োগ সুবিধার পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারিত হয় যাতে তার মাসিক কিস্তির পরিমাণ কোনো অবস্থায় তার মোট মাসিক বেতনের ৫০%-এর বেশি না হয়। তবে ব্যাংক কোনো আবেদনকারীর কিস্তি পরিশোধের ক্ষমতার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে বিশেষ বিবেচনায় উপরে বর্ণিত শর্ত শিথিল করে।

বিনিয়োগের মেয়াদ

সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর ।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

বাই-মুয়াজ্জাল ।

গ্রাহকের ইক্যুইটি

মোট মূল্যের ন্যূনতম ২৫%। গ্রাহককে ব্যাংকের বিনিয়োগ বিতরণের পূর্বে ইক্যুইটি সংশ্লিষ্ট শাখায় তার সঞ্চয়ী/বিনিয়োগ হিসাবে নগদ জমা করতে হয়।

বিনিয়োগ বিতরণের নিয়ম

বিনিয়োগ মঞ্জুরীর পর সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে তার নির্ধারিত ইক্যুইটি সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিতে হয় । উক্ত শাখা ৭ (সাত) দিনের ভিতর পে-অর্ডার/চেক/ড্রাফ্ট ইত্যাদির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সামগ্রী ক্রয় করে গ্রাহককে সরবরাহ করে থাকে। এই সামগ্রীর উপর ব্যাংকের মালিকানা নিশ্চিতকরণের জন্য সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত সব কাগজপত্র ব্যাংকের নামে থাকে এবং এর উপর প্রয়োজনে ব্যাংকের স্টিকার লাগানো হয় । ব্যাংকের পাওনা সম্পূর্ণ আদায় হওয়ার পর তা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের নামে চলে যায় ।

আদায় পদ্ধতি

ব্যাংকের বিনিয়োগ মুনাফাসহ মাসিক কিস্তিতে দুই বছরের মধ্যে আদায় করা হয়। কিস্তি প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। যে মাসে সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় তার পরবর্তী মাস থেকে প্রথম কিস্তি শুরু হয়ে থাকে। গ্রাহকের চাকরিরত প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি এবং সেখানে গ্রাহকের পদমর্যাদার উপর নির্ভর করে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ব্যাংকের পাওনা আদায় করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

১. গ্রাহকের অনুরোধক্রমে তার নিয়োগকর্তা কর্তৃক তার বেতন হতে কর্তন করে ব্যাংকে পাঠানোর মাধ্যমে। এ ব্যাপারে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সম্মতিপত্র প্রদান করতে হয় ।

২. ব্যাংকের অনুকূলে প্রতিটি কিস্তির জন্য নির্দিষ্ট তারিখের ২৪টি পোস্ট-ডেটেড চেক গ্রাহকের নিকট থেকে নেয়া হয় এবং প্রতিটি চেক নির্দিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন করার মাধ্যমে আদায় করা হয় ।

জামানত

১. অন্যান্য চার্জ ডকুমেন্টস সম্পাদন ছাড়াও নিয়মিত মাসিক কিস্তি পরিশোধ করবে- এইমর্মে বিনিয়োগ গ্রাহককে লিখিত অঙ্গীকারনামা ব্যাংকের নিকট প্রদান করতে হয় ।

২. বিনিয়োগ-গ্রাহকের সম অথবা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদাসম্পন্ন সহকর্মীর নিকট থেকে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নেয়া হয়। উক্ত গ্যারান্টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা সত্যায়িত হতে হয় । এছাড়াও অন্য যে কোনো একজনের (পরিবারের সদস্য হলে ভালো হয়) ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দরকার হয়।

৩. স্বাধীন পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে একই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়।

৪. যেসব গ্রাহক জমি, দালানকোঠা ইত্যাদি বন্ধক রেখে ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করছেন, এ প্রকল্পের আওতায় তারা বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে চাইলে তাদেরকে বিদ্যমান সহায়ক জামানতের উপর অতিরিক্ত চার্জ প্রদান করতে হয় ।

৫. ব্যাংকের মুদারাবা হিসাবধারী বা মুদারাবা সঞ্চয়কারীগণ এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ চাইলে তাদের হিসাব/টিডিআর/মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড লিয়েন থাকে।

৬. দোকানদার/ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে অন্য দোকানদার/ব্যবসায়ী এবং তার স্ত্রী/স্বামী বা সন্তান/পরিবারের সদস্যের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়।

৭. ওয়েজ আর্নারদের ক্ষেত্রে তার স্ত্রী/স্বামী বা সন্তান/পরিবারের সদস্যের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ছাড়াও একজন সরকারী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়।

৮. ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তাদের পিতা-মাতার বা আইনসঙ্গত অভিভাবকের ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ত বিভাগের একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করতে হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল সনদপত্র ব্যাংকে জমা রাখতে হয় । ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক

www.pathagar.com

কিস্তি তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবককে পরিশোধ করতে হয় এবং বিনিয়োগ গ্রহণের পূর্বে এ ব্যাপারে পিতা-মাতা/অভিভাবকের অঙ্গীকারপত্র ব্যাংকে জমা দিতে হয়।

আবেদনের নিয়মাবলী

আগ্রহী আবেদনকারীদেরকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্রে আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ থাকতে হয়। ফরম ও স্কীমের নিয়ম-কানুনসম্বলিত পুস্তিকা নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে নির্ধারিত শাখা হতে সংগ্রহ করা যায়।

বিনিয়োগ তত্ত্বাবধান

এ প্রকল্পের আওতায় গ্রাহক নির্বাচন, বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায় এবং এর সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যাংক কমিশন ভিত্তিতে মেসার্স আনুদীপ সার্ভিসেস প্রা: লি:, ইবনে সিনা গ্রুপ ইনভেষ্ট কোম্পানী লি:, ফয়সল ইনভেষ্টমেন্ট ফাউন্ডেশন ও ক্রিসেন্ট কনসালটেন্টসকে নিয়োগ দান করেছে। তত্ত্বাবধানকারী সংস্থার কমিশন বার্ষিক নির্ধারিত হারে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ গ্রাহককে বহন করতে হয় ।

রিস্ক ফান্ড

ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণের উপর নির্ধারিত হারে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করে এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংকে একটি ফান্ড সৃষ্টি করা হয় । গ্রাহককে প্রদত্ত সামগ্রীর সত্যিকার অর্থে কোনো ক্ষতি হলে বা তা ধ্বংস হলে অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যাংকের বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য কারণে একেবারেই অক্ষম হলে তা উক্ত রিস্ক ফান্ড হতে পূরণ বা সমন্বয় করা হয়।

অন্যান্য নিয়ম

১. যদি কোনো গ্রাহক পরপর তিনটি কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে সংশ্লিষ্ট শাখা উক্ত গ্রাহককে প্রদত্ত সরঞ্জাম ব্যাংকের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসতে পারে।

২. সরবরাহকৃত সরঞ্জামের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স খরচ ইত্যাদি গ্রাহককে বহন করতে হয়।

৩. সরবরাহকৃত সরঞ্জামের যাবতীয় মেরামত ও সংরক্ষণ খরচ গ্রাহককে নিজে বহন করতে হয়।

৪. গ্রাহককে সরবরাহকৃত সরঞ্জাম যথাযথ যত্ন সহকারে ব্যবহার করতে হয় এবং তার কর্তৃত্বাধীনে থাকা অবস্থায় তার অসাবধানতা ও অবহেলা এবং অদক্ষ ব্যবহারজনিত কারণে উক্ত সরঞ্জামের কোনো ক্ষতি সাধিত হলে তার ক্ষতিপূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে দায়ী থাকতে হয়। উক্ত সরঞ্জাম

www.pathagar.com

সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হলে অথবা মেরামতের অনুপযুক্ত হয়ে পড়লে মুনাফাসহ ব্যাংকের পাওনা টাকা গ্রাহক অনতিবিলম্বে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন।

৫. গ্রাহককে প্রদত্ত সরঞ্জাম তাকে নিজে ব্যবহার করতে হয় এবং কোনো অবস্থায় অন্য কাউকে ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ভাড়ায় প্রদান বা তার দখল হস্তান্তর করা যায় না।

৬. প্রদত্ত সরঞ্জাম প্রয়োজনে ব্যাংকের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শিত হয়ে থাকে।

৭. বিনিয়োগ গ্রহণের সাথে সাথে গ্রাহককে বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তি সম্পাদনসহ অন্যান্য কাগজপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়।

৮. গ্রাহক তার কর্মক্ষেত্র বা/ও বাসস্থান পরিবর্তন করার সাথে সাথে তার নতুন ঠিকানা সংশ্লিষ্ট শাখাকে অবহিত করতে বাধ্য থাকেন।

ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প

চিকিৎসা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। অধিকাংশ শিশুই পুষ্টিহীনতার মধ্যে ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে ওঠে। পরবর্তীতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কারণে তারা সহজেই নানা রোগে আক্রান্ত হয়। দেশে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। শহর এলাকায় সীমিত পরিসরে কিছু চিকিৎসার সুযোগ থাকলেও গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই প্রায় বিনা চিকিৎসায় অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দেশের মেডিকেল কলেজগুলো থেকে সদ্য পাস করা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডাক্তার বর্তমানে বেকার। সরকারী চাকরির সুযোগ সীমিত হওয়ায় এসব নবীন ডাক্তারকে কর্মসংস্থানের অপেক্ষায় থাকতে হয়। এসব ডাক্তারকে আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের নিকট আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দেয়া এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও যেসব প্রবীণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেশের বিভিন্ন শহরে সীমিত চিকিৎসা-সরঞ্জামের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত আছেন, তাদেরকে প্রয়োজনীয় আধুনিক ও উন্নতমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনে দেয়ার ব্যবস্থা করে তাঁদের সেবার মান আরো বাড়িয়ে দেয়া এবং অধিকতর মানুষের কাছে আধুনিক চিকিৎসা পৌঁছে দেয়াও এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. চেম্বার, ক্লিনিক, ফার্মেসি প্রতিষ্ঠা ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বেকার মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

২. পাঁচজন ডাক্তারের সমন্বয়ে গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে সদ্য পাস করা বেকার মেডিকেল গ্রাজুয়েটদেরকে ক্লিনিক স্থাপনে সহযোগিতা করা।

৩. উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহের মাধ্যমে চিকিৎসার মান ও পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকদেরকে সহযোগিতা করা।

৪. জনসাধারণের মধ্যে উন্নত চিকিৎসা সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশেষায়িত চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহে বিশেষজ্ঞ ও কনসালটেন্ট চিকিৎসকদেরকে সহায়তা করা।

যোগ্যতা

১. সদ্য পাস করা মেডিকেল গ্রাজুয়েট যারা জেলা ও উপজেলা শহরসমূহে চেম্বার, ফার্মেসি ও ক্ষুদ্রায়তনের ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করতে চান।

২. জেলা ও অন্যান্য শহরে বসবাসকারী অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার যারা তাদের চিকিৎসার মান ও পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতে পারেননি।

৩. বিশেষজ্ঞ ও কনসালটেন্ট চিকিৎসক যারা সর্বাধুনিক ও বিশেষায়িত ধরনের চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে চান।

৪. সদ্য পাস করা মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট যারা গ্রুপ গঠন করে ক্লিনিক স্থাপন করতে চান।

৫. ডেন্টিস্ট, শিশু বিশেষজ্ঞ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি ও কনসালটেন্ট চিকিৎসকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ধরন

এ প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এক্স-রে যন্ত্রপাতি, ইসিজি যন্ত্রপাতি, আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন, সিটি স্ক্যান মেশিন, এম.আর.আই, প্যাথলজিক্যাল যন্ত্রপাতি, বায়ো ক্যামেস্ট্রি এনালাইজার, ডেন্টাল চেয়ার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, সার্জিক্যাল অপারেটিং যন্ত্রপাতি, এ্যাম্বুলেন্স, মটর সাইকেলসহ চিকিৎসাকার্যে ব্যবহার্য সকল প্রকার রোগ নির্ণায়ক ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি।

বিনিয়োগের সুযোগ

যে সব গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডাক্তার এখনো বেকার রয়েছেন অথবা বর্তমানে চাকরি করছেন কিন্তু চাকরি ছেড়ে দেশের কোনো জেলা শহর কিংবা উপজেলা শহরে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে আগ্রহী তাদের জন্য চেম্বার, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, ঔষধের দোকান, ক্লিনিক এবং গ্রামাঞ্চলে রোগী দেখার সুবিধার জন্যে মোটর সাইকেল বিনিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

www.pathagar.com

অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার যারা তাদের বর্তমান চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণে আগ্রহী, তাদেরকে সহজ শর্তে উন্নতমানের আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

বিশেষজ্ঞ ও কনসালটেন্ট চিকিৎসকদেরকে আধুনিক ও উন্নতমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিনিয়োগ দেয়া হয়।

এ প্রকল্পের আওতায় বিশেষজ্ঞ যেমন- দন্ত, চক্ষু, শিশু বিশেষজ্ঞসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাধারণ বিনিয়োগের দ্বিগুণ বিনিয়োগের সুবিধা প্রদানসহ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

বিনিয়োগের পরিমাণ ও মেয়াদ

ক্রঃ নং	ধরন	সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ	সর্বোচ্চ মেয়াদ
১.	জেলা শহরে বসবাসকারী আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ডাক্তার	টা. ৫.০০ লাখ	৫ বছর
২.	উপজেলা শহরে বসবাসকারী আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ডাক্তার	টা. ৫.০০ লাখ	৫ বছর
৩.	আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা (সরঞ্জামাদির) জন্য বিশেষজ্ঞ/ কনসালটেন্ট চিকিৎসক	টা. ১০.০০ লাখ	৫ বছর
৪.	ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি স্থাপন, মেশিনারি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য জিনিস ক্রয়ের জন্য বেকার নবীন গ্রাজুয়েট ডাক্তারদের গ্রুপ	প্রত্যেক ডাক্তারকে টা. ৫.০০ লাখ করে ৫ জন ডাক্তারের একটি গ্রুপকে সর্ব্বোচ্চ টা. ২৫.০০ লাখ	৫ বছর

অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার যদি আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের চিকিৎসার/ ডায়াগনস্টিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদেরকে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের জন্য সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়। অবশ্য ক্লিনিকের/ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অবস্থান, সুনাম, উদ্যোক্তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা ইত্যাদির উপর ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করবে। বিনিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর এবং গ্রাহকের ইক্যুইটি হবে ৩০%।

www.pathagar.com

ডেন্টিস্ট, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও কনসালটেন্ট চিকিৎসকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিনিয়োগের স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে অধিক বিনিয়োগ বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

শিক্ষিত বেকার নবীন ডাক্তারদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যারা নির্দিষ্ট সময়ে বা তার পূর্বে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করবেন তাদেরকে বিশেষ রেয়াত দেয়া হয়।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

- ❑ **হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক :** চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, মোটর সাইকেল ও অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয়/সংগ্রহের জন্য।
- ❑ **বাই-মুয়াজ্জাল :** চেম্বার, ক্লিনিক স্থাপন ও ওষুধপত্র ক্রয়ের জন্য ।

ইক্যুইটি

নতুন ডাক্তার (আত্মকর্মসংস্থানের আওতায়)	:	ন্যূনতম ১০%
প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার	:	ন্যূনতম ২০%
প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার	:	ন্যূনতম ৩০%

বিনিয়োগ পরিশোধের নিয়ম

ব্যাংকের বিনিয়োগ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় ।

- ❑ সরঞ্জামের ধরন, ক্লিনিকের অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে বিনিয়োগ মেয়াদের বাইরে ব্যাংক গ্রহণযোগ্য সময়সীমার জন্য গেস্টেশন পিরিয়ড ধার্য করে। গেস্টেশন পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর থেকে প্রথম কিস্তি শুরু হয়।
- ❑ গ্রাহক পর পর তিনটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং তার কারণ গ্রহণযোগ্য না হলে ব্যাংকের সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যাংক তার কর্তৃত্বাধীন নিয়ে নিতে পারে।

জামানত

- ❑ হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক পদ্ধতিতে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মালিকানা ব্যাংকের থাকে।
- ❑ ব্যাংকের সকল বিনিয়োগের বিপরীতে বিনিয়োগের কমপক্ষে সমমূল্যের স্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের নিকট জামানত হিসাবে বন্ধক দিতে হয় । তবে নতুন ডাক্তারদের আত্মকর্মসংস্থানের বেলায় (ক্লিনিক ব্যতীত) সম্পত্তির জামানত প্রদান করতে অপারগ হলে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির 'পার্সোনাল গ্যারান্টি ' দিতে হয়।

www.pathagar.com

- আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এবং পার্সোনাল গ্যারান্টির বিপরীতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকলে ডাক্তারদের গ্রাজুয়েট/পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেটের মূল কপি বিনিয়োগ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত জামানত হিসাবে ব্যাংকের নিকট জমা রাখতে হয়।

আবেদনের নিয়মাবলী

আগ্রহী ডাক্তারদের এবং ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারীদের ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে নিকটতম শাখার মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর পর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে ব্যাংক বিনিয়োগ মঞ্জুর করে।

যে কোনো বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন দেয়ার বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিতে সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল দেশ। বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও এ সম্পদের সঠিক আহরণ ও ব্যবহার না করার কারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নিচে কায়-ক্লেশে জীবন-যাপন করছে। শ্রমই তাদের একমাত্র অবলম্বন। এ জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশ কর্মক্ষম যুবসমাজ। তাদের অনেকেরই রয়েছে দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, কর্মোদ্যম, উৎসাহ-উদ্দীপনা, ঝুঁকি নেয়ার সাহস। কিন্তু দারিদ্র্য, অর্থাভাব ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে তারা তাদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে পারছে না। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আবার পুঁজির অভাবে নিজেদের পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে দেশে বেকার সমস্যাই শুধু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে না, বরং যুবসমাজও কর্মসংস্থানের কোনো উপায় না দেখে বিপথগামী হয়ে সমাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি কল্যাণমুখী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে শহর, শহরতলী ও গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা এবং অবহেলিত বেকার যুবকদের পুঁজি সরবরাহ করে স্বাবলম্বী ও সচ্ছল করে তোলার উদ্দেশ্যে 'ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুফলসমূহ অর্জন করা সম্ভব বলে ব্যাংক মনে করে।

- দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং এসবের অশুভ প্রভাব পর্যায়ক্রমে দূর করা।
- পুঁজি সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদেরকে স্বাবলম্বী ও তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।

www.pathagar.com

- ❑ বেকার যুবকদের জন্য উপার্জনমুখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ❑ যেসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের ঋণ বা বিনিয়োগ সুবিধা লাভ করতে পারেনি বা বিনিয়োগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা।

বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা

- ❑ বিনিয়োগ গ্রাহক যে শাখার মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করবেন, তাকে সে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হয় এবং তার বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও দোকান বা বিক্রয়কেন্দ্র থাকা জরুরী।
- ❑ যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা ইতোমধ্যেই ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন, কিন্তু পুঁজির স্বল্পতার জন্য তাদের ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে পারছেন না, তাদেরকেও এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।
- ❑ দরিদ্র ও সম্পদহীন বেকার যুবকবৃন্দ, যাদের দক্ষতা, উদ্যোগ, উদ্যম, সততা, শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষমতা এবং বিশেষ করে ব্যবসা পরিচালনার যোগ্যতা রয়েছে, তাদেরকেও এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।
- ❑ এ প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র ব্যবসা ছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং সেবা খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

বিনিয়োগ এলাকা

ব্যাংকের সকল শাখা তাদের প্রত্যেকের ১০ কিলোমিটার পরিসীমার মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। ক্ষেত্রবিশেষে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই করে শাখার আবেদনক্রমে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ এলাকা ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি করে থাকে।

বিনিয়োগ খাত

ক. **গবাদি পশু-পাখি ঃ** দুধালো গাভী, গরু মোটা-তাজাকরণ, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এবং হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন।

খ. **মৎস্য চাষ ঃ** মৎস্য খামার, মৎস্য চাষের জন্য পুকুর খনন ও পুনঃ খনন এবং ইজারা গ্রহণ।

গ. **কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ঃ** বেতের সামগ্রী, বাঁশের চাটাই ও অন্যান্য কাজ, মসলা, পাটের ব্যাগ ও পাটজাত সামগ্রী, ঘি, গুড়, আটা, ময়দা, নারিকেলের ছোবড়ার বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণ, তৈল নিষ্কাশন, আখ-

www.pathagar.com

ধান-ডাল মাড়াই, মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প ইত্যাদি।

ঘ. **শিল্প ও বিবিধ উৎপাদন ঃ** পোশাক তৈরি, বিভিন্ন ধরনের কারখানা, কনটেইনার উৎপাদন (প্লাস্টিক, ধাতব, কাঁচ ইত্যাদি), রিকশা, রিকশা ভ্যান ও রিকশার হুড প্রস্তুত ও মেরামতকরণ, আসবাবপত্র নির্মাণ, লেপ-তোষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী, নৌকা নির্মাণ ও মেরামতকরণ, কামারের কাজ, ববিন নির্মাণ (প্লাস্টিক, ধাতব ইত্যাদি) সুতা তৈরি, তাঁত বুনন (সার্টিং, শাড়ি, ন্যাপকিন, পর্দা ইত্যাদি), তাঁতের ক্ষুদ্রাংশ তৈরি, মোমবাতি প্রস্তুতকরণ, তৈলবীজ মাড়াই কল নির্মাণ, ঝুড়ি প্রস্তুতকরণ, লৌহজাত গৃহসামগ্রী নির্মাণ, বিভিন্ন ধরনের লোহার সামগ্রী (তারকাটা, তারের জাল ইত্যাদি) তৈরি করা, দড়ি পাকানো, টুপি সেলাই, চানাচুর, আঠা তৈরিকরণ, গরু-মহিষের গাড়ি, টাঙ্গা, আইসক্রিম/স্কুল/অন্যান্য ভ্যান নির্মাণ ও মেরামতকরণ।

ঙ. **ব্যবসা/দোকান ঃ** ধান-চাল, ডাল, লবণ, গোলমরিচ, শাক-সবজি, গুড়, জ্বালানি কাঠ, খাম্বা, মুরগি, মাছ, শুটকী, গবাদিপশু, কলা, পেঁয়াজ, সুপারি, পান, মৌসুমী ফলমূল, বাঁশ, দুধ, সার, চা, গোল আলু, নারিকেল, মশলা, স্টেশনারী দ্রব্যসামগ্রী, বাসন-কোসন, লুঙ্গী, কাপড়, শাড়ী, সরিষা বীজ ও তৈল, ইট, যন্ত্রাংশ, আদা, তেলের পিঠা, চামড়া, পাটজাত সামগ্রী, সেকেন্ডহ্যান্ড কাপড়, কার্পাস তুলা, চীনাবাদাম, কাপড়ের ঝুড়ি বা থলে, সুতা, নারিকেলের ছোবড়া ও বাঁশের তৈরি সামগ্রী, স্লিপার ও জুতা, বীজ ও চারা, মৃৎশিল্প সামগ্রী, মৌসুমী কৃষিজাত পণ্য, হাতা ও খুন্তি জাতীয় সামগ্রী, গম, নারিকেলের তেল, রেস্তোরাঁ ও হোটেল, মধু, আখ, স্টোভ, রূপা, মাছের খাবার, গবাদি পশুর খাবার, রসুন, বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী, ক্রোকারিজ, ওষুধ, হার্ডওয়ার, লৌহজাত সামগ্রী, মিষ্টি, বাইসাইকেল/ রিকশা/ রিকশা ভ্যানের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, স্যানিটারী সামগ্রী, কাঁচ, ঘড়ি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বই, গেঞ্জি, আন্ডারওয়ার, গামছা, তোয়ালে, মোজা ও রুমাল, চামড়াজাত সামগ্রী, এ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী, হোমিও ঔষধ, চশমা, বেকারী সামগ্রী ইত্যাদি, দোকান, চায়ের স্টল, ম্যাগাজিন/সংবাদপত্র স্টল, জুতার স্টোর।

চ. **পরিবহণ ঃ** রিকশা, রিকশা ভ্যান, গরুগাড়ি/মহিষের গাড়ি/টাঙ্গা, দেশী নৌকা, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ক্রয়।

ছ. **সেবা ঃ** লন্ড্রী, আটা-ময়দার কল, মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ, মটর পাম্পিং দোকান, মসলা গুঁড়া করার কল, ধান-ডাল মাড়াই কল, করাত

www.pathagar.com

কল, ডাইং ও প্রিন্টিং, সাইনবোর্ড পেইন্টিং দোকান, সুতা গুটানোর কারখানা, ঘড়ি মেরামতের দোকান, টিভি, রেডিও ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী মেরামতের দোকান, রেফ্রিজারেটর মেরামতের দোকান, সরিষার তেল উৎপাদনের দোকান।

জ. **কৃষি সরঞ্জাম ও বনায়ন ঃ** হস্তচালিত নলকূপ ক্রয়, চাষাবাদ, শাক-সবজির বাগান, আখের ক্ষেত, লিচু বাগান, আম ও কাঁঠাল, সুপারি, পেয়ারা, আনারস ও অন্যান্য ফলের বাগান ক্রয়/ইজারা, বীজ ও চারা ক্রয়, রেশম গুটি, মৌমাছি পালন, মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ।

ঝ. **বিবিধ ঃ** মুদ্রণ, প্যাকেজিং, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য (ব্যবসা ব্যতীত) কম্পিউটার, ফটোস্ট্যাট মেশিন, গ্রাফিক প্রিন্টিং-এর জন্য গ্রাফিক ক্যামেরা ও কন্ট্রাক্ট মেশিন, টেইলারিং দোকানের জন্য সেলাই মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, বলপেন শিল্পের জন্য মেশিনারি, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যাংকের শাখা কর্তৃক গ্রহণযোগ্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি।

বিনিয়োগের পরিমাণ

- ❑ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন শাখাসমূহের জন্য-
  গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহকপ্রতি সর্বোচ্চ টাঃ ১,০০,০০০/-
- ❑ অন্যান্য বিভাগীয়/জেলা সদরে অবস্থিত শাখাসমূহের জন্য-
  গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহকপ্রতি সর্বোচ্চ টাঃ ৭৫,০০০/-
- ❑ বিভাগীয় ও জেলা সদর ব্যতীত অন্যান্য শাখা
  গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহকপ্রতি সর্বোচ্চ টাঃ ৫০,০০০/-

বিনিয়োগ পদ্ধতি

- ❑ **হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক** : সব ধরনের যন্ত্রপাতি ও পরিবহণ খাতের জন্য।
- ❑ **বাই-মুয়াজ্জাল (টিআর)** : দোকানদারী, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদনের কাঁচামালের জন্য।

বিনিয়োগের মেয়াদ

হায়ার পার্চেজ শিরকাতুল মিলক-এর জন্য : সর্বোচ্চ ২৪ মাস।

বাই-মুয়াজ্জাল (টিআর)-এর জন্য : সর্বোচ্চ ১২ মাস।

গ্রাহকের ইক্যুইটি

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক্-এর জন্য : যন্ত্রপাতি/পরিবহণের মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ২০%।

বাই-মুয়াজ্জাল (টিআর)-এর জন্য : প্রযোজ্য নয়।

www.pathagar.com

জামানত

৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে-

- ❑ মালের বর্তমান ও ভবিষ্যত স্টকের হাইপোথিকেশন এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মালিকানা ব্যাংকের নামে থাকে।
- ❑ ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সম্মানিত ২ (দুই) জন ব্যক্তি/সুপরিচিত ব্যবসায়ীর পার্সোনাল গ্যারান্টি ব্যাংকে জমা দিতে হয়।
- ❑ বিনিয়োগের লাভজনকতা এবং গ্রাহকের সামর্থ্য ও বিশ্বস্ততা বিবেচনা করে সহায়ক জামানতের বিষয়টি শিথিল করা হয়ে থাকে।
- ❑ ৩০ হাজার টাকার উপরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে- এ ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের নিকট সহায়ক জামানত হিসাবে বন্ধক রাখতে হয় ।
- ❑ বর্তমান/ভবিষ্যৎ স্টকের হাইপোথিকেশন এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মালিকানা ব্যাংকের নামে থাকে।

গ্রুপ গ্যারান্টি

বিনিয়োগ-গ্রাহকদের গ্রুপ গঠনে উৎসাহিত করা হয় । কমপক্ষে ৫ জন সদস্য নিয়ে একটি গ্রুপ গঠিত হয়। গ্রুপের প্রত্যেক সদস্য তার গ্রুপের অন্য সদস্যদের বিনিয়োগের ব্যাপারে গ্যারান্টি দেয়। এভাবে সদস্যগণকে যৌথভাবে ও পৃথকভাবে বিনিয়োগ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল হতে হয়।

বিনিয়োগ পরিশোধ পদ্ধতি

- ❑ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক্ বিনিয়োগের জন্য : মাসিক কিস্তিভিত্তিক।
- ❑ বাই-মুয়াজ্জাল (টিআর) বিনিয়োগের জন্য : মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাষিক/এককালীন মেয়াদপূর্তির তারিখের মধ্যে একসাথে (ব্যবসার ধরন ও গ্রাহকের পরিশোধক্ষমতা বিবেচনা করে ব্যাংকের শাখা যেটি যথাযথ মনে করে)।
- ❑ টা: ৩০,০০০/- পর্যন্ত বিনিয়োগ (উভয় বিনিয়োগ পদ্ধতির জন্য) : যে সমস্ত বিনিয়োগ সহায়ক জামানত ব্যতীত শুধুমাত্র পার্সোনাল গ্যারান্টির বিপরীতে মঞ্জুর করা হয় তা অবশ্যই মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।
- ❑ পোস্ট ডেটেড চেক : সর্বক্ষেত্রে বিনিয়োগ পুরো সময়কাল পর্যন্ত মাসিক কিস্তির পরিমাণ উল্লেখ করে গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষরিত পোস্ট ডেটেড চেক ব্যাংকে জমা দিতে হয়।

www.pathagar.com

ঝুঁকি তহবিল বা রিস্ক ফান্ড

এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণের উপর নির্ধারিত বার্ষিক হারে আদায় করে একটি ঝুঁকি তহবিল বা রিস্ক ফান্ড সৃষ্টি করা হয়। ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো কারণে গ্রাহক ব্যাংকের টাকা আদায়ে অসমর্থ হলে কিংবা বিনিয়োগকৃত সামগ্রীর বাস্তব ক্ষতি সাধিত হলে ঝুঁকি তহবিল থেকে তা পূরণ করা হয়।

সঞ্চয়ী হিসাব

প্রত্যেক গ্রাহককে বাধ্যতামূলকভাবে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হয়। প্রত্যেককে প্রতি হাজার টাকা বিনিয়োগের উপর মাসে ১০ টাকা হারে এই সঞ্চয়ী হিসাবে জমা গড়ে তুলতে হয়। এই হিসাবের জন্য কোনো চেক বই ইস্যু করা হয় না। গ্রাহকের অন্য কোনো দায়-দেনা না থাকলে এই হিসাব থেকে টাকা তোলা যায়।

তত্ত্বাবধান

এ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক মাঠপর্যায়ের সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এ জন্য গ্রাহককে বিনিয়োগের সময় এর উপর বার্ষিক নির্ধারিত হারে তত্ত্বাবধান ফি প্রদান করতে হয়।

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

সংশ্লিষ্ট শাখা বিনিয়োগ-গ্রাহকদের নিয়ে মাঝে-মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করে থাকে এবং প্রকল্পের সাফল্য, তাদের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের ব্যবস্থা করে।

আবেদনের নিয়মাবলী

আগ্রহী বিনিয়োগপ্রার্থী ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে তার নিকটতম ব্যাংক শাখায় যোগাযোগ করে বিনিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারে। প্রার্থীকে দৈনিক বিক্রয়ের টাকা জমাদানের জন্য একটি চলতি হিসাব ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের জন্য একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব-এই দু'টি হিসাব খুলতে হয়। শাখা কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ-প্রার্থীর আবেদন সার্বিক মূল্যায়নের পর যথাযথ ব্যবস্থা করেন।

গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প

মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা আবাসন। গৃহ একটি সুখের নীড়, সুখময় গৃহায়ণের ব্যবস্থা করতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এ প্রকল্প।

বর্তমানে দেশে বিশেষ করে শহর এলাকায় আবাসন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে । নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও কখনো কখনো উচ্চ মধ্যবিত্তদের পক্ষেও নিজস্ব সীমিত আয়ের মধ্যে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠে না। দেশের

www.pathagar.com

বর্তমান আবাসন সমস্যা লাঘবে এবং সীমিত আয়ের চাকরিজীবী ও পেশাজীবীদের গৃহায়ণে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে।

উদ্দেশ্য

- ❑ ব্যাংকের অনুসৃত নীতি অনুসারে বিনিয়োগের সুফল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া।
- ❑ দেশের বর্তমান গৃহায়ণ সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা।
- ❑ সীমিত আয়ের চাকরিজীবী ও পেশাজীবীদের নিজস্ব গৃহায়ণের ব্যবস্থা করতে সহযোগিতা করা।
- ❑ ব্যাংকের বিনিয়োগ পরিমাণ, খাত ও ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী সর্বত্র সম্প্রসারণ করা।
- ❑ যে সব ব্যক্তি সুদ-ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে চান না, সে সব ব্যক্তির জন্য ইসলামী শরীয়াহ্সম্মত বিনিয়োগ সুবিধা সহজলভ্য করা।

যোগ্যতা

নিম্নোক্ত পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ এ প্রকল্প থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের আবেদন করতে পারেন ঃ

১. প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা।
২. সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা।
৩. বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক।
৪. গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবী।
৫. বহুজাতিক কোম্পানী, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা, সাহায্যদাতা এজেন্সি ও খ্যাতনামা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর কর্মকর্তা।
৬. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্টেন্ট, শিক্ষক ও অন্যান্য সম্মানিত পেশাজীবী।

- ❑ যে জমির উপর বাড়ি নির্মাণ করা হবে তা গ্রাহকের নিজস্ব হতে হবে। ইজারাকৃত সম্পত্তি অবশ্যই ৯৯ বছরের জন্য এবং তা আইনসিদ্ধভাবে ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখার যোগ্য হতে হয়।
- ❑ চাকরিরত বিনিয়োগ গ্রাহকের ক্ষেত্রে তার অবসর গ্রহণের পূর্বে চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে ৫ বছর থাকতে হয়।
- ❑ গ্রাহকের তুলনায় ব্যাংকের বিনিয়োগের স্বল্প হার, তুলনামূলকভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ কম, জমির/ফ্ল্যাটের ভালো অবস্থান, আর্থিক

www.pathagar.com

লাভজনকতা ও গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধে সক্ষমতা যাচাইয়ের পর ব্যাংকের অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

টার্গেট এলাকা

প্রাথমিক পর্যায়ে এ প্রকল্প ৫টি শহরে বাস্তবায়িত হয়েছে : ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা, রাজশাহী মেট্রোপলিটন এলাকা, খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকা এবং সিলেট পৌর এলাকা। পরবর্তীতে অন্যান্য জেলা সদর ও বাণিজ্য কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে এই প্রকল্প সম্প্রসারণের চিন্তা-ভাবনা ব্যাংকের আছে।

বিনিয়োগ পরিধি ও পরিমাণ

- ❑ নিজ জমিতে নতুন বাড়ি নির্মাণ, নির্মিত বাড়ি/এপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাট ক্রয় এবং নির্মিত/নির্মিতব্য বাড়ি সম্প্রসারণ/নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।
- ❑ যে সম্পত্তির উপর গৃহনির্মাণ করা হবে তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকার যথাযথ কর্তৃপক্ষ যেমন রাজউক, সিডিএ, আরডিএ, কেডিএ ইত্যাদির দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়।
- ❑ বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে নির্মাণ কাজের পরিধি ও আয়তন, সম্পত্তি থেকে সম্ভাব্য আয় ও পাওনা পরিশোধের ক্ষমতা, সিকিউরিটির মূল্য ইত্যাদির উপর। বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপভাবে সীমাবদ্ধ :
  - ক. গ্রাহকের নিজের জমিতে নতুন বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে : ব্যাংকের বিনিয়োগ হবে মোট বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৬০% যা কোনোভাবেই ৩০ লক্ষ টাকার বেশি নয়।
  - খ. এপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট বা নির্মিত বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে : ব্যাংকের বিনিয়োগ হবে মোট বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৫০%, যা কোনোভাবেই ২০ লক্ষ টাকার বেশি নয়।
- ❑ উপরিউক্ত সর্বোচ্চ বিনিয়োগ লাভের পরও কোনো গ্রাহক ইসলামী ব্যাংকের টিডিআর ও মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড, যে কোনো তফসিলী ব্যাংকের মেয়াদী আমানত, ওয়েজ আর্নার্স বন্ড, আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট, জাতীয় ও প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক গ্যারান্টি ইত্যাদি জামানত হিসাবে প্রদান করলে উল্লিখিত জামানতের বিপরীতে ব্যাংক সর্বোচ্চ বিনিয়োগের অতিরিক্ত এবং জামানত মূল্যের সমপরিমাণ (১০০%) বিনিয়োগ প্রদান করতে পারে।

www.pathagar.com

বিনিয়োগ পদ্ধতি

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক্‌।

বিনিয়োগের মেয়াদ

- ❑ সাধারণভাবে সকল বিনিয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১৫ বছর। তবে গ্রাহকের প্রস্তাব, বিনিয়োগের পরিমাণ (যার জন্য আবেদন করা হয়েছে) এবং প্রকল্প বা গ্রাহকের পাওনা পরিশোধের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।
- ❑ নির্মাণ কাজ ও ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত নির্মাণকালীন সময় (গেস্টেশন পিরিয়ড) দেয়া হয়।

ব্যাংকের ভাড়া

ব্যাংক তার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিনিয়োগের উপর ভাড়া ধার্য করে। যে সব গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা কিস্তি নিয়মিত প্রদান করে যথাসময়ে বা সময়ের পূর্বেই সমুদয় পাওনা পরিশোধ করেন, তাদেরকে নিয়মমাফিক লাভ/ভাড়ার উপর রিবেট প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিনিয়োগ প্রদানের নিয়মাবলী

ব্যাংক মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগের অর্থ পে-অর্ডারের মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহকারী/এপার্টমেন্ট মালিক/নির্মিত বাড়ির মালিককে সরাসরি অথবা বিনিয়োগ গ্রাহকের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় :

- ❑ এপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাট/নির্মিত বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার পূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য শাখায় গ্রাহকের ইক্যুইটি জমা দিতে হয় অথবা গ্রাহকের বিনিয়োগের সমর্থনে দালিলিক প্রমাণ পেশ করতে হয়।
- ❑ নিজ জমিতে বাড়ি নির্মাণ অথবা বিদ্যমান বাড়ির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের প্রকৃত বিনিয়োগের মূল্যায়ন চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।
- ❑ গ্রাহককে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বৈধ প্ল্যান দাখিল করতে হয় এবং যেখানে প্রয়োজন সম্পত্তির মর্টগেজ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিও দাখিল করতে হয়।
- ❑ মর্টগেজ প্রদানসহ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দলিলপত্র সম্পাদন ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। সংশ্লিষ্ট মর্টগেজ ও বিক্রয় চুক্তি এবং অন্যান্য দলিল ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আইনজীবী কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হতে হয়।

www.pathagar.com

ব্যাংকের পাওনা আদায়

- নির্মাণ-সময়সীমা (গেস্টেশন পিরিয়ড) শেষ হওয়ার পর পরই মাসিক কিস্তিতে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ শুরু করতে হয়। এই প্রেক্ষিতে গ্রাহককে বিনিয়োগের পুরো সময়কাল পর্যন্ত মাসিক কিস্তির পরিমাণ উল্লেখ করে পোস্টডেটেড চেক ব্যাংকে জমা দিতে হয়। প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে উল্লিখিত মাসের চেক জমা করে মাসিক কিস্তির টাকা আদায় করা হয়।
- গ্রাহক যদি মাসিক কিস্তি দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে প্রয়োজনবোধে ব্যাংক যাতে ভাড়াগ্রহীতাদের নিকট থেকে মাসিক ভাড়া আদায় করতে পারে সে জন্য গ্রাহককে একটি অপ্রত্যাহারযোগ্য সাধারণ আম মোক্তারনামা ব্যাংকের অনুকূলে প্রদান করতে হয়।

জামানত

- বিনিয়োগের বিপরীতে গ্রাহক, তার স্ত্রী/স্বামী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও সাবালক সন্তানাদির ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দিতে হয়।
- নির্মিতব্য/নির্মিত ভবনসহ জমি/এপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাট/বাড়ি ব্যাংকের নিকট মর্টগেজ দিতে হয়।
- বিনিয়োগ গ্রাহক ও তার পোষ্য/মনোনীত উত্তরাধিকারী ব্যাংকের নিকট এইমর্মে অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হয় যে, বিনিয়োগ-গ্রাহকের অবসর গ্রহণকালে যদি তার বিনিয়োগ অপরিশোধিত থাকে, তাহলে তার প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ অবসরকালীন সুবিধাবলী গ্রাহকের অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর পূর্বে ব্যাংকের গৃহায়ণ বিনিয়োগের দায় পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হবে।

আবেদনের নিয়মাবলী

- আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত শাখার মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা ও প্রকল্পের লাভজনকতা যাচাইয়ের পর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলেই কেবল ব্যাংক বিনিয়োগ মঞ্জুর করে।
- যে কোনো বিনিয়োগ-প্রস্তাব অনুমোদন দেয়ার বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

এ কর্মসূচির আওতায় গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্পের বাইরে অন্যান্য পেশাজীবী, চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের বাড়ি নির্মাণ, নির্মিত বাড়ি মেরামত ও বর্ধিতকরণ, ব্যবসা কেন্দ্র/বিপণী বিতান নির্মাণ, এ্যাপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাট নির্মাণে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশের সকল পৌর এলাকায় অবস্থিত শাখার কমান্ড এরিয়ার মধ্যে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প

সড়ক ও নৌ-পরিবহণ ব্যবসায় নিয়োজিত অভিজ্ঞ সফল ব্যবসায়ী ও এ খাতে যোগ্য নতুন উদ্যোক্তাদের পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প-এর আওতায় বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ক্রয়ে সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। এছাড়া রয়েছে বহুজাতিকসহ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সংস্থা এবং সচ্ছল চাকরিজীবী ও পেশাজীবীদেরকে বিভিন্ন প্রকার যানবাহন মালিকানা লাভের সুবিধাসহ ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ❑ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।
- ❑ বর্তমান পরিবহণ সমস্যা লাঘবে সহায়তা দান।
- ❑ সীমিত আয়ের স্বচ্ছল চাকরিজীবী ও পেশাজীবীদের নিজস্ব যানবাহন ক্রয়ে সহায়তা দানের মাধ্যমে তাদের পেশাগত ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।

পরিবহণের ধরন

সড়ক পরিবহণ

- ❑ বাস, ট্রাক, মিনিবাস।
- ❑ প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, জীপ।
- ❑ অটোরিক্সা, টেম্পো, পিক-আপ-ভ্যান।

এ্যাম্বুলেন্স

নৌ-পরিবহণ

- ❑ সর্বোচ্চ ৫০০ টনের কার্গো ভ্যাসেল।
- ❑ অনধিক ৮০০ টনের সমুদ্রগামী ভ্যাসেল।
- ❑ যাত্রীবাহী লঞ্চ।

টার্গেট গ্রুপ

- ❑ বাস/ ট্রাক/মিনিবাস

  পরিবহণ ব্যবসায় নিয়োজিত সফল ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান এবং পরিবহণকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক যোগ্য ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান।
- ❑ প্রাইভেট কার/মাইক্রোবাস/জীপ
  - ❖ সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা।
  - ❖ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

- ❖ প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা।
- ❖ পেশাজীবী : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার।
- ❖ পরিবহণ খাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যারা পরিবহণ (রেন্ট এ কার) ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন বা আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

❑ **অটোরিক্সা/টেম্পো/পিক-আপ ভ্যান**

যে সব ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে পরিবহণ ব্যবসায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং যোগ্য সম্ভাবনাময় যেসব ব্যক্তি/ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র পরিবহণকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী, তারা অটোরিক্সা, টেম্পো, পিক-আপ ভ্যান ক্রয়ে বিনিয়োগ লাভের জন্য আবেদন করতে পারেন।

❑ **এ্যাম্বুলেন্স ঃ** প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিক ও হাসপাতাল।

❑ **নৌ-পরিবহণ ঃ** নৌ-পরিবহণ ব্যবসায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল ব্যবসায়ী বা ব্যক্তি।

প্রকল্পভুক্ত এলাকা

- ❑ **সড়ক পরিবহণ ঃ** ব্যাংকের সকল শাখা।
- ❑ **নৌ-পরিবহণ ঃ** নৌ-বন্দর এলাকায় অবস্থিত শাখাভুক্ত এলাকাসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক্।

ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ও গ্রাহকের ইক্যুইটি

ক্রমিক নং	পরিবহণের ধরন	ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ	গ্রাহকের ইক্যুইটি
১.	মাইক্রোবাস/জীপ/প্রাইভেট কার	৭০%	৩০%
২.	বাস/ট্রাক/মিনিবাস	৬০%	৪০%
৩.	নৌ-পরিবহণ	৫০%	৫০%
৪.	অটোরিক্সা/টেম্পো/পিক-আপ ভ্যান/এ্যাম্বুলেন্স	৫০%	৫০%

চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখা হয় যাতে বিনিয়োগের বিপরীতে মাসিক কিস্তির পরিমাণ গ্রাহকের মাসিক মোট বেতনের ৪০%-এর বেশি না হয়।

www.pathagar.com

বিনিয়োগের মেয়াদ

পরিবহণ হস্তান্তরের পর থেকে সর্বোচ্চ ৩ বছর।

ব্যাংকের ভাড়া

ব্যাংক তার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিনিয়োগের উপর ভাড়া ধার্য করে । যে সব গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা কিস্তি নিয়মিত প্রদান করে যথাসময়ে বা তার পূর্বেই সমুদয় পাওনা পরিশোধ করেন, তাদেরকে নিয়ম-মাফিক ভাড়ার উপর রিবেট প্রদান করা হয়।

জামানত

- ভাড়াসহ বিনিয়োগ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত পরিবহণের মালিকানা ব্যাংকের নামে থাকে।
- স্থায়ী সম্পত্তির সহায়ক জামানত প্রদান করতে হয়।
- সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশন- এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পার্সোনাল গ্যারান্টি এবং বেসরকারী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা/চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক কর্পোরেট গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়।

বিনিয়োগ প্রদানের নিয়মাবলী

- ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত অর্থ গ্রাহকের ইক্যুইটিসহ পরিবহণ সরবরাহকারীকে সরাসরি প্রদান করা হয়।
- বিনিয়োগের পূর্বে গ্রাহকের ইক্যুইটি ও নগদ জামানত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা করতে হয়।
- বিনিয়োগের পূর্বে গ্রাহককে মর্টগেজ প্রদানসহ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দালিলিক নিয়ম-কানুন সম্পাদন করতে হয়।
- পরিবহণের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চেসিস ও বডি নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ।

পরিদর্শন

পরিবহণের সামগ্রিক ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য যে কোনো সময় যেখানে পরিবহণ রয়েছে সেখানে ব্যাংক বা তার নিযুক্ত এজেন্টের প্রবেশাধিকার থাকতে হয়।

ব্যাংকের বিনিয়োগ আদায়

- ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত গেস্টেশন পিরিয়ডের পর পরই ব্যাংকের পাওনা মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হয়।
- বিনিয়োগের পুরো মেয়াদকালের মাসিক কিস্তির পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পোস্টডেটেড চেক ব্যাংকে জমা দিতে হয়।

www.pathagar.com

প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে উল্লিখিত মাসের চেকের মাধ্যমে ব্যাংক মাসিক কিস্তির টাকা আদায় করে।

- ❑ গ্রাহক যদি তিনটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে পরিবহণ ফেরত নিয়ে তা বিক্রয় করতে বা অন্য কোনো গ্রাহকের নিকট ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী হস্তান্তর করতে পারে। পরিবহণ বিক্রয় বা হস্তান্তরের পর যদি ব্যাংকের কোনো পাওনা থাকে, গ্রাহককে তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকতে হয়।

পরিবহণের মেরামত, সংরক্ষণ ও অন্যান্য

পরিবহণের যথাযথ যত্ন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে গ্রাহককে সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকতে হয় এবং এর যে কোনো মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য যাবতীয় ব্যয় গ্রাহককেই বহন করতে হয়। পরিবহণের যে কোনো ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য গ্রাহক দায়ী হন এবং এর পুরোপুরি ক্ষতি বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন।

রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য

- ❑ পরিবহণের রেজিস্ট্রেশন ব্যাংকের নামে থাকতে হয় । রেজিস্ট্রেশন, প্রাথমিক ট্যাক্স-টোকেন, রুট পারমিট, ফিটনেস, বীমাসহ যাবতীয় খরচ গ্রাহককে বহন করতে হয় এবং প্রতি বছর সেগুলোর নবায়ন করতে হয়।
- ❑ এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অন্যান্য নিয়মও গ্রাহককে মেনে চলতে হয়।

আবেদনের নিয়মাবলী

আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ ব্যাংকের যে কোনো শাখায় বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। ব্যাংক বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী এই আবেদনপত্র বিবেচনা করে বিনিয়োগ মঞ্জুর ও প্রদান করে।

কার বিনিয়োগ প্রকল্প

আধুনিককালে কার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবীদের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় পরিবহণ হিসেবে বিবেচিত। এ শ্রেণীর লোকেরা নিজস্ব উৎস থেকে এককালীন সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে কার কিনতে পারেন না। সরকারী, আধাসরকারী সংস্থা ও কর্পোরেশনের মধ্যম ও উচ্চ শ্রেণীর কর্মকর্তা, কোনো বড় কোম্পানী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং বিভিন্ন পেশাজীবী লোকের সহজ শর্তে পরিবহণ চাহিদা মেটানের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কার বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য

- ❑ বিভিন্ন সংস্থা, কোম্পানী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা পরিচালকের চাহিদা মেটানো, যারা নিজের তহবিল দ্বারা এককালীন মূল্য পরিশোধ করে গাড়ি কিনতে পারেন না।
- ❑ উল্লিখিত শ্রেণীর লোকেরা যাতে সহজ কিস্তিতে গাড়ি কিনতে পারেন এবং পরবর্তীতে সেই কারের মালিক হতে পারেন।
- ❑ সরকারী খাতের উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং সীমিত আয়ের পেশাজীবী লোকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং বেসরকারী খাতে পরিবহণ সমস্যা হ্রাসে সহযোগিতা করা।
- ❑ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধার পরিধি সম্প্রসারণ।
- ❑ আকার, খাত ও পরিমাণগত দিক দিয়ে বিনিয়োগ পোর্টফলিও বহুমুখীকরণ।

গ্রাহকের যোগ্যতা

নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের স্থায়ী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নির্বাহীগণ :

- ❑ **ক্যাটাগরী 'ক'**
  - ➢ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।
  - ➢ আধাসরকারী সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশনসমূহ।
  - ➢ ব্যাংকসমূহ।
  - ➢ বিডিআর, পুলিশ ও আনসারসহ সশস্ত্র বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারগণ।
  - ➢ বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ।
  - ➢ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহীবৃন্দ।
  - ➢ বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের নির্বাহীবৃন্দ।
  - ➢ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি পেশাজীবীগণ।
  - ➢ খ্যাতনামা স্থানীয় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীসমূহের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ। এক্ষেত্রে সহকর্মীদের ব্যক্তিগত জামানত ছাড়াও কর্পোরেট গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়।
  - ➢ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদির শিক্ষকবৃন্দ।
- ❑ **ক্যাটাগরি 'খ'**
  - ➢ বড় কোম্পানী ও সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী সংস্থার নির্বাহীগণ এবং পরিচালকবৃন্দ।

www.pathagar.com

- সন্তোষজনক আয়ের অন্যান্য সকল পেশাজীবী গ্রুপের সদস্যগণ।
- মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত বাড়ির মালিকগণ যারা বাড়ি থেকে পর্যাপ্ত আয় (ভাড়া) পেয়ে থাকেন।
- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভালো বিনিয়োগ গ্রাহকগণ।

উভয় ক্যাটাগরির গ্রাহকদের বেলায় তাদের বয়স ২৭ থেকে ৫০-এর মধ্যে হতে হয়। চাকরিজীবীদের বেলায় কমপক্ষে ৫ বছর চাকরির মেয়াদ থাকতে হয়। সকল ক্ষেত্রেই ব্যাংকের কিস্তির টাকা সন্তোষজনকভাবে যথাসময়ে প্রদান করার সামর্থ্য থাকতে হয়। ব্যাংক অযোগ্য মনে করলে যে কোনো প্রস্তাব বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

কার-এর ধরন ও ক্রয় পদ্ধতি

- এই প্রকল্পের আওতায় আমদানী নীতি অনুযায়ী আমদানীকৃত বিখ্যাত ব্রান্ডের নতুন বা ৪ বছরের অধিক পুরাতন নয়-এমন *রিকন্ডিশন্ড কার* কেনা যায়।
- আগ্রহী গ্রাহককে ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদনপত্র যথারীতি পূরণ করে কমপক্ষে পৃথক তিনটি প্রকৃত কার ডিলার/আমদানীকারী বিক্রেতার দরপত্রসহ পেশ করতে হয়। ব্যাংকের এই প্রকল্পে নিযুক্ত কোনো তত্ত্বাবধানকারী এজেন্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ব্যবসায় জড়িত থাকতে পারে না ।

বিনিয়োগ পরিধি

গাড়ি কেনার জন্য গাড়ির মূল্যের ৭০% ব্যাংক এবং ৩০% গ্রাহককে দিতে হয়। ব্যাংক সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ দিয়ে থাকে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ও ইন্স্যুরেন্স ব্যাংকের নামে করা হবে। ব্লু-বুক রেজিস্ট্রেশন, ফার্স্ট পার্টি ইন্স্যুরেন্স, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সার্টিফিকেট ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় গ্রাহককে বহন করতে হয়।

গ্রাহকের ইক্যুইটি

ব্যাংক বিনিয়োগ হস্তান্তর করার আগেই গ্রাহককে গাড়ির মূল্যের ৩০% ব্যাংকে জমা দিতে হয়।

মেয়াদ

বিনিয়োগ মেয়াদ নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর এবং *রিকন্ডিশন্ড* গাড়ির ক্ষেত্রে চার বছর। বিনিয়োগ হস্তান্তর বা গ্রাহকের নিকট গাড়ি হস্তান্তর যেটি আগে হবে সেদিন থেকে মেয়াদ গণনা করা হয়।

www.pathagar.com

বিনিয়োগের ধরন

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক্‌।

জামানত

এই প্রকল্পের অধীনে ব্যাংক নিম্নবর্ণিত জামানত গ্রহণ করে থাকে।

'ক' ক্যাটাগরির গ্রাহকদের ক্ষেত্রে

- ❑ বিনিয়োগ গ্রাহকের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।
- ❑ বিনিয়োগ গ্রাহকের সমপর্যায় বা তার উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তার ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।
- ❑ বিনিয়োগ গ্রাহক যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, সে প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্যারান্টি সত্যায়িত করতে হয়।
- ❑ বিনিয়োগ গ্রাহক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে চাকরিরত হলে নিয়োগকর্তার ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।
- ❑ গ্রাহকের চাকরি স্থায়ী-এইমর্মে গ্রাহকের নিয়োগকর্তার সার্টিফিকেট দিতে হয়। এই সার্টিফিকেটে গ্রাহকের প্রকৃত বেতনসহ প্রকৃত বেতন স্কেলের উল্লেখ থাকতে হয়।
- ❑ গ্রাহককে এইমর্মে চুক্তিবদ্ধ হতে হয় যে, কোনো কারণে তিনি ব্যাংকের নিয়মিত কিস্তি প্রদানে অপারগ হলে তার বেতন থেকে কেটে ব্যাংকের কিস্তি প্রদান করা হবে।
- ❑ পেশাজীবী বিনিয়োগ গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের পেশাজীবী এবং গ্রাহকের ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী ইত্যাদির কাছ থেকে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।

'খ' ক্যাটাগরির গ্রাহকদের ক্ষেত্রে

- ❑ জমি বন্ধক।
- ❑ ব্যাংক গ্যারান্টি।
- ❑ আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট/জাতীয় সঞ্চয়পত্র/টিডিআর/যে কোনো বিখ্যাত কোম্পানীর শেয়ার সার্টিফিকেট, যা যথারীতি ব্যাংকের নামে ট্রান্সফারকৃত/প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনকৃত ব্যাংকে জমা দিতে হয়।

নির্ধারিত শাখাসমূহ

বিভাগীয় ও জেলা সদরে অবস্থিত সকল শাখা। উপযুক্ত ক্ষেত্রে অন্যান্য শাখা প্রধান কার্যালয় থেকে বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিতে পারে।

আবেদনের নিয়মাবলী

আগ্রহী যোগ্যপ্রার্থী সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবেন। চাকরিজীবীর ক্ষেত্রে তার বিভাগীয়প্রধানের যথারীতি সুপারিশ থাকতে হয়।

www.pathagar.com

প্রস্তাব বিবেচনার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের প্রস্তাব যথাযথ মনে করলে বিনিয়োগ অনুমোদন করে। ব্যাংক যে কোনো প্রস্তাব অনুমোদন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বিনিয়োগ হস্তান্তর

নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি পূরণ সাপেক্ষে ব্যাংক অনুমোদিত মূল্য উপস্থাপিত দরপত্র অনুযায়ী সরাসরি গাড়ি সরবরাহকারীকে প্রদান করে :

- ❑ সংশ্লিষ্ট শাখায় ইক্যুইটির টাকা গ্রাহক কর্তৃক জমা করতে হয়।
- ❑ বিনিয়োগের ডকুমেন্টেশনসহ প্রয়োজনীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে হয়।
- ❑ অনুমোদনের শর্ত হিসাবে সহায়ক জামানত/জামানত প্রদান করতে হয়।

তত্ত্বাবধান

ব্যাংক প্রকল্প তত্ত্বাবধান, মনিটরিং ও বিনিয়োগের কিস্তি আদায়ের জন্য কোনো এজেন্টকে নিয়োগ করতে পারে। ভাড়াসহ তত্ত্বাবধানের খরচাদি গ্রাহকদের বহন করতে হয় ।

বিনিয়োগ পরিশোধের পদ্ধতি

- ❑ যে মাসে বিনিয়োগ হস্তান্তর বা গাড়ি সরবরাহ করা হয় তার পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে মাসিক ভাড়াসহ মাসিক কিস্তি আদায় করা হয়।
- ❑ মাসিক কিস্তি প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে আদায় করতে হয়।
- ❑ গ্রাহক বিনিয়োগের পূর্ণ মেয়াদের জন্য মাসিক কিস্তির টাকার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক অগ্রিম তারিখযুক্ত চেকের মাধ্যমে একযোগে ব্যাংকে জমা দেবেন। প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে উক্ত চেকের টাকা আদায়ের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজে পেশ করা হয়।
- ❑ মাসিক কিস্তির টাকার পরিমাণ কোনোক্রমেই গ্রাহকের গৃহীতব্য বেতন ও অন্যান্য আয়ের বেশি হতে পারে না।

ইন্স্যুরেন্স

গ্রাহকের গাড়ি ফার্স্ট পার্টি (কমপ্রিহেনসিভ) ইন্স্যুরেন্স করতে হয় যেন বিনিয়োগ মেয়াদের সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি কভার করে।

রেজিস্ট্রেশন

গাড়ি কেবল ব্যাংকের নামেই রেজিস্ট্রেশন করা হয়। চার্জসহ ব্যাংকের বিনিয়োগের সকল কিস্তি আদায়ের পর গ্রাহকের নামে রেজিস্ট্রেশন হস্তান্তর করা হয়।

ব্যবস্থাপনা

গ্রাহকের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে গাড়ি কোনো প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হলে সে জন্য গ্রাহক নিজেই দায়ী হবেন। অনুরূপভাবে বিনিয়োগ মেয়াদকালে

www.pathagar.com

মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, ব্লু বুক নবায়ন, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস এবং বীমা খরচাদির প্রকৃত ব্যয় গ্রাহককেই বহন করতে হয়।

তদারকি

যানবাহনের চলাচল, হেফাজত ও অবস্থান ইত্যাদি তদারকির জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত কোনো এজেন্ট যে কোনো যৌক্তিক সময়ে গাড়ি রাখার স্থান, বাড়ি, গ্যারেজ ইত্যাদি স্থানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করে।

অন্যান্য শর্ত

উপরে বর্ণিত শর্তাদি ছাড়াও গ্রাহককে নিম্নোল্লিখিত শর্ত মেনে চলতে হয় ঃ

- ❑ সরবরাহকৃত গাড়ির প্রতি গ্রাহককে সর্বোচ্চ যত্ন নিতে হয়। তার অবহেলা, অসতর্কতা এবং অদক্ষ ব্যবহারজনিত কারণে যদি কোনো প্রকার জরিমানা বা গাড়ি বেদখল হয় তবে তার দায় গ্রাহককেই নিতে হয়।
- ❑ গ্রাহকের অবহেলা, অসতর্কতা বা অদক্ষ ব্যবহারের জন্য গাড়ি ধ্বংস হলে বা হারিয়ে গেলে গ্রাহক গাড়ি ভাড়াসহ ব্যাংকের পাওনা তাৎক্ষণিকভাবে ফেরত দিতে বাধ্য থাকেন।
- ❑ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের পূর্বে এবং ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়া গাড়ি বিনিয়োগ গ্রাহকের হেফাজতে ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। তিনি তা ভাড়া বা ধার দিতে পারেন না বা কাউকে কোনো শর্তাধীনে হস্তান্তর করতে পারেন না।
- ❑ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা ব্যাংক নিযুক্ত এজেন্ট কর্তৃক বিনিয়োগকৃত গাড়ি প্রয়োজনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হয়।
- ❑ বিনিয়োগ গ্রাহককে স্বাভাবিক চার্জ ডকুমেন্টসহ কোলেটারেল/ সিকিউরিটি দিতে হবে।
- ❑ পরপর তিন কিস্তির পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে গ্রাহক গাড়ি ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকেন।
- ❑ গ্রাহক তার অফিস বা বাসা পরিবর্তন করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাংককে জানাতে হয়।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পল্লী খাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। কিন্তু পল্লী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং জীবন-যাপনের ন্যূনতম চাহিদা মিটানোর জন্য সম্পদের অভাবে গ্রামের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী কর্মহীন হয়ে

www.pathagar.com

পড়ছে অথবা স্বল্পমূল্যে অপ্রতুল শ্রম যোগান দিয়ে আসছে এবং অভাব-অনটনে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। এর ফলে কর্মহীনতা ও দারিদ্র্য পল্লী জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এ ছাড়াও শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আয় ও সম্পদের গগনচুম্বী পার্থক্য ও সুষম বন্টনের অভাবে গ্রামীণ সমাজ অর্থনৈতিকভাবে স্থবির ও শ্লথ।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ জীবন ও অর্থনীতিতে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে পল্লী-জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, বিপন্ন ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান, গরীব কৃষক ও বর্গাচাষীদের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' চালু করেছে।

এই প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক তার নির্ধারিত শাখাসমূহের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলে নিবিড়ভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ❑ ব্যাংকের নির্বাচিত শাখার ১০ (দশ) কিলোমিটার পরিসীমার মধ্যে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা।
- ❑ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা পল্লী এলাকায় সম্প্রসারণ।
- ❑ কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধন খাতে গ্রামীণ যুবকদের বিনিয়োগ প্রদান।
- ❑ অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা দান।
- ❑ গ্রামীণ জনপদে খাবার পানি ও গৃহায়ণের মতো প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণ।
- ❑ বিপন্ন ব্যক্তিদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

আদর্শ গ্রাম নির্বাচন

প্রত্যেক নির্ধারিত শাখা তার ১০ (দশ) কিলোমিটার পরিসীমার মধ্যে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক বা একাধিক গ্রাম নির্বাচন করে। গ্রাম নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা হয়-

- ❑ সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- ❑ কৃষি-অকৃষি খাতের প্রাপ্যতা।
- ❑ নিম্ন আয়ের লোকের আধিক্য।

প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের পর উক্ত গ্রামে Base-line survey করা হয়।

www.pathagar.com

বিনিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা

- ❑ কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষক, যার সর্বোচ্চ আধা একরের বেশি জমি নেই।
- ❑ বর্গাচাষী ।
- ❑ অকৃষি কাজে নিয়োজিত ভূমিহীন বা সর্বোচ্চ আধা একর জমির মালিকানাভোগী ব্যক্তি।
- ❑ বিপন্ন ব্যক্তি।
- ❑ নির্বাচিত ব্যক্তি বা গ্রাহককে নির্বাচিত আদর্শ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হয়।
- ❑ অন্য ব্যাংক বা সংস্থার ঋণগ্রহীতাগণ এই প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা পান না।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

বিনিয়োগ খাত ও ধরনের উপর ভিত্তি করে নিম্নরূপ যে কোনো বা একাধিক বিনিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় ঃ

- ❑ বাই-মুয়াজ্জাল
- ❑ বাই-মুরাবাহা
- ❑ বাই-সালাম
- ❑ মুদারাবা
- ❑ মুশারাকা
- ❑ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক্

গ্রুপ গঠন

- ❑ পাঁচজন গ্রাহকের সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন করা হয় । যথাসম্ভব একই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিয়ে এক-একটি গ্রুপ গঠিত হয়।
- ❑ প্রতিটি গ্রুপের সদস্যবৃন্দ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে গ্রুপ লিডার ও আরেকজনকে ডেপুটি গ্রুপ লিডার নির্বাচিত করেন।
- ❑ সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগের জন্য যোগ্য গ্রাহক নির্বাচন, বিনিয়োগ প্রদান ও আদায়ে গ্রুপ লিডার সহযোগিতা প্রদান করেন। এ ছাড়াও গ্রাহক/সদস্যদের নামে অন্য কোনো ব্যাংক বা সংস্থায় কোনো দায়-দেনা আছে কি-না এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং কৃষিজ ও অকৃষিজ খাতে নিয়োজিত সদস্যদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রুপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন।
- ❑ গ্রুপ লিডার ও শাখার ফিল্ড সুপারভাইজার যৌথভাবে গ্রুপ সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি ও অপসারণ করে থাকেন। গ্রাহক/সদস্যদের ওপর তাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকতে হয়।

www.pathagar.com

- বিনিয়োগ এলাকায় সর্বনিম্ন দুইটি, কিন্তু সর্বোচ্চ ছয়টি ছোট গ্রুপ মিলিত হয়ে একটি বড় গ্রুপ গঠন করে যা 'কেন্দ্র' নামে পরিচিত হয়। প্রত্যেক বড় গ্রুপে একজন লিডার ও একজন ডেপুটি গ্রুপ লিডার থাকেন।
- প্রতিটি কেন্দ্রে সপ্তাহে একবার কেন্দ্র সভা হয়ে থাকে। প্রতিটি কেন্দ্রীয় সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং সদস্যগণ এতে সই করেন। যেসব সদস্য নিরক্ষর থাকে তাদের স্বাক্ষর করা শিখে নিতে হয়।
- সভায় নিয়মিত উপস্থিতি গ্রাহক/সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অনিয়মিত উপস্থিতি ও গ্রুপের দায়িত্ব পালনে শিথিলতা গ্রুপ থেকে বহিষ্কারের নামান্তর বলে বিবেচিত হয়।
- ব্যাংকের ফিল্ড সুপারভাইজার সভা পরিচালনা করেন।
- সভায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য, নীতিমালা, সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং সদস্যদের করণীয় ও দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
- সভায় বিনিয়োগ কিস্তি, ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কেন্দ্র ফান্ড ইত্যাদি খাতে জমা আদায় ও পাস বই ইস্যু করা হয়। ফিল্ড সুপারভাইজার ও কেন্দ্র লিডার যৌথভাবে এ কার্য সম্পাদন করেন।
- সভায় গ্রাহক নির্বাচন সম্পন্ন করা হয় এবং নির্বাচিত গ্রাহকদের বিনিয়োগ আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজ সরবরাহ করা হয়।
- কোনো গ্রুপ সদস্য যদি গ্রুপের করণীয় কোনো নীতিমালা, আদর্শ ও কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করতে না পারেন, তবে গ্রুপের অন্য সদস্যগণ তাকে সুষ্ঠু আচরণ করতে বাধ্য করেন, না হলে তাদের নিজ দায়িত্বে ক্ষতিপূরণ আদায় করেন এবং উক্ত সদস্যদের গ্রুপের নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে গ্রুপ থেকে বহিষ্কার করেন। বহিষ্কৃত সদস্য ব্যাংকের কোনো সুযোগ-সুবিধা পায় না এবং তিনি খেলাপী গ্রাহক হলে তাকে বকেয়া ফেরত দিতে হয়।
- গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে পরস্পরের জন্য গ্যারান্টি দিতে হয়। প্রত্যেক সদস্য পরস্পরের বিনিয়োগ তদারকি ও আদায়ে সহযোগিতা করবেন- এইমর্মে প্রত্যেক সদস্যকে একে-অন্যের আবেদনপত্র ও অন্যান্য দলিলপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়।

বিনিয়োগের ওপর লাভ ও অন্যান্য চার্জ

গ্রাহককে ব্যাংকের নীট বিনিয়োগের উপর নির্ধারিত হারে মুনাফা ও ঝুঁকি তহবিল বহন করতে হয়।

www.pathagar.com

জামানত

- প্রত্যেক সদস্যকে প্রতিটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তার গ্রুপের অন্য সদস্যদের পার্সোনাল গ্যারান্টি দিতে হয়।
- পুকুরে মাছ চাষ এবং কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত নেয়া হয়।

সঞ্চয়ী হিসাব

প্রত্যেক গ্রাহক/সদস্যকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হয়। প্রত্যেক সদস্যকে সপ্তাহে ৫ টাকা হারে এই মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা গড়ে তুলতে হয়। এই হিসাবের জন্য কোনো চেক বই ইস্যু করা হয় না । গ্রাহকের অন্য কোনো দায়-দেনা না থাকলে তিনি এই হিসাব থেকে টাকা তুলতে পারেন।

বিনিয়োগের আদায় পদ্ধতি

ফিল্ড সুপারভাইজার সাপ্তাহিক কেন্দ্র বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বিনিয়োগের প্রকৃতি ও ধরন অনুসারে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ব্যাংক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিনিয়োগ আদায় করে থাকেন।

তত্ত্বাবধান

এ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক সুপারভাইজার রয়েছে।

আবেদনের নিয়মাবলী

নির্বাচিত আদর্শ গ্রামের বিনিয়োগ প্রত্যাশী ব্যক্তিগণ ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট গ্রুপের মাধ্যমে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদন করতে পারেন। যথানিয়মে এই আবেদনপত্র যাচাইয়ের পর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে ব্যাংক বিনিয়োগ মঞ্জুর ও প্রদান করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের জনকল্যাণ ও অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রম

ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংকের সহযোগী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পাধীন গ্রামের শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, গ্রাম থেকে নিরক্ষরতা দূর করা, জ্ঞান দান করে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বোধ জাগ্রত করা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে ইসলামী

www.pathagar.com

অনুশাসন পালনে জনগণকে অভ্যস্ত করে তোলা, জনগণের মাঝে পানাহারসহ সব কাজে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে সহায়তা দেয়া, টিকাদান কর্মসূচি চালু করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং জটিল রোগের চিকিৎসা লাভের পথ সুগম করা ইত্যাদি।

কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প

কৃষিপ্রধান আমাদের এ দেশ বাংলাদেশ। আয়তনে ছোট হলেও বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী গ্রামীণ উপজীবিকার উপর নির্ভরশীল। এখনো জিডিপি-তে কৃষিখাতের অবদান সিংহভাগ। কিন্তু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এখনো সম্ভব হয়নি, বিদেশ থেকে আমদানী করে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে হচ্ছে। আমদানীর উপর এই নির্ভরশীলতা আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষী করে তুলেছে। আমদানী হ্রাসে কৃষির আধুনিকায়ন ও শিল্প বিকাশ অপরিহার্য।

সনাতনী চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সার ব্যবহার বৃদ্ধি করে কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব। একই লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার যুগপৎ কর্মসূচি গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি কল্যাণমুখী ব্যাংক। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমেটেড 'কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প' চালু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষি-পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষকদের কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ ও গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পাওয়ার টিলার ও পাওয়ার পাম্প সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য

- ✓ গ্রামীণ বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- ✓ কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা।
- ✓ কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সহযোগিতা দান।
- ✓ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

কৃষি সরঞ্জামের ধরন

- ✧ পাওয়ার টিলার।
- ✧ পাওয়ার পাম্প।
- ✧ মাড়াই কল।

www.pathagar.com

- ✧ শ্যালো টিউবওয়েল।
- ✧ স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তাবিত অন্যান্য যে কোনো সুবিধাজনক সরঞ্জাম।

এ সরঞ্জামগুলো যে কোনো জনপ্রিয় ব্রান্ডের হতে পারে । দেশে তৈরি কোনো চালু ব্রান্ডও গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে বিনিয়োগ গ্রাহকদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

বিনিয়োগ এলাকা

মেট্রোপলিটন এলাকাসমূহের বাইরে অবস্থিত ব্যাংকের সকল শাখার প্রত্যেকটির ১৫ মাইল পরিধির মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

বিনিয়োগ গ্রাহকের যোগ্যতা

- ❑ শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যে কোনো গ্রামীণ যুবক, শিক্ষিত ও নিরক্ষর কৃষক এবং এটিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক-এমন যে কোনো ব্যক্তি এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা লাভের জন্য আবেদন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে এসএসসি বা তদূর্ধ্ব শিক্ষিত আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
- ❑ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কৃষক আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হয়; এটিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক –এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়স-সীমা ১৮ থেকে ৪৫ বছর এবং শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের ক্ষেত্রে বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হয়।
- ❑ আবেদনকারীকে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সক্ষম এবং প্রদত্ত কৃষি সরঞ্জামটি চালাবেন–এমন ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন হতে হয়।
- ❑ আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হবেন এবং ঐ এলাকায় অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতাও থাকতে হয়।

বিনিয়োগের মেয়াদ

২ (দুই) বছর।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক্।

গ্রাহকের ইক্যুইটি

সাধারণভাবে বিনিয়োগ গ্রাহককে কৃষিযন্ত্রের মূল্যের ২০% ভাগ ইক্যুইটি প্রদান করতে হয়। তবে ব্যাংক কোনো রেজিস্টার্ড এনজিও-র তত্ত্বাবধানে কোনো বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে ইক্যুইটি হবে ১০%। অবশ্য সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

এনজিও ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কৃষিযন্ত্র স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় গ্রাহককেই বহন করতে হয়।

জামানত

সাধারণত ব্যাংক তার বিনিয়োগের বিপরীতে বিনিয়োগ অংকের সমমূল্যের স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে জেনারেল পাওয়ার অব এটর্নী দিতে হয়। তবে কোনো গ্রাহক এ ব্যাপারে অক্ষম হলে স্থাবর সম্পত্তির জামানতের পরিবর্তে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য দুইজন সম্মানিত ব্যক্তির (আবেদনকারীর পিতা/অভিভাবক ও তার শিক্ষক) ব্যক্তিগত জামানত প্রদান করতে পারে। গ্রাহককে প্রদত্ত সরঞ্জাম ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের মালিকানায় থাকে।

বিনিয়োগ পরিশোধ পদ্ধতি

বছরে ৪টি কিস্তিতে বিনিয়োগের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এ কিস্তি ফসল লাগানোর সময়ের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক কিস্তির অংক ও সময় নির্ধারণ করেন।

ঝুঁকি তহবিল বা রিস্ক ফান্ড

ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণের উপর বার্ষিক ১% হিসেবে ২ বছরের জন্য এক সাথে ২% সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাবে ডেবিট করে এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংকে একটি রিস্ক ফান্ড বা ঝুঁকি তহবিল সৃষ্টি করতে হয়।

সরবরাহকৃত সরঞ্জাম চালু অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হলে তার মেরামত ব্যয় বা পরবর্তীতে উক্ত বিনিয়োগের বিপরীতে কোনো লোকসান হলে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে তা এই ঝুঁকি তহবিল হতে সমন্বয় করা হয়।

তত্ত্বাবধান

বিনিয়োগের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখার উপর থাকে। মাঠপর্যায়ের তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যাংক এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে ব্যাংকের নির্ধারিত নিয়মে নিয়োগ করতে পারে। এ জন্য বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে বিনিয়োগের উপর ২% হারে তত্ত্বাবধান ফি আদায় করা হয়।

দ্বি-মাসিক বৈঠক

সংশ্লিষ্ট শাখা বিনিয়োগ গ্রাহকদের নিয়ে দ্বি-মাসিক বৈঠকের ব্যবস্থা করে এবং প্রকল্পের সাফল্য, তাদের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধানের ব্যবস্থা করে।

www.pathagar.com

আবেদনের নিয়মাবলী

আগ্রহী বিনিয়োগপ্রার্থীকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হয়। ব্যাংক উপরে বর্ণিত শর্তাবলীর আলোকে উক্ত বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনা করে বিনিয়োগ মঞ্জুর ও প্রদান করে থাকে। যে কোনো বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন দেয়ার বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

ক্ষুদ্রশিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো সৃজনশীল উদ্যোগের অভাব, যা শিল্পখাতে নতুন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। দেশে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও অদক্ষ বেকার জনসম্পদ রয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে অনেক যুবক চাকরি বাজারের এই বিদ্যমান বেকারদের সাথে যোগ হচ্ছে। দেশের আয়বর্ধক নিয়োগ খাত সৃষ্টি না করা হলে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্ভব হয় না এবং বিদ্যমান শিক্ষিত বেকার যুবকরা কোনো কাজেই আসে না। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ দেশে অধিক নিয়োগ সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শিল্পখাতে অর্থ বিনিয়োগে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভূমিকা রাখছে। শিল্পখাত প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। যেসব উদ্যোক্তা নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করতে আগ্রহী তারা ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

যেসব শিক্ষিত, দক্ষ এবং আধাদক্ষ বেকার যুবক প্রয়োজনীয় অর্থ ও জামানতের অভাবে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারছে না, তাদেরকে নতুন কর্ম সৃষ্টিতে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তিকে স্থানীয় চাহিদা মিটাতে সক্ষম পণ্য তৈরির ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠায় সহজ নিয়ম ও শর্তসাপেক্ষে ব্যাংক এ বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করছে।

উদ্দেশ্য

- ❑ অর্থের যোগান দিয়ে নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করে আয়বর্ধনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ❑ শিক্ষিত, কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন, বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধাদক্ষ উদ্যোক্তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা ।

www.pathagar.com

- ওয়েজ আর্নারদের কষ্টার্জিত অর্থ সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উৎসাহী বেকারদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

যোগ্যতা

এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ গ্রহীতার যে সব যোগ্যতা থাকতে হয় তা নিম্নরূপ ঃ

- ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে আগ্রহী দেশের যে কোনো কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ও ডিগ্রীধারী ব্যক্তি।
- প্রস্তাবিত শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-সম্পন্ন ও উদ্যোগী শিক্ষিত বেকার যুবক।
- শিল্প-কার্য পরিচালনায় বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ ও আধাদক্ষ ব্যক্তি।
- BMRE-এর জন্য আগ্রহী ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক/উদ্যোক্তা ।
- শিল্প ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ যে সব ওয়েজ আর্নার ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন করতে আগ্রহী।
- বিনিয়োগ গ্রাহককে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হয় এবং শিল্পের জন্য দেশীয় স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করতে হয়। তবে বিদেশী কাঁচামাল ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে মোট কাঁচামালের শতকরা ২৫ ভাগ ব্যবহার করতে পারেন।
- খেলাপী এবং অন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বকেয়া দেনা রয়েছে-এমন গ্রাহককে এ বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয় না।

বিনিয়োগ খাত

এ বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ও কৃষি-নির্ভর শিল্প, প্লাস্টিক ও রবার শিল্প, বনজ ও আসবাবপত্র শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চামড়া শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, সেবা শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প, কম্পিউটার প্রযুক্তি শিল্প, কাগজ উৎপাদন শিল্প, হস্তশিল্প, মৎস্য ও পশুপালন খামার, ছিদ্রযুক্ত ইট, ছাদের টাইলস এবং ব্যাংকের কাছে লাভজনক হিসেবে গ্রহণযোগ্য যে কোনো ক্ষুদ্রশিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

বিনিয়োগের উদ্দেশ্য

- মূলধন হিসেবে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- কাঁচামাল ক্রয়
- প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনের যোগান

www.pathagar.com

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা এবং প্রকল্প নির্বাচনের সময় উক্ত শিল্পজাত পণ্য বাজারে কেমন চাহিদা রয়েছে তা দেখা হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রকল্পের ব্যয় ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালকেও তালিকাভুক্ত রাখা হয়।

ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ

ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে নির্দিষ্ট শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজন, এর উৎপাদনের প্রকৃতি, যন্ত্রপাতির মডেল এবং চলতি মূলধনের চাহিদা ইত্যাদির উপর। যন্ত্রপাতির মূল্যের শতকরা ৭০ ভাগ বা যন্ত্রপাতি ও চলতি মূলধনসহ প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগের মধ্যে যেটি কম ব্যাংক সে পরিমাণ বিনিয়োগ করে। ব্যাংকের বিনিয়োগ সর্বোচ্চ দশ লক্ষ টাকা। যদি বিনিয়োগ গ্রাহকের নিজস্ব প্রকল্প-ভূমি ও ভবন থাকে তাহলে সেগুলোর মূল্যের সাথে নগদ বিনিয়োগ যোগ করে গ্রাহকের ইক্যুইটি হিসাব করা হয়।

জামানত

- ❑ ব্যাংকের বিনিয়োগের নিরাপত্তার জন্য স্থাবর সম্পত্তি অতিরিক্ত জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
- ❑ ব্যাংকের সমুদয় পাওনা আদায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির মালিকানা (চার্জ/জামানত আকারে) ব্যাংকের নামে থাকে।
- ❑ মজুত পণ্য (বর্তমান ও ভবিষ্যত) ব্যাংকের বিনিয়োগ সমন্বয় সাধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ/বন্ধক থাকে।
- ❑ কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যেমন- ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমাধারী, শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, সচেতন ও কঠোর পরিশ্রমী যুবক যারা ব্যাংকের বিনিয়োগের নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে নিয়ে নতুন শিল্প স্হাপনে আগ্রহী, কিন্তু জামানত/বন্ধক দেয়ার মতো কোনো অবস্থা নেই, তারা ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির পার্সোনাল গ্যারান্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।
- ❑ কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের বেলায় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হয়।

বিনিয়োগের মেয়াদ

মূলধনী যন্ত্রপাতি : ৫ (পাঁচ) বছর (যুক্তিসঙ্গত গেস্টেশন পিরিয়ড ব্যতীত)।

কাঁচামাল ১ (এক) বছর (বিনিয়োগ বিতরণের তারিখ থেকে)।

www.pathagar.com

ঝুঁকি তহবিল

বিনিয়োগ পরিমাণের উপর নির্ধারিত বার্ষিক হারে আদায় করে একটি ঝুঁকি তহবিল গড়ে তোলা হয় যাতে ব্যাংক বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি মোকাবিলা করতে পারে।

বিনিয়োগের পদ্ধতি

মূলধনী যন্ত্রপাতি : হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক্‌।

কাঁচামাল : বাই-মুরাবাহা (টি.আর.)।

বিনিয়োগ আদায়

হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক্‌ : মাসিক/পাক্ষিক/সাপ্তাহিক কিস্তি

মুরাবাহা : নির্ধারিত কিস্তি অথবা এককালীন।

বিনিয়োগ এলাকা

ব্যাংকের শাখার ২০ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

তত্ত্বাবধান

বিনিয়োগের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব শাখার উপর থাকে।

বিনিয়োগে আর্থ-সামাজিক উপকার

- ❑ শিক্ষিত বেকার, কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ ও আধাদক্ষ কর্মী পুনর্বাসন, ভালো চাকরি ও আয়ের সুবিধা লাভ।
- ❑ সমাজ থেকে বেকারত্বের অশুভ ফলাফল ক্রমান্বয়ে দূরীভূত হবে।
- ❑ ওয়েজ আর্নারদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিনিয়োগ করে নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সুবিধা লাভ করা যাবে।
- ❑ মূলধন গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্প স্বাধীনভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করতে পারবে এবং সর্বাধিক আয় সম্ভব হবে।
- ❑ শিল্প-উদ্যোক্তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং তা পর্যায়ক্রমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অন্যান্য কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড জমা গ্রহণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য যে সকল কার্যক্রম করে থাকে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেয়া হলো।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা বিনিময়

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা বিনিময় বা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম প্রধানত নিম্নরূপ ঃ

ক) আমদানী বাণিজ্য।

খ) রপ্তানী বাণিজ্য।

গ) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বা স্থানান্তর (রেমিটেন্স) এবং ক্রয়-বিক্রয়।

ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্নমুখী সেবা প্রদান।

এছাড়াও ব্যাংক বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য অনুমোদিত (Authorised Dealer) ২৮টি শাখা ও ৩৯টি ফরোয়ার্ডিং শাখার মাধ্যমে বিশ্বের ৭২টি দেশের ২১৫ টি বিদেশী ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রায় ৭৭৫টি শাখার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করছে।

আমদানী বাণিজ্য

ব্যাংক ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত পন্থায় ও দেশের প্রচলিত আমদানী নীতির অধীনে বিভিন্ন ধরনের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, ভোগ্য ও অন্যান্য পণ্য ও উপকরণের আমদানী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

- আমদানী বাণিজ্যে ব্যাংকের প্রধান প্রধান কাজ হলো :
  ১. গ্রাহকের পক্ষে এলসি বা ঋণপত্র খোলা।
  ২. আমদানীকৃত মালামালের বিপরীতে বিনিয়োগ প্রদান।
  ৩. বিদেশী সরবরাহকারীর ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহ ইত্যাদি।
- দেশের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জারিকৃত বিধিবিধান অনুসারে ব্যাংক নগদ বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক পণ্য সাহায্য, ঋণ বা মঞ্জুরী এসব উৎসে মাধ্যমে আমদানী বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে।

www.pathagar.com

- ❑ আমদানীকারক আমদানীকৃত পণ্যের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বহন করলে ব্যাংক সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের বিনিময়ে পণ্য আমদানীর ব্যবস্থা করে থাকে।
- ❑ আমদানীকারকের পক্ষে পণ্যের মূল্য পরিশোধ সম্ভব না হলে ব্যাংক মুরাবাহা পদ্ধতির আওতায় সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করে পণ্য আমদানী করে এবং উভয়ের সম্মতিক্রমে এর সাথে নির্দিষ্ট মুনাফা যোগ করে নির্ধারিত দামে গ্রাহককে পণ্য সরবরাহ করে থাকে। গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে আমদানী বিল ছাড়করণের সময় বা পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করে।

রপ্তানী বাণিজ্য

- ❑ ইসলামী ব্যাংক দেশের রপ্তানী নীতমালা ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিধির আওতায় প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানীতে অংশগ্রহণ করে থাকে।
- ❑ ব্যাংক রপ্তানী পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্য তৈরি, প্যাকিং এবং শিপমেন্ট-এর জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে।
- ❑ ব্যাংক রপ্তানী বিল ক্রয় বা আদায়ের ব্যবস্হা করে।
- ❑ ব্যাংক রপ্তানীর মধ্যস্থতা বা নেগোশিয়েট করে।
- ❑ ব্যাংক রপ্তানীকারককে এলসি এডভাইস করে।
- ❑ ব্যাংক রপ্তানী সংক্রান্ত সব ধরনের অনুমোদিত লেনদেন পরিচালনা করে।

বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর (Remittance)

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার ২১৫ টি করেসপন্ডেট ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আনয়ন বা বাংলাদেশ থেকে যে কোনো দেশে অর্থ প্রেরণ করে থাকে।

- ❑ বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নারদের পরিবার-পরিজনদের নিকট দ্রুততর ও নিরাপদে অর্থ পৌছানোর জন্য ব্যাংক এমটি, ডিডি, টিটি-এর মাধ্যমে তা সুসম্পন্ন করে।
- ❑ শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য আইনানুগ প্রয়োজনে ব্যাংক বিদেশে ড্রাফট বা টিটি-র মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করে থাকে।
- ❑ ব্যাংক SWIFT-এর মাধ্যমে অধিকতর নিরাপদ ও দ্রুততার সাথে এলসি ও রেমিটেন্সসহ বৈদেশিক বাণিজ্যের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

www.pathagar.com

বিবিধ সেবা প্রদান

- ❑ গ্রাহকদের পক্ষে চেক ও বিল সংগ্রহ।
- ❑ বিদেশ ভ্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান।
- ❑ বাংলাদেশী নাগরিকদের বিদেশ ভ্রমণের সময় ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু।
- ❑ বিদেশী পর্যটক বা ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশ সফরকালে তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা ভাঙানোর মাধ্যমে সেবা দান।
- ❑ চলতি বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়।
- ❑ কমিশন ও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু।
- ❑ SWIFT সার্ভিস ছাড়াও রয়টার, ইমেইল (E-Mail), ইন্টারনেট, ডিলিং রুম (Dealing Room) ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সার্ভিস প্রদান।

অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা

- ❑ কমিশনের ভিত্তিতে দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডিমান্ড ড্রাফট (ডিডি) ও টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (টিটি)-এর মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ বা স্থানান্তর।
- ❑ সার্টিফিকেট এবং শেয়ার গ্রহণ ও নবায়ন।
- ❑ মূল্যবান সামগ্রী, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় লকার সার্ভিসের ব্যবস্থা।
- ❑ বিনিয়োগ ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- ❑ গ্রাহকদের দাবি আদায় ও তাদের পক্ষে নির্দেশিত সময়ে লেনদেন করা।
- ❑ কোম্পানীর পক্ষে মূলধন সংগ্রহ।
- ❑ গ্রাহকদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দান।
- ❑ নির্ধারিত শাখাসমূহের মাধ্যমে এটিএম (ATM) সুবিধা প্রদান ।

==●==

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

বিনিয়োগ/ঋণের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং

বিনিয়োগ/ঋণ শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিনিয়োগ/ঋণ আদায়ে উৎকর্ষতা আনায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং-এর সংশোধিত পদ্ধতিসম্বলিত বিসিডি সার্কুলার নং ৩৪ তাং ১৬-১১-১৯৮৯ সকল তালিকাভুক্ত ব্যাংকের অবগতি ও পরিপালনের জন্য জারি করা হয়। ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নিয়মনীতিকে আন্তর্জাতিক মানের সমপর্যায়ে আনয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আবার বিসিডি সার্কুলার নং ২০ তারিখ ২৭-১২-১৯৯৪ জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলারে ৩১-১২-১৯৯৪ থেকে ৩১-১২-১৯৯৮ পর্যন্ত সময়কে মোট পাঁচটি পর্যায়ে চিহ্নিত করে প্রত্যেকটি পর্যায়ের জন্য ক্রমাগত কঠোর নিয়ম-কানুন আরোপ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৬ তারিখ ০৬-১২-১৯৯৮ ইং-এর মাধ্যমে উক্ত বিসিডি সার্কুলার ৩৪/১৯৮৯ এবং ২০/১৯৯৪-এর সংশোধন পূর্বক পুনরায় ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং-এর সংশোধিত নীতিমালা জারি করা হয়।

১৯৯৯ সালের ১৮ জানুয়ারি বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ২-এর মাধ্যমে বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৬/১৯৯৮-এর আলোকে সংশোধিত ফরম এবং ঐ ফরম পূরণের নির্দেশাবলী জারি করা হয়। এছাড়া বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৯ তারিখ ১৪-০৫-২০০১ ইং-এর মাধ্যমে উক্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৬/১৯৯৮-এর নিয়ম-কানুনের আংশিক সংশোধন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরোক্ত নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের জন্য ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য করণীয় তেমনি ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্যও তাদের বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য করণীয়। তাই ঋণ/বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং-এর সংশোধিত নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

১. বিনিয়োগ/ঋণের প্রকারভেদ

ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্যে সকল ঋণ/বিনিয়োগকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(ক) চলমান (Continuous) বিনিয়োগ/ঋণ

(খ) তলবী (Demand) বিনিয়োগ/ঋণ

(গ) মেয়াদী (Fixed Term) বিনিয়োগ/ঋণ

www.pathagar.com

(ঘ) স্বল্পমেয়াদী কৃষি বিনিয়োগ/ঋণ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/ঋণ (Short-term Agricultural and Micro Investment/ Credit)

(ক) চলমান (Continuous) বিনিয়োগ/ঋণ ঃ

যে সমস্ত বিনিয়োগ/ঋণ কোনো সুনির্দিষ্ট পরিশোধসূচি ছাড়া লেনদেন করা যায় তবে বিনিয়োগ/ঋণ পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ (Due date of payment) এবং বিনিয়োগ/ঋণসীমা থাকে ঐ সকল বিনিয়োগ/ঋণকে চলমান (Continuous) বিনিয়োগ/ঋণ বলা হয়। যেমন ঃ বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল ইত্যাদি।

(খ) তলবী (Demand) বিনিয়োগ/ঋণ ঃ

যে সকল বিনিয়োগ/ঋণ ব্যাংক কর্তৃক দাবি করার পর পরিশোধযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয় ঐ সকল বিনিয়োগ/ঋণকে তলবী বিনিয়োগ/ঋণ বলা হয়। কনটিনজেন্ট বা অন্য কোনো দায় বাধ্যতামূলক বিনিয়োগ/ঋণ বা Forced Investment/Loan-এ পরিণত হলে অর্থাৎ নিয়মিত বিনিয়োগ/ঋণ হিসেবে পূর্ব মঞ্জুরী না থাকলে ঐ সকল বিনিয়োগ/ঋণকে তলবী বিনিয়োগ ঋণ বলা হয়। যেমন- বাধ্যতামূলক (Forced) আমদানীত্তোর মুরাবাহা (MPI), ফরেন বিল পার্চেজ/ফরেন বিল নেগোসিয়েশন (FBP/FBN), আভ্যন্তরীণ (Inland) বিল পার্চেজ (IBP) ইত্যাদি।

(গ) মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণ ঃ

যে সকল বিনিয়োগ/ঋণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিশোধসূচি অনুযায়ী পরিশোধাযোগ্য ঐ সকল বিনিয়োগ/ঋণকে মেয়াদী ঋণ বলে।

(ঘ) স্বল্পমেয়াদী কৃষি বিনিয়োগ/ঋণ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/ঋণ ঃ

স্বল্পমেয়াদী কৃষি বিনিয়োগ/ঋণ বলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বার্ষিক ঋণ কর্মসূচির আওতায় তালিকাভুক্ত স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণসমূহকে বোঝানো হয়েছে। কৃষিখাতে প্রদত্ত অনূর্ধ্ব ১২ মাসে পরিশোধযোগ্য বিনিয়োগ/ঋণকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/ঋণ বলতে অনূর্ধ্ব ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং অনূর্ধ্ব ১২ মাসে পরিশোধযোগ্য মাইক্রো-ক্রেডিটকে বোঝানো হয়েছে তা অকৃষি বিনিয়োগ/ঋণ, স্বনির্ভর বিনিয়োগ/ঋণ, তাঁত বিনিয়োগ/ঋণ বা ব্যাংকের নিজস্ব প্রকল্প বিনিয়োগ/ঋণ ইত্যাদি যে নামেই থাকুক না কেন।

২. বিনিয়োগ/ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি ঃ

(ক) বস্তুগত মাপকাঠি (Objective Criteria)

১. যে কোনো চলমান বিনিয়োগ/ঋণ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধিত/নবায়িত না হলে তা নির্ধারিত সময়ের পর দিন হতে

www.pathagar.com

অনিয়মিত (Overdue) বিনিয়োগ/ঋণ হিসাবে পরিগণিত হয়। উক্ত বিনিয়োগ বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৯/২০০১ অনুযায়ী ৬ মাস বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৯ মাসের কম সময়ের জন্য অনিয়মিত অবস্থায় থাকলে 'নিম্নমান', ৯ মাস বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ১২ মাসের কম সময়ের জন্য অনিয়মিত অবস্থায় থাকলে 'সন্দেহজনক', এবং ১২ মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য অনিয়মিত অবস্থায় থাকলে তা 'মন্দ' বিনিয়োগ/ঋণ হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

২. উক্ত বিআরপিডি সার্কুলার ০৯/২০০১ অনুযায়ী কোনো তলবী বিনিয়োগ/ঋণ ব্যাংক কর্তৃক দাবি করার তারিখ অথবা বাধ্যতামূলক ঋণ সৃষ্টির তারিখ হতে ৬ মাস বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৯ মাসের কম সময়ের জন্য অপরিশোধিত থাকলে 'নিম্নমান', ৯ মাস বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ১২ মাসের কম সময়ের জন্য অপরিশোধিত থাকলে 'সন্দেহজনক', এবং ১২ মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য অপরিশোধিত থাকলে 'মন্দ' বিনিয়োগ/ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। অন্য ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার ১৬/১৯৯৮-এর বিধান প্রযোজ্য হবে যা নিম্নরূপ ঃ

৩. কোনো মেয়াদী বিনিয়োগের কিস্তি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে অপরিশোধিত কিস্তি বাবদ যে টাকা পাওনা হবে ঐ পাওনা অর্থ কিস্তি খেলাপী হিসেবে গণ্য হবে।

শ্রেণী বিন্যাসের উদ্দেশ্যে মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

(ক) সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য এবং

(খ) পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ে পরিশোধযোগ্য।

সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণের ক্ষেত্রে ঃ

(অ) যদি কিস্তি খেলাপীর পরিমাণ ছয় মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয় কিস্তির সমান বা অধিক হয় তাহলে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ/ঋণটি 'নিম্নমান' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(আ) যদি কিস্তি খেলাপীর পরিমাণ ১২ মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয় কিস্তির সমান বা অধিক হয়, তাহলে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ/ঋণটি 'সন্দেহজনক' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(ই) যদি কিস্তি খেলাপীর পরিমাণ ১৮ মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয় কিস্তির সমান বা অধিক হয়, তবে সমস্ত বিনিয়োগ/ঋণটি 'মন্দ' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

www.pathagar.com

পাঁচ বছরের অধিক সময়ে পরিশোধযোগ্য মেয়াদী বিনিয়োগ/ঋণের ক্ষেত্রে ঃ

(অ) যদি কিস্তি খেলাপীর পরিমাণ ১২ মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয় কিস্তির সমান বা অধিক হয়, তাহলে বিনিয়োগ/ঋণটি নিম্নমান হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(আ) যদি কিস্তি খেলাপীর পরিমাণ ১৮ মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয় কিস্তির সমান বা অধিক হয়, তবে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ/ ঋণটি সন্দেহজনক হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(ই) যদি কিস্তি খেলাপীর পরিমাণ ২৪ মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয় কিস্তির সমান বা অধিক হয়, তবে সম্পূর্ণ বিনিয়োগ/ঋণটি 'মন্দ' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

উল্লেখ্য, যদি কোনো মেয়াদী ঋণ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য হয়, তাহলে ছয় মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয় কিস্তির পরিমাণ হবে ছ'টি মাসিক কিস্তির যোগফলের সমান টাকা। অনুরূপভাবে ত্রৈমাসিক অথবা ষান্মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হলে, ছয় মাস সময়ের মধ্যে প্রদেয় কিস্তির পরিমাণ হবে যথাক্রমে দু'টি ত্রৈমাসিক কিস্তির যোগফলের অথবা একটি ষান্মাসিক কিস্তির সমান টাকা।

৪. স্বল্পমেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/ঋণ চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে তা অনিয়মিত বলে গণ্য হবে। অনিয়মিত বিনিয়োগ/ঋণ হিসেবে ১২ মাস, ৩৬ মাস অথবা ৬০ মাস সময় অতিক্রান্ত হলে তা যথাক্রমে 'নিম্নমান', 'সন্দেহজনক' অথবা 'মন্দ' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে।

(খ) গুণগতমান (Qualitative Judgment)

কোনো চলমান বা তলবী বা মেয়াদী বিনিয়োগ বস্তুগত মাপকাঠির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য হোক বা না হোক, যদি ঐ সকল বিনিয়োগ আদায়ের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে গুণগতমানের ভিত্তিতে ঐ সকল বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাস করতে হয়।

যে সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল ঐ সকল অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটলে বা কোনো প্রতিকূল অবস্থার কারণে বিনিয়োগ গ্রহীতার মূলধন ক্ষতিগ্রস্থ হলে অথবা জামানতের মূল্য হ্রাস পেলে অথবা অন্য কোনো প্রতিকূল অবস্থার ফলে বিনিয়োগ আদায়ে অশ্চিয়তা দেখা দিলে তা গুণগত মানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করতে হয়।

www.pathagar.com

অধিকন্তু অযৌক্তিকভাবে অথবা বারবার কোনো বিনিয়োগ পুনঃতফসিলীকরণ করা হলে অথবা পুনঃতফসিলীকরণের বিধিমালা ভঙ্গ করা হলে অথবা বিনিয়োগ সীমা প্রায়শই অতিক্রম করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে অথবা কোনো বিনিয়োগ আদায়ের জন্য মামালা দায়ের করা হলে অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো বিনিয়োগ প্রাদন করা হলে তা গুনগত মানের ভিত্তিতে শ্রেনীবিন্যাস করতে হয়।

উপরে বর্ণিত যে কোনো কারণ অথবা অন্য কোনো কারণে কোনো বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যদি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে তবে গুণগত মানের ভিত্তিতে তা 'নিম্নমান' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়। তবে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেও যদি বিনিয়োগ পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের সম্ভাবনা না থাকে তবে উহা 'সন্দেহজনক' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হয় এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও যদি কোনো বিনিয়োগ আদায়ের সম্ভাবনা না থাকে তবে তা গুণগতমানের ভিত্তিতে 'মন্দ' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গুণগত মানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করতে এবং গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটলে উহা পুনরায় বিশ্রেণীকৃত করতে পারে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শকদল কর্তৃক কোনো বিনিয়োগ গুণগতমানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসিত হলে উহা চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত পরবর্তী পরিদর্শনের পূর্বে অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতীত উক্ত বিনিয়োগ বিশ্রেণীবিন্যাসিত করা যায় না।

৩. শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ হিসাবায়ন ঃ

ক) কোনো বিনিয়োগ 'নিম্নমান' বা 'সন্দেহজনক' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হলে উক্ত হিসেবে মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে, কিন্তু উহা আয় হিসেবে বা অন্য কোনো নিয়মিত হিসেবে স্থানান্তরিত করা যায় না বরং উহা মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ স্থগিত (Profit/Rent/Compensation Suspense) হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়।

খ) কোনো বিনিয়োগ 'মন্দ' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়া মাত্রই ঐ হিসেবে কোনো মুনাফা/ভাড়া/ ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যায় না। এইরূপ কোনো বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের করতে হলে মামলা পূর্ব সময় পর্যন্ত মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ আরোপ করে মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণসহ মোট বকেয়ার উপর মামলা দায়ের করা

www.pathagar.com

যায়। তবে উক্তরূপ আরোপিত মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ 'স্থগিত মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ' হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। অন্য কোনো বিশেষ কারণে 'মন্দ' বিনিয়োগ হিসেবে মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হলে, আরোপিত মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ 'স্থগিত মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ' হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়।

গ) শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগ বা বিনিয়োগের অংশ আদায় হলে অর্থাৎ বিনিয়োগ হিসেবে প্রকৃত জমা সংঘটিত হলে উক্ত জমা হতে প্রথমে অনারোপিত এবং আরোপিত মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়। অতঃপর আসল বিনিয়োগ সমন্বয় করতে হয়।

৪. প্রভিশন সংরক্ষণ ঃ

ক) চলমান, তলবী এবং মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের বিপরীতে নিম্নরূপ হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয় ঃ

(অ) নিম্নমান -------- ২০%
(আ) সন্দেহজনক ----৫০%
(ই) মন্দ ----------১০০%

খ) শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের বকেয়া স্থিতি হতে স্থগিত মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ এবং উপযুক্ত জামানত (Eligible Securities)-এর মূল্য বিয়োজনপূর্বক নিরূপিত স্থিতির উপর উপরোক্ত হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। অশ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের উপরেও ১% হারে সাধারণ প্রভিশন/সংরক্ষণ করতে হয়।

গ) উপরে বর্ণিত 'উপযুক্ত জামানত'-এর সংজ্ঞায় নিম্নবর্ণিত জামানতসমূহ অন্তর্ভুক্ত ঃ

(অ) বিনিয়োগের বিপরীতে লিয়েনকৃত আমানতের ১০০%
(আ) ব্যাংকে গচ্ছিত স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকারের বর্তমান বাজার মূল্যের ১০০%
(ই) লিয়েনকৃত সরকারী বন্ড বা সঞ্চয়পত্রের মূল্যের ১০০%
(ঈ) সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টির ১০০%
(উ) ব্যাংকের নিয়ন্ত্রাণাধীনে রক্ষিত সহজে বিপণনযোগ্য পণ্যের বাজার মূল্যের ৫০% এবং জামানতকৃত জমি ও ইমারতের বাজার মূল্যের সর্বোচ্চ ৫০%

ঘ) স্বল্পমেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয় ঃ

(অ) মন্দ ব্যতীত সন্দেহজনক, নিম্নমান, অনিয়মিত, নিয়মিত ইত্যাদি সকল বিনিয়োগের উপর -------- ৫%
(ই) মন্দ বিনিয়োগের উপর ---------- ১০০%

www.pathagar.com

উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাস কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। সূত্র তারিখের (Reference Date) ৩০ দিনের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস, প্রভিশন ও স্থগিত সুদ মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ হিসেব সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়।

উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাস, প্রভিশনিং এবং স্থগিত মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ হিসেব সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ ও অগ্রিম (বিনিয়োগ)-এর প্রকৃতি অনুযায়ী ছ'টি সেক্টরে ভাগ করে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ২ তারিখ ঃ ১৮/০১/১৯৯৯ ইং-এর মাধ্যমে সারসংক্ষেপসহ (Summary form) মোট ছ'টি ফরম (সিএল-১, সিএল-২, সিএল-৩, সিএল-৪, সিএল-৫ এবং সিএল-৬) এবং সিএল-৬-এর সাথে দুইটি work-sheet পূরণের নির্দেশ দেয়া হয়। উল্লিখিত ফরমসমূহ পূরণের নিয়মাবলী নিম্নরূপ ঃ

১. সিএল-১ ফরম ঃ

স্টাফ বিনিয়োগসহ বিনিয়োগের প্রকৃতি অনুযায়ী ছয়টি বৃহৎ সেক্টরে বিভক্ত বিনিয়োগসমূহের শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং-এর সারসংক্ষেপ নির্ধারণের জন্য সিএল-১ ফরম ব্যবহৃত হয়। সেক্টরগুলো হচ্ছে- (ক) চলমান বিনিয়োগ, (খ) তলবী বিনিয়োগ, (গ) ৫ বছরের সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য মেয়াদী বিনিয়োগ, (ঘ) ৫ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য মেয়াদী বিনিয়োগ ও (ঙ) স্বল্পমেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ। অধিকন্তু এই ফরমে স্টাফ বিনিয়োগের অবস্থাও দেখানো হয়।

বিভিন্ন সিএল ফরমের মোট বিনিয়োগের বকেয়া স্থিতি, অশ্রেণীকৃত ঋণের বকেয়া স্থিতি, প্রভিশনিং-এর ভিত্তি, রক্ষিতব্য প্রভিশনিং-এর পরিমাণ এবং স্থগিত মুনাফা/ভাড়া/ক্ষতিপূরণ হিসেবের স্থিতি সিএল-১ ফরমে রিপোর্ট করতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর বিনিয়োগের বিপরীতে যে হারে প্রভিশনিং নির্ধারণ/হিসাবায়ন করতে হবে তা এ ফরমের নিচের অংশে দেয়া আছে। এছাড়া এ ফরমের নিচে একটি চেক লিস্ট দেয়া আছে যা বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং-এর কন্ট্রোল ফরম-এর কাজ করে অর্থাৎ কোন সেক্টরের জন্য কত পৃষ্ঠা পূরণ করা হয়েছে তা চেক লিস্টে পাওয়া যায়।

২. সিএল-২ ফরম ঃ

চলমান বিনিয়োগ অর্থাৎ যে সকল বিনিয়োগ কোনো সুনির্দিষ্ট পরিশোধসূচী ব্যতিরেকে লেনদেন করা যায়, কিন্তু বিনিয়োগ পরিশোধের জন্য সর্বশেষ তারিখ এবং বিনিয়োগসীমা আছে, এ সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সিএল-২ ফরম ব্যবহার করতে হয়। সিএল-২ ফরমের ৫ নং কলামে

www.pathagar.com

Date of Last Renewal/Rescheduling-এর বিষয়ে নবায়নের ক্ষেত্রে RNL লিখার পর সর্বশেষ নবায়নের তারিখ লিখতে হয় এবং পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে RSDL লিখার পর এটি কততম পুনঃতফসিলীকরণ তা লিখে সর্বশেষ পুনঃতফসিলীকরণের তারিখ লিখতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ কোনো একটি বিনিয়োগের নবায়নের তারিখ ৩১/১২/২০০২ এবং অন্য একটি বিনিয়োগের ৩য় পুনঃতফসিলীকরণের তারিখ ০১-০১-২০০৩, এ ক্ষেত্রে এ ফরমের ৫ নং কলাম নিম্নরূপভাবে পূরণ করতে হয় ঃ

RNL/31-12-2002
RSDL (3) /01-01-2003

১২ ও ১৩ নং কলামে Final Classification Status-এর ক্ষেত্রে ১২ নং কলামে Final Classification অধিকতর বিরূপভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত Classification Status লিখতে হয় এবং ১৩ নং কলামে Basis for Classification বলতে OB (Objective Criteria) অথবা QJ (Qualitative Judgment)-এর ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিরূপভাবে শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিটি উল্লেখ করতে হয়।

৩. সিএল-৩ ফরম

তলবী বিনিয়োগ বা যে সকল বিনিয়োগ ব্যাংক কর্তৃক দাবি করার পর পরিশোধযোগ্য অথবা নিয়মিত বিনিয়োগ হিসেবে পূর্ব মঞ্জুরী না থাকে তবে ঐ সকল বিনিয়োগের শ্রেণীবিন্যাস কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সিএল-৩ ফরম ব্যবহার করতে হয়। সিএল-৩-এর ৫, ১২, ১৩ নং কলাম পূরণ করার নিয়মাবলী সিএল-২ ফরমের উক্ত কলামসমূহের অনুরূপ। ৮ নং কলামে Claim Date বলতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে যে তারিখের মধ্যে বিনিয়োগটি পরিশোধের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে সে তারিখকে বোঝান হয়েছে।

৪. সিএল-৪ ফরম

যে সকল মেয়াদী বিনিয়োগ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য সে সকল মেয়াদী বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাসের জন্য সিএল-৪ ফরম ব্যবহার করতে হয়।

এ ফরমের ৭ নং কলামে Amount due থেকে Amount paid বাদ দিয়ে Amount in arrears বের করতে হয়। ৮ নং কলামে Amount in arrears-এর সাথে Installement Frequency গুণ করে Installement Size দ্বারা ভাগ করে Time equivalent of amount in arreas বের করতে হয়।

www.pathagar.com

৫. সিএল-৫ ফরম

যে সকল মেয়াদী বিনিয়োগ পাঁচ বছরের অধিক সময়ে পরিশোধযোগ্য সে সকল মেয়াদী বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাসের জন্য সিএল-৫ ফরম ব্যবহার করতে হয়। সিএল-৫ ফরম পূরণ করার নিয়ম সিএল-৪ ফরমের অনুরূপ।

উল্লেখ্য, যে সকল মেয়াদী বিনিয়োগের কিস্তির পরিমাণ ও কিস্তির মেয়াদ অসম সে সকল মেয়াদী বিনিয়োগের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে Time equivalent of amount in arrears নির্ধারণের সময় উল্লিখিত বিনিয়োগের পরিশোধসূচির গড় কিস্তির পরিমাণ এবং গড় কিস্তির মেয়াদ বের করে সে অনুযায়ী হিসাবায়ন করতে হয়।

৬. সিএল-৬ ফরম

স্বল্পমেয়াদী কৃষি বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাসের জন্য সিএল-৬ ফরম ব্যবহার করতে হয়।

Work Sheet for CL-6 Form

ক) Short Term Agricultural Credit (STAC) স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ (বিনিয়োগ) শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এই work Sheet-টি ব্যবহার করতে হয়।

(খ) স্বল্পমেয়াদী কৃষিবিনিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ শ্রেণীবিন্যাসের কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিস্তারিত তথ্য-এর জন্য এ work sheet-টি ব্যবহার করতে হয়।

==●==

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা

ইসলামী ব্যাংকের মূলধন কাঠামো সাধারণত যে সমস্ত উৎসসমূহ থেকে সংগঠিত হয়ে থাকে ঃ

(১) শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রদত্ত ইক্যুইটি;

(২) মুদারাবা আমানতকারীদের প্রদত্ত জমা;

(৩) আল্ওয়াদীয়াহ্ ভিত্তিতে চলতি হিসেবে গৃহীত জমা এবং

(৪) অন্যান্য ব্যাংকিং খাতে জমা।

যদি ইসলামী ব্যাংকের মূলধন কাঠামো শুধু শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রদত্ত ইক্যুইটি এবং মুদারাবা আমানতকারীদের প্রদত্ত জমা সমন্বয়ে গঠিত হতো তবে মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণের তেমন কোনো প্রয়োজন হতো না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলওয়াদীয়াহ্ ও অন্যান্য ব্যাংকিং খাতে জমাসহ মুদারাবা জমার একটি নির্দিষ্ট অংশ চাহিবামাত্র পরিশোধ্য। এ জন্য ইসলামী ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের দায় ও সম্পদের সাথে প্রচলিত ব্যাংকের দায় ও সম্পদের মৌলিক নীতিগত পার্থক্য রয়েছে তাই ইসলামী ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণ প্রচলিত ব্যাংকের অনুরূপ হওয়া আদৌ কাম্য নয়। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখনও কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। আশা করা যায়, সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতায় অদূরভবিষ্যতে ইসলামী ব্যাংকের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর হবে।

যা হোক, এ বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালা নিচে উল্লেখ করা হলো :

ব্যাংকসমূহের মূলধনের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য Capital to Liabilities Approach-এর পরিবর্তে ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। নতুন নীতি অনুযায়ী সকল On Balance Sheet এবং Off Balance Sheet লেনদেনের Credit ঝুঁকি-এর মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে ব্যাংকের মূলধনের পর্যাপ্ততা নিরূপণ করা হয়।

www.pathagar.com

মূলধন

উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে মূলধনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

1. Tier 1 (Core Capital) and
2. Tier 2 (Supplementary Capital)

মূলধনের যে সকল উপাদনের গুণগত মান উৎকৃষ্টতম সেগুলোকে Tier 1 or Core Capital-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, যে সকল মূলধনের Core Capital-এর বিশেষত্বের কিছু ঘাটতি আছে কিন্তু ব্যাংকের সার্বিক শক্তি যোগাতে অবদান রাখে সেগুলোকে Tire 2 বা Supplementary মূলধনের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নিচে উভয় প্রকার মূলধনের তালিকা দেয়া হলো :

CONSTITUENTS OF CAPITAL

CORE CAPITAL (TIER 1)

A. Paid up Capital
B. Non-repayable Share Premium Account
C. Statutory Reserve
D. General Reserve
E. Retained Earnings
F. Minority Interest in Subsidiaries
G. Non-Cumulative Irredeemable Preference Shares

SUPPLEMENTARY CAPITAL (TIER 2)

A. General Provision (1% of UC Loans)
B. Assets Revaluation Reserve
C. All Other Preference Shares
D. Perpetual Subordinated debt

Special Attention: Core Capital must be equal or exceed 4.5% of the risk weighted assets.

ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণ এর Risk weighted asset-এর অন্যূন ৯% হতে হবে যার মধ্যে Core Capital-এর পরিমাণ থাকবে অন্যূন ৪.৫০%। তবে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মরত সকল ব্যাংক কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল অন্যূন ১০০ (একশত) কোটি টাকা অথবা উপরোক্ত ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন-এর সমান টাকা, এই উভয় পরিমাণ টাকার মধ্যে যা বেশি, তার কম হবে না।

www.pathagar.com

Risk-weighted Assets

On Balance Sheet এবং Off-Balance Sheet প্রত্যেক দফার ঝুঁকি নিরূপণের জন্য এদেরকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ঝুঁকির মাত্রা ০, ১০, ২০, ৫০ এবং ১০০ শতাংশ হারে নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দফার উপর বন্টিত ঝুঁকির পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

Risk Weights

	Items	Risk Weights
1.	Cash in hand and in banks (except banks abroad)	
	a. Bangladesh Bank Notes	0%
	b. Government Notes and Coins	0%
	c. Balance with Bangladesh Bank	0%
	d. Balances with Sonali Bank as agent of Bangladesh Bank	0%
	e. Balances with Deposit Money Banks including Sonali Bank	0%
	f. Balances with OFIs – Public	0%
	g. Balances with OFIs – Private	20%
2	Money at Call and Short Notice	
	a. Deposit Money Banks (DMB)	0%
	b. Other Financial Institutions - Public	0%
	c. Other Financial Institutions - Private	20%
3	Foreign Currency balances held	
	a. Foreign Currency Notes in hand	0%
	b. Balances with Banks abroad	0%
	c. Foreign Currency Clearing Account Balances with Bangladesh Bank	0%
	d. Bilateral Trade Credits	50%
	e. Wage Earners' (WES) Accounts	0%
4	Export and Other Froeign Bills	
	a. Export Bills	50%
	b. Other Foreign Bills	50%

www.pathagar.com

	Items	Risk Weights
5	Foreign Investment	
	a. OECD Countries	20%
	b. Other Countries	50%
6	Import and Inland Bills	
	a. Government	
	i. Food Ministry	0%
	ii. Presidency, Prime Minister's Office, Parliament, Judiciary & Non-food Ministries	0%
	iii. Autonomous & Semi Autonomous Bodies	20%
	b. Other Financial Institutions	
	i. Other Financial Institutions - Public	20%
	ii. Other Financial Institutions - Private	20%
	c. Major Non-financial Public Enterprises	50%
	d. Other Non-financial Public Enterprises	50%
	e. Local Authorities	20%
	f. Private Sector	100%
	g. Deposit Money Banks	20%
7	Advances	
	a. Government	
	i. Food Ministry	0%
	ii. Presidency, Prime Minister's Office, Parliament, Judiciary & Non-food Ministries	0%
	iii. Autonomous & Semi Autonomous Bodies	20%
	b. Deposit Money Banks	20%
	c. Other Financial Institutions	
	i. Other Financial Institutions - Public	20%
	ii. Other Financial Institutions - Private	50%
	d. Major Non-financial Public Enterprises	50%
	e. Other Non-financial Public Enterprises	50%
	f. Local Authorities	20%
	g. Private Sector	100%

www.pathagar.com

	Items	Risk Weights
8	Investment (as per Book Value)	
	a. Presidency, Prime Minister's Office, Parliament, Judiciary & Non-food Ministries	
	i. Treasury Bills	0%
	ii. Treasury Bills (long-term)	0%
	iii. Bangladesh Sanchaya Patra/Pratirakhaya Sanchaya Patra	0%
	iv. Prize Bonds / Income Tax Bonds	0%
	v. Other Securities of Government	0%
	b. Autonomous & Semi-Autonomous Bodies	20%
	c. Other Financial Institutions	
	i. Other Financial Institutions - Public	20%
	ii. Other Financial Institutions - Private	50%
	d. Major Non-financial Public Enterprises	50%
	e. Other Non-financial Public Enterprises	50%
	f. Local Authorities	20%
	g. Private Sector	100%
	h. Deposit Money Banks	20%
	i. Negotiable Certificates of Deposits	20%
	j. 91 days BB Bill	0%
9	Head Office and Inter Branches Adjustments	0%
10	Other Assets	
	a. Contingent Assets as per Contra	
	i. Letter of Credit and Letter of Guarantee issued on account of Government	0%
	ii. In Other Cases	50%
	b. Fixed Assets	50%
	c. Valuation Adjustments	50%
	d. Expenditures Account	0%
	e. Other	100%

www.pathagar.com

Risk weight বন্টনের পূর্বে সকল Off Balance Sheet দফাকে Balance Sheet সমতুল্য দফা হিসেবে রূপান্তরিত করে নিতে হবে। এ জন্য এ ধরনের দফাসমূহকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ১০০, ৫০, ২০ এবং ০ হারে বন্টিত হয়েছে যার একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো ঃ

CREDIT CONVERSION FACTORS FOR SELECTED OFF-BALANCE SHEET ITEMS

	Instruments	Credit Conversion Factor
1	Direct credit substitutes, including financial guarantees, standby letters of credit serving as guarantees and bill endorsed under bill endorsement lines (but which are not accepted by or have the prior endorsement of another bank).	100%
2	Sale and repurchase agreements, forward assets purchases and placement of forward deposits	100%
3	Transaction related contingent items including performance bonds, bid bonds, warranties and standby letter of credit related to a particualr transaction.	50%
4	All note issuance facilities and revolving under-writing facilities; other commitments (e.g. formal standby facilities) with a residual maturity exceeding one year.	50%
5	Short term self liquidating trade related contingencies (such as documentary letters of credit and other trade financing transactions)	20%
6	Commitments with a residual maturity not exceeding one year, or which can be cancelled or revoked at any time (i.e. Un-drawn overdraft and credit card facilities).	0%
7	For items not included above, Credit conversion factors to be used should be discussed with Bangladesh Bank.	

www.pathagar.com

এখানে একটি কাল্পনিক ব্যাংক কোম্পানীর বিভিন্ন তথ্য দিয়ে এর মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত বের করে দেখানো হলো ঃ

ABC Bank Ltd.

Balance Sheet as on 31/12/2003

In Million Taka

PROPERTY & ASSETS		
Cash in hand:		
In Local Currencies	70.00	
In Foreign Currencies	10.00	80.00
Balances with Bangladesh Bank:		
In Local Currencies	210.00	
In Foreign Currencies	40.00	250.00
Balances with Other Banks		31.00
Balances with Other Financial Institutions:		
Public	22.00	
Private	51.00	73.00
Foreign Currency Balances with Banks abroad		58.00
Money at Call & Short Notice:		
Banks	22.00	
Other Private Financial Institutions	14.00	36.00
Investments (Securities):		
Treasury Bills	410.00	
Prize Bonds	12.00	
Other Govt. Securities	20.00	442.00
Investments (Loans & Advances):		
Public Enterprises	1000.00	
Private Sector	4086.00	5086.00
Fixed Assets		17.00
Other Assets		76.00
TOTAL ASSETS		**6149.00**

www.pathagar.com

LIABILITIES & CAPITAL		
Liabilities :		
Borrowings from other Banks	500.00	
Deposits & Other Accounts	3971.00	
Other Liabilities	600.00	5071.00
Capital :		
Paid up Capital	500.00	
Statutory Reserve	310.00	
General Reserve	120.00	
Share Premium	50.00	
Surplus Profit & Loss Account	10.00	
General Provision (1% of UC Investments)	37.00	
Assets Revaluation Reserve	51.00	1078.00
TOTAL LIABILITIES & CAPITAL		**6149.00**
OFF BALANCE SHEET ITEMS:		
Guarantess	40.00	
Letter of Credit	220.00	260.00

Calculation

CAPITAL :		
Core Capital :		
Paid up Capital	500	
Statutory Reserve	310	
General Reserve	120	
Share Premium	50	
Surpuls Profit & Loss Account	10	
Total Core Capital		**990**
Supplementary Capital :		
General Provision (1% of UC Investments)	37	
Assets Revaluation Reserve	51	
Total Supplementary Capital		**88**
TOTAL CAPITAL (EQUITY)		**1078**

www.pathagar.com

Assets

Risk Weights

Items	Risk Weights	Amount	Weighted Amount	Required Capital
1 Cash in hand and in banks (except banks abroad)				
a. Bangladesh Bank Notes	0%	70	0	
b. Government Notes and Coins	0%			
c. Balance with Bangladesh Bank	0%	210	0	
d. Balances with Sonali Bank as agent of Bangladesh Bank	0%			
e. Balances with Deposit Money Banks including Sonali Bank	0%	31	0	
f. Balances with OFIs - Public	0%	22	0	
g. Balances with OFIs - Private	20%	51	10.2	0.918
2 Money at Call and Short Notice				
a. Deposit Money Banks (DMB)	0%	22	0	
b. Other Financial Institutions - Public	0%			
c. Other Financial Institutions – Public	20%	14	2.8	0.252

www.pathagar.com

Items	Risk Weights	Amount	Weighted Amount	Required Capital
3 Foreign Currency balances held				
a. Foreign Currency Notes in hand	0%	10	0	
b. Balances with Banks abroad	0%	58	0	
c. Foreign Currency Clearing Account Balances with Bangladesh Bank	0%	40	0	
d. Bilateral Trade Credits	50%			
e. Wage Earners' (WES) Accounts	0%			
4 Export and Other Froeign Bills				
a. Export Bills	50%			
b. Other Foreign Bills	50%			
5 Foreign Investment				
a. OECD Countries	20%			
b. Other Countries	50%			
6 Import and Inland Bills				
a. Government				
i. Food Ministry	0%			
ii. Presidency, Prime Minister's Office, Parliament, Judiciary & Non-food Ministries	0%			

www.pathagar.com

Items	Risk Weights	Amount	Weighted Amount	Required Capital
iii. Autonomous & Semi Autonomous Bodies	20%			
b. Other Financial Institutions				
i. Other Financial Institutions - Public	20%			
ii. Other Financial Institutions - Private	20%			
c. Major Non-financial Public Enterprises	50%			
d. Other Non-financial Public Enterprises	50%			
e. Local Authorities	20%			
f. Private Sector	100%			
g. Deposit Money Banks	20%			
7 Advances				
a. Government				
i. Food Ministry	0%			
ii. Presidency, Prime Minister's Office, Parliament, Judiciary & Non-food Ministries	0%			
iii. Autonomous & Semi Autonomous Bodies	20%			

www.pathagar.com

Items	Risk Weights	Amount	Weighted Amount	Required Capital
b. Deposit Money Banks	20%			
c. Other Financial Institutions				
i. Other Financial Institutions - Public	20%			
ii. Other Financial Institutions - Private	50%			
d. Major Non-financial Public Enterprises	50%			
e. Other Non-financial Public Enterprises	50%	1000	500	45
f. Local Authorities	20%			
g. Private Sector	100%	4086	4086	367.74
8 Investment (as per Book Value)				
a. Presidency, Prime Minister's Office, Parliament, Judiciary & Non-food Ministries				
i. Treasury Bills	0%	410	0	
ii. Treasury Bills (long-term)	0%			
iii. Bangladesh Sanchaya Patra/ Pratirakhaya Sanchaya Patra	0%			
iv. Prize Bonds / Income Tax Bonds	0%	12	0	

www.pathagar.com

Items	Risk Weights	Amount	Weighted Amount	Required Capital
v. Other Securities of Government	0%	20	0	
b. Autonomous & Semi-Autonomous Bodies	20%			
c. Other Financial Institutions				
i. Other Financial Institutions - Public	20%			
ii. Other Financial Institutions - Private	50%			
d. Major Non-financial Public Enterprises	50%			
e. Other Non-financial Public Enterprises	50%			
f. Local Authorities	20%			
g. Private Sector	100%			
h. Deposit Money Banks	20%			
i. Negotiable Certificates of Deposits	20%			
j. 91 days BB Bill	0%			
9 Head Office and Inter Branches Adjustments	0%			
10 Other Assets				
a. Contingent Assets as per Contra				
i. Letter of Credit and Letter of Guarantee issued	0%			

www.pathagar.com

Items	Risk Weights	Amount	Weighted Amount	Required Capital
on account of Government				
ii. In Other Cases	50%	64	32	2.88
b. Fixed Assets	50%	17	8.5	0.765
c. Valuation Adjustments	50%			
d. Expenditures Account	0%			
e. Other	100%	76	76	6.84
Total Assets		**6213**	**4715.5**	**424.395**

CREDIT CONVERSION FACTORS FOR SELECTED OFF-BALANCE SHEET ITEMS

	Instruments	Credit Conversion Factor	Amount	Converted Amount
1	Direct credit substitutes, including financial guarantees, standby letters of credit serving as guarantees and bill endorsed under bill endorsement lines (but which are not accepted by or have the prior endorsement of another bank)	100%		
2	Sale and repurchase agreements, forward assets purchases and placement of forward deposits	100%		
3	Transaction related contingent items including performance bonds, bid bonds, warranties and standby letter of credit related to a particular transaction	50%	40	20

www.pathagar.com

	Instruments	Credit Conversion Factor	Amount	Converted Amount
4	All note issuance facilities and revolving under-writing facilities; other commitments (e.g. formal standby facilities) with a residual maturity exceeding one year	50%		
5	Short term self liquidating trade related contingencies (such as documentary letters of credit and other trade financing transactions)	20%	220	44
6	Commitments with a residual maturity not exceeding one year, or which can be cancelled or revoked at any time (i.e. Un-drawn overdraft and credit card facilities)	0%		
7	For items not included above, Credit conversion factors to be used should be discussed with Bangladesh Bank			
	Total			**64**

Capital Adequacy of ABC Bank Ltd.

Particulars	Amount
Total Assets	6213
Total Risk Weighted Assets	4715.5
Required Capital (9% of total Risk Weighted Assets)	424.4

www.pathagar.com

Actual Capital

(a)	Core Capital	990 (466.55% of Required Capital)
(b)	Supplementary Capital	88
Total Capital		1078 (254.01% of Required Capital)

Required Capital

(a)	Core Capital	212.20
(b)	Total	424.395

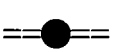

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যাংক গ্যারান্টি

ইংরেজি Guarantee শব্দের আভিধানিক অর্থ অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, প্রত্যাভূতি, জামিন ইত্যাদি। সাধারণত ব্যাংকসমূহ তার মক্কেলদের পক্ষে তৃতীয় পক্ষের নিকট যে লিখিত অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তা 'ব্যাংক গ্যারান্টি' নামে অভিহিত।

সংজ্ঞা ঃ ব্যাংক এর গ্রাহকের পক্ষে তাদের দায় পরিশোধ বা কর্ম সম্পাদন-জনিত ব্যর্থতা, অসমর্থতা ইত্যাদির কারণে তৃতীয় (ক্ষতিগ্রস্ত) পক্ষকে তাদের পাওনা বা ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য যে লিখিত ওয়াদা, অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে 'ব্যাংক গ্যারান্টি' বলা হয়।

এখানে ব্যাংক হচ্ছে Guarantor বা জামিনদাতা, গ্রাহক হচ্ছে Principal Debtor বা মূল দেনাদার এবং তৃতীয় পক্ষ Beneficiary বা সুবিধাভোগী।

বিষয়বস্তু ঃ ভবিষ্যতে লেনদেন বা কর্মসম্পাদনের বিস্তারিত বিবরণ যথা- পরিমাণ, পণ্য বা সেবাকর্মের বিবরণ, সম্পাদনের সময়, পক্ষগণের নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর, গ্যারান্টির মেয়াদ ইত্যাদি বিষয় সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্যারান্টিতে লিপিবদ্ধ থাকে। দ্বৈত অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে– এমন সব শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য পরিহার করতে হয়।

পক্ষসমূহ ঃ যিনি গ্যারান্টি প্রদান করেন তাকে বলা হয় গ্যারান্টিদাতা বা জামিনদার (Guarantor/Surety) এ ক্ষেত্রে ব্যাংক হচ্ছে জামিনদার। যার ব্যর্থতা বা অসমর্থতার কারণে গ্যারান্টি দেয়া হয় তাকে বলা হয় মূল দেনাদার (Principal Debtor)। এখানে ব্যাংকের গ্রাহক হচ্ছে মূল দেনাদার এবং যার অনুকূলে গ্যারান্টি প্রদান করা হয় তাকে বলা হয় পাওনাদার বা সুবিধাভোগী (Creditor/Beneficiary)।

গ্যারান্টির প্রকাভেদ ঃ গ্রাহকের প্রয়োজনে এবং তৃতীয় পক্ষের/পাওনাদারদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণত ব্যাংক কর্তৃক যে ধরনের গ্যারান্টিসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

১. Tender/Bid গ্যারান্টি
২. Performance গ্যারান্টি

www.pathagar.com

৩. Shipping গ্যারান্টি
৪. Advance Payment গ্যারান্টি
৫. Customs গ্যারান্টি ইত্যাদি

Tender/Bid গ্যারান্টি ঃ সরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, কোম্পানীসমূহ তাদের বিভিন্ন প্রকল্প, সেবা ও পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির জন্য Tender আহবান করে থাকে। Tender-এর শর্তানুযায়ী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে Tender প্রদানকারী পক্ষকে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়। এ ধরনের গ্যারান্টিকে বলা হয় Tender বা Bid Guarantee.

Performance গ্যারান্টি ঃ বিশেষ কার্য বা চুক্তি সম্পাদনের সাথে সম্পৃক্ত গ্যারান্টিকে বলা হয় Performance গ্যারান্টি। এ ধরনের গ্যারান্টিতে ঝুঁকি বেশি। এ জন্য ব্যাংকসমূহ এ ধরনের গ্যারান্টি প্রদানের বিপরীতে ভালো জামানত নিয়ে থাকে।

Shipping গ্যারান্টি ঃ জাহাজী দলিল পত্র ব্যতিরেকে পণ্য ছাড়করণের জন্য Shipping কোম্পানীসমূহকে যে গ্যারান্টি প্রদান করা হয় তাকে Shipping গ্যারান্টি বলে। অনেক সময় জাহাজী দলিলপত্র খোয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে মালামাল বন্দরে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর খরচ হয়ে থাকে। তাই এসব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য Shipping গ্যারান্টির বিপরীতে মালামাল ছাড় করানোর ব্যবস্থা করা হয়।

Advance Payment গ্যারান্টি ঃ কার্যারম্ভের আগে প্রয়োজনীয় মালামাল, সেবা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারদের অনেক সময় অগ্রিম অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ প্রদানের জন্য সরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, কোম্পানীসমূহ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জামানত হিসেবে ব্যাংক গ্যারান্টির শর্তারোপ করে থাকে। এ ধরনের লেনদেনের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টিকে Advance Payment গ্যারান্টি বলা হয়।

Customs গ্যারান্টি ঃ কখনও কখনও আমদানীকারকগণ আমদানীকৃত মালামালের শুল্ক নগদে পরিশোধ করতে অসমর্থ হলে মালামাল ছাড়করণের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ আরোপিত শুল্ক ভবিষ্যত কোনো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের নিশ্চয়তা বা জামিনের জন্য শর্তারোপ করে থাকে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ব্যাংক প্রদত্ত নিশ্চয়তা বা অঙ্গীকারপত্রকে Customs গ্যারান্টি বলা হয়।

ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ সাধারণত ব্যাংকসমূহ তাদের গ্রাহকদের অনুরোধে তৃতীয় পক্ষের অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে থাকে।

www.pathagar.com

দরপত্র প্রদান, কার্যাদেশ প্রাপ্তি, কর্ম সম্পাদনের নিশ্চয়তা, কার্যারম্ভের পূর্বে অগ্রিম প্রাপ্তি, শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মালামাল ছাড়করণ ইত্যাদি কারণে ব্যাংক গ্যারান্টির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে তার ব্যাংকারকে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে হয়। ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের সততা, সচ্ছলতা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পালনের সদিচ্ছা ইত্যাদি ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করার পর সন্তুষ্ট হলে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঝুঁকির মাত্রানুযায়ী গ্রাহকের কাছ থেকে নগদ এবং/অথবা সহায়ক জামানত নেয়া হয়। গ্রাহকের ব্যর্থতা বা অসমর্থতার কারণে ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর দাবি উপস্থাপনের সাথে সাথে গ্যারান্টির শর্তানুযায়ী গ্যারান্টির মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এ জন্য পূর্ব থেকেই সবধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ অনেক সময় ১০০% নগদ জামানতের বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গ্যারান্টির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কি পরিমাণ নগদ জামানত নিতে হবে-এ সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা থাকে যা অনুসরণ করা ইস্যুকারী শাখার জন্য বাধ্যতামূলক।

ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর বিপরীতে নির্ধারিত কমিশন/সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় যা প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার ভিত্তিতে প্রণীত হয়ে থাকে।

গ্যারান্টির নবায়ন, বর্ধিতকরণ, সংশোধন ঃ সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী (Beneficiary) পক্ষের চাহিদা মোতাবেক বা সম্মতিতে এবং গ্রাহকের (Principal Debtor)-এর অনুরোধে সন্তুষ্ট হলে ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ, পরিমাণ ইত্যাদি বৃদ্ধিসহ যুক্তিসঙ্গত সংশোধন করা যেতে পারে। এ জন্য নির্ধারিত কমিশন/সার্ভিস চার্জ আদায় করা যেতে পারে।

গ্যারান্টি রদকরণ (Cancellation) ঃ সাধারণত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গ্যারান্টি রদ করা হয়ে থাকে ঃ

১. রদ করার জন্য সুবিধাভোগী কর্তৃক তাদের লিখিত সম্মতিসহ মূল গ্যারান্টিটি ফেরত দেয়া হলে রদ করা যেতে পারে।

২. গ্যারান্টির মেয়াদ শেষ হলে যদি মূল গ্যারান্টি ফেরত না পাওয়া যায় অথবা নবায়নের কোনো অনুরোধ না থাকে তবে নিম্নলিখিত সাধারণ পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে গ্যারান্টি রদ করা যেতে পারে ঃ

১. ১৫ দিনের সময় দিয়ে সুবিধাভোগী পক্ষকে মূল গ্যারান্টি ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে হবে এবং ঐ অনুরোধপত্রের একটি অনুলিপি গ্রাহককে দিয়ে মূল গ্যারান্টি ফেরত আনার জন্য তার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে হবে। প্রয়োজনে গ্রাহককে পৃথক পত্রের মাধ্যমেও অবগত ও অনুরোধ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্যারান্টি যথাযথভাবে release সহকারে অথবা সুবিধাভোগীর পত্রসহ ফেরত পাওয়া গেলে অথবা নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে ব্যাংক গ্যারান্টি রদ করা যেতে পারে। তবে অনুরোধপত্রে এ ধরনের শর্ত থাকতে হবে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল গ্যারান্টি ফেরত পাওয়া না গেলে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে ব্যাংক গ্যারান্টির কার্যকারিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. মূল গ্যারান্টি ফেরত পাওয়া না গেলে নগদ ও সহায়ক জামানত ফেরত দানের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গ্যারান্টি রদ করার পর সুবিধাভোগী ও গ্রাহককে লিখিতভাবে জানাতে হবে। মূল গ্যারান্টি ফেরত পাওয়ার পরই সকল জামানত ফেরত দেয়া উচিত।

গ্যারান্টি রদের ব্যাপারে উপরে একটি সাধারণ নীতিমালা আলোচনা করা হলো যা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার ভিত্তিতে ভিন্ন রকম হতে পারে।

গ্যারান্টির মূল্য পরিশোধ/নগদায়ন ঃ গ্রাহকের ব্যর্থতা বা অসমর্থতার কারণে সুবিধাভোগী কর্তৃক গ্যারান্টির মূল্য নগদায়নের জন্য উপস্থাপিত হলে যদি দাবিটি যুক্তিসঙ্গত এবং গ্যারান্টির শর্তানুযায়ী হয় তবে তা গ্রাহককে অবহিত করে তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধিত হওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট নগদ জামানত থেকে গ্যারান্টির মূল্য পরিশোধিত হবে। নগদ জামানত পর্যাপ্ত না হলে অতিরিক্ত মূল্য ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে পরিশোধ করে তা গ্রাহকের কাছ থেকে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্যাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সম্ভাবনা ও সমস্যা

বাংলাদেশ একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এদেশের জনগণ ইসলামপ্রিয় এবং তারা সকল কর্মপদ্ধতি ও কার্যকলাপ ইসলাম তথা কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালনায় বিশ্বাসী। এদেশের অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে মানুষের স্বার্থপরতার উপর ভিত্তি করে। তাই স্বাভাবিক কারণেই পুঁজিবাদ সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলছে। সম্পদের সুষম বন্টন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সম্পদ ক্রমাগত কতিপয় সৌভাগ্যবান গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হচ্ছে। এভাবে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির সেরা মানব সমাজকে এক বিভীষিকাময় নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়া পুঁজিবাদ অর্থ ব্যবস্থায় সুদের বিষাক্ত ছোবল কতিপয় ভাগ্যবান ধনশালী ছাড়া সমাজের অধিকাংশ লোককে ক্রমাগতভাবে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এদেশের নিপীড়িত জনগোষ্ঠী বিকল্প অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু স্বার্থলোভী মহল এ ধারাকে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিউনিজমের দিকে ঠেলে নেয়ার অপপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা সুশীল সমাজের জন্য আদৌ কাম্য হতে পারে না। কমিউনিস্ট অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বকীয়তা বলতে কিছুই থাকে না। যন্ত্র যেমন চালকের নির্দেশ মতো কাজ করে এবং চালক তাকে প্রয়োজনীয় তেল, মবিল দিয়ে সচল রাখে, তেমনি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নির্দেশ মতো কাজ করতে হবে এবং রাষ্ট্র তার আহার, বাসস্থান ইত্যাদির সংস্থান করবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মানুষ এবং যন্ত্র এক নয়। মানুষের ব্যক্তি ইচ্ছা, অনিচ্ছা, স্বাদ, আহলাদ, পছন্দ, অপছন্দ আছে। কিন্তু যন্ত্র এ সবের উর্ধ্বে। এছাড়া মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা স্বার্থপর। তাই সে তার ব্যক্তিগত অর্জন, ভোগ, সঞ্চয় ইত্যাদি ব্যতিরেকে স্বতস্ফূর্তভাবে কর্মে মনোনিবেশ করতে পারে না। ফলে সমাজের অধিকতর উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না। এ জন্য কমিউনিজম মানব কল্যাণ করতে পারেনি এবং পারবে না।

তাই এই দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকে। তাঁরা এদেশের জনগণের প্রাণপ্রিয় অর্থব্যবস্থা 'ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জান-মাল

www.pathagar.com

কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং এ উদ্দেশ্যে তাদের সুসংগঠিত কর্মধারা অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে অন্যান্য কার্যব্যবস্থার সাথে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ জন্ম নেয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক একমাত্র ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এবং একই বছর ৩০ মার্চ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ৭৫ মতিঝিলে এর কার্যক্রম শুরু হয়। শুরু থেকেই এ ব্যাংকের প্রতি জনগণের অপরিসীম আস্থা ও সাড়া পাওয়া যায় এবং ব্যাংকের প্রতিভাবান উদ্যোক্তা ও নীতিনির্ধারক, দক্ষ নির্বাহী, কর্মকর্তা ও সকল স্তরের কর্মচারীবৃন্দ জনগণের সুদৃঢ় আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। এছাড়া একদল নিবেদিতপ্রাণ ব্যাংকের শুভাকাঙ্খী হিসেবে এর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কাজ করে যেতে থাকে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অসীম রহমতে এবং সকলের সাহায্য-সহযোগিতা, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদির জন্য এ ব্যাংক ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে উপনীত হতে থাকে। বর্তমানে এ ব্যাংক প্রচলিত সুদ-ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ডিঙ্গিয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এর শক্ত ভিত গড়তে সক্ষম হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এর আমানত, বিনিয়োগ, গুণগত মান এবং অন্যান্য দিক দিয়ে সমসাময়িক সকল ব্যাংকের শীর্ষে অবস্থান করছে। শুরু থেকে এর একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হলো ঃ

মিলিয়ন টাকা

ক্রঃ নং	বিবরণ	১৯৮৪	১৯৮৮	১৯৯৩	১৯৯৭	২০০২	২০০৩ (প্রভিশনাল)
১	পরিশোধিত মূলধন	৭১.৫	৭৯.৫	১৬০	৩১৭	৬৪০	১,৯২০.০০
২	সঞ্চিতি তহবিল	৫.৬	৫৯.৮২	২০৯.৩৬	৯৩০.১৭	২৮৫২.০৭	৩,৪৪০.০০
৩	আমানত	৬৩৫.৯৪	২৮৩৭.৭৫	৮২৬১.০৮	১৬,৮৭৩.৫৮	৫৫,৪৬১.৬২	৭০,৫৫৩.০০
৪	বিনিয়োগ	৪৫৭.৭৯	২১৩২.৩৮	৫৫৪২.৫	১৩,০৯৫.৩১	৪৯,১৮৫.৯২	৬২,৭৫৬.০০
৫	বৈদেশিক বাণিজ্য	১৩৬৯.১	৪৪৯০.৪	১৬৮৫৬.৯	৩৬,৬৪৫.৪০	৬৫,১৩১.০০	৮৪,৬৪৩.০০
৬	নীট মুনাফা	৭.৮৩	৩০.৬৬	৮০	১৭০.৭৫	৯৯৪.০৫	৯৩২
৭	লভ্যাংশের হার	৪.৪১%	১৫%	১৫%	২১%	২৫%	
৮	শাখার সংখ্যা	৭	২৭	৭৬	১০০	১২৮	১৪১

যেহেতু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশে প্রথম, সর্ববৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, তাই বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্ভাব্যতা ও সমস্যা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক

www.pathagar.com

বাংলাদেশ লিঃ-এর কার্যপদ্ধতি, সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করা দরকার বিধায় এখানে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক সকল কাজ পরিচালনা করা।
- সুদমুক্ত ব্যাংকিং লেনদেন করা।
- কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।
- সকল বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করা।
- অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
- স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর কার্যক্রম ঃ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সাধারণভাবে যে সকল কার্য সম্পাদন করে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) আমানত বা জমা গ্রহণ।
(২) বিনিয়োগ প্রদান।
(৩) বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিময়।
(৪) অর্থ প্রেরণ (টিটি, ডিডি, পে-অর্ডার ইত্যাদি)।
(৫) বিশেষ ব্যাংকিং সেবা (লকার সার্ভিস, গ্যারান্টি ইস্যু, ইউটিলিটি বিল গ্রহণ ইত্যাদি)।
(৬) জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম।

আমানত/জমা গ্রহণে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আমানত গ্রহণ যে সকল নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

- ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা।
- আল ওয়াদীয়াহ্ ও মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করা।
- মুদারাবা আমানত থেকে বিনিয়োগের অর্জিত আয়ের কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ মুদারাবা আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করা।

অন্যান্য সমসমায়িক ব্যাংকের তুলনায় আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

২০০১ সালের তুলনায় ২০০২ সালে ব্যাংক আমানতের একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে দেয়া হলো ঃ

লক্ষ টাকায়

বিবরণ	২০০১	২০০২	প্রবৃদ্ধি (%)
সকল ব্যাংক	৮৮৬৪৮১২	১০০৫২৯৩৭	১৩.৪০%
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ	৪৬৭৬৪৪৩	৫০৯১১৮০	৮.৮৭%
বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ	৬১৩০৫৩	৬৫৪৪৫৬	৬.৭৫%
বেসরকারী ব্যাংকসমূহ	৩০৩৫৭৫৫	৩৭১৪৭৬৫	২২.৩৭%
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৪১৫৪৭৩	৫৫৪৬১৬	৩৩.৪৯%

সূত্র ঃ Scheduled Bank Statistics (October-December 2001 & 2002) published by Bangladesh Bank and Annual Report 2002 of Islami Bank Bangladesh Limited.

উপরোক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১ সালের তুলনায় ২০০২ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে আমানতের প্রবৃদ্ধির হার ১৩.৪০% যা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ ও বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের আরও কম। বেসরকারী ব্যাংকসমূহের প্রবৃদ্ধির হার ২২.৩৭%-এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রবৃদ্ধির হার ৩৩.৪৯%, যা নিঃসন্দেহে ব্যাংকটির একটি বিরাট সাফল্য।

এছাড়া ৩১-১২-২০০২ ইং সালে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ ৭,৯৯,৭২৬ লক্ষ টাকা। সমগ্র ব্যাংকিং খাতের আমানতের ৭.৯৬% যেখানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর আমানতের পরিমাণ ৫,৫৪,৬১৬ লক্ষ টাকা যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের আমানতের ৫.৫২% এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানতের ৬৯.৩৫%। অতএব, বোঝা যায় আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ সুপরিকল্পিতভাবে একটি মজবুত ভিত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিনিয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী অগ্রাধিকার খাতসমূহসহ দেশের শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি, গৃহায়ণ, গ্রামীণ উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করা। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগসমূহ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

বিগত ২০০১ সালের তুলনায় ২০০২ সালে বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগ (প্রচলিত ব্যাংকের পরিভাষা ও পদ্ধতি "ঋণ ও আগাম" এবং ইসালামী ব্যাংকের পরিভাষা ও পদ্ধতি 'বিনিয়োগ')-এর একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে দেখানো হলো ঃ

লক্ষ টাকায়

বিবরণ	২০০১	২০০২	প্রবৃদ্ধি (%)
সকল ব্যাংক	৭২৭৪৯০৮	৮৩০৩০৮৩	১৪.১৩%
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ	৩২৭৭২৮৫	৩৫৫৮৬৪২	৮.৫৯%
বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ	৩৭৭৬৬৫	৫০৯২১৩	৩৪.৮৩%
বেসরকারী ব্যাংকসমূহ	২৫৩৭১৯৪	৩১৪৩০৬৪	২৩.৮৮%
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৩৭৬৪৮৮	৪৯১৮৫৯	৩০.৬৪%

সূত্র ঃ Scheduled Bank Statistics (October-December 2001 & 2002) published by Bangladesh Bank and Annual Report 2002 of Islami Bank Bangladesh Limited.

উপরোক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১ সালের তুলনায় ২০০২ সালে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির হার ১৮.১৩% যা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের আরও কম। বেসরকারী ব্যাংকসমূহের প্রবৃদ্ধির হার ২৩.৮৮%-এর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর প্রবৃদ্ধির হার ৩০.৬৪% যা নিঃসন্দেহে ব্যাংকটির একটি বিরাট সাফল্য।

এছাড়া ৩১-১২-২০০২ ইং সালে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,৩১,৮৫১ লক্ষ টাকা। সমগ্র ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগের ৮.৮১% যেখানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লিমিটেড-এর বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,৯১,৮৫৯ লক্ষ টাকা যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের আমানতের ৫.৯২% এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের ৬৭.২১%। অতএব, বোঝা যায় বিনিয়োগের দিক দিয়েও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

৩১-১২-২০০২ ইং তারিখে দেশের ব্যাংকসমূহের এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর বিনিয়োগের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যভিত্তিক একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে দেয়া হলো ঃ

পরিমাণ কোটি টাকায়

বিবরণ	কৃষি, মৎস্য ও বনায়ন		শিল্প স্থাপন		শিল্পের চলতি মূলধন		নির্মাণ	
	পরিমাণ	হার	পরিমাণ	হার	পরিমাণ	হার	পরিমাণ	হার
সকল ব্যাংক	৯৭৯১	১২%	১৭০১৩	২০%	১৪৩৬২	১৭%	৫৬২৯	৭%
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ	৪৪৭৭	১৩%	৮০৫৩	২৩%	৭২৪৪	২০%	৩০২৩	৮%
বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ	৪	০.১০%	৬২১	১২%	১৮৭৮	৩৭%	২৪	০%
বেসরকারী ব্যাংকসমূহ	৪২০	১%	৪৩৫৪	১৪%	৪৬০১	১৫%	২৪৫৩	৮%
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	৫	০.১০%	৮৯৩	১৮%	৮৬০	১৭%	৩৩৪	৭%

চলমান...

বিবরণ	পরিবহণ ও যোগাযোগ		ব্যবসা		অন্যান্য		মোট	
	পরিমাণ	হার	পরিমাণ	হার	পরিমাণ	হার	পরিমাণ	হার
সকল ব্যাংক	১২৪২	১%	২৬৩৭৪	৩২%	৮৬১৯	১০%	৮৩০৩০	১০০%
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ	২৮০	১%	১০০০৬	২৮%	২৫০৩	৭%	৩৫৫৮৬	১০০%
বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ	১৪৫	৩%	৭০১	১৪%	১৭১৯	৩৪%	৫০৯২	১০০%
বেসরকারী ব্যাংকসমূহ	৭৫১	২%	১৫২১২	৪৮%	৩৬৪০	১২%	৩১৪৩১	১০০%
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	১৮৭	৪%	১৬৬৪	৩৪%	৯৭৬	২০%	৪৯১৯	১০০%

বৈদেশিক বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংকের অগ্রগতি

বৈদেশিক বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শুরু থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। আমদানি-রপ্তানি, অর্থপ্রেরণ ও অন্যান্য সহায়ক

www.pathagar.com

কাজকর্মে এর অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিগত কয়েক বছরের বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেয়া হলো।

মিলিয়ন টাকা

বছর	আমদানি	রপ্তানি	অর্থপ্রেরণ	মোট
১৯৯৮	২০২৩৮.৩০	১৪৮৯৪.৩০	৬৩৬০.৬০	৪১৪৯৩.২০
১৯৯৯	২০৩৯৬.০০	১৪৭৯৮.০০	৮৪১৫.০০	৪৩৬০৯.০০
প্রবৃদ্ধি	০.৭৮%	-০.৬৫%	৩২.৩০%	৫.১০%
২০০০	২৫৩২৭.০০	১৬৮৮৯.০০	৭৬৪৪.০০	৪৯৮৬০.০০
প্রবৃদ্ধি	২৪.১৮%	১৪.১৩%	-৯.১৬%	১৪.৩৩%
২০০১	২৫৯০৭.০০	১৬০৮২.০০	৯৮৭৯.০০	৫১৮৬৮.০০
প্রবৃদ্ধি	২.২৯%	-৪.৭৮%	২৯.২৪%	৪.০৩%
২০০২	৩৩৭৮৮.০০	১৬৬৭৩.০০	১৪৬৭০.০০	৬৫১৩১.০০
প্রবৃদ্ধি	৩০.৪২%	৩.৬৭%	৪৮.৫০%	২৫.৫৭%
২০০৩	৪৬,২৩৭.০০	২১,৭৩৮.০০	১৬,৬৬৮.০০	৮৪,৬৪৩.০০
প্রবৃদ্ধি	৩৬.৮৪%	৩০.৩৮%	১৩.৬২%	২৯.৯৬%

সুষ্ঠুভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বহির্বিশ্বের ব্যাংকসমূহের সাথে বিস্তৃত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর যথেষ্ট সাফল্য ও জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এর কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে ঃ

১. ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য যথাযথ আইনের অভাব। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে কিছু কিছু ধারা বর্তমানে সংযোজিত হলেও তা পর্যাপ্ত নয়।

www.pathagar.com

২. সুদমুক্ত সিকিউরিটিজ/বণ্ড ইত্যাদির অভাব। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের লেনদেনের জন্য বাংলাদেশের অর্থবাজারে বেশকিছু সিকিউরিটিজ/বন্ড থাকলেও ইসলামী ব্যাংকের জন্য এ ধরনের কোনো সিকিউরিটিজ/বণ্ড বর্তমানে চালু নেই। তবে সরকারি উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় *বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট বন্ড* নামে একটি বন্ড চালু হওয়ার জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। বন্ডটি চালু হলে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্ভাবনার দ্বার আরো প্রশস্ত হবে।

৩. খেলাপী বিনিয়োগ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রযাত্রার আর একটি অন্তরায়। প্রচলিত ব্যাংকিং-এ খেলাপী ঋণের উপর সুদ ও দন্ডসুদ আরোপ করে আয় বৃদ্ধির সুযোগ আছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো সুযোগ নেই। বিনিয়োগ খেলাপী হয়ে গেলে, সে বিনিয়োগ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

৪. কোনো পদ্ধতি বা ব্যবস্থা তার নিজের উপর এককভাবে নির্ভরশীল হয়ে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছা বেশ কষ্টকর। এ জন্য দরকার সহায়ক কিছু ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের। ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যের জন্য শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞ, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, হিসাবনিরীক্ষক, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা ইত্যাদির সেবা প্রয়োজন। এ ছাড়া, ইসলামী ব্যাংকিং-এর গ্রাহকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু, বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান এখনও তেমন উন্নতিলাভ করতে পারেনি।

৫. ইসলামী ব্যাংকিং শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত একটি বিশেষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা। তাই এর সুষ্ঠু ও সাফল্যজনক পরিচালনার জন্য ব্যাংকিং ও শরীয়াহ্ বিষয়ে দক্ষ একদল নিবেদিত কর্মীর প্রয়োজন। কিন্তু, বাংলাদেশে এখনও এ ধরনের জনশক্তির স্বল্পতা বিদ্যমান।

৬. শরীয়াহ্ অনুযায়ী বৈদেশিক বাণিজ্যের সব বিষয়ে সুষ্ঠু লেনদেনের জন্য শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যাংকার সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই।

৭. গ্রাহকদের সাথে ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের। সুতরাং, ব্যাংকের অংশীদারেরও শরীয়াহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে গ্রাহকদের সাথে সাথে ব্যাংকারদেরও এগিয়ে আসা উচিত।

www.pathagar.com

উপসংহার

কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড উত্তরোত্তর বিস্তার ও প্রসার লাভ করছে। ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য ও অগ্রযাত্রা প্রমাণ করছে যে, সুদ ব্যতীত ব্যাংকিং ব্যবস্থা সাফল্যের সাথে পরিচালনা করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এছাড়া, একটি প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক-এ রূপান্তরিত হয়ে এবং বেশকিছু প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রযাত্রাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রত্যেকটি ইসলামী ব্যাংক এমনকি যে সকল প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা আছে তাদের প্রত্যেকের শরীয়াহ্ কাউন্সিল/উপদেষ্টা আছে এবং প্রত্যেকেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ'-এর সদস্য। এছাড়া, ইসলামী ব্যাংকিং-এর উন্নতি, গবেষণা, ও স্বার্থ রক্ষার জন্য 'ইসলামিক ব্যাংক কনসালটেটিভ ফোরাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এবং বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সচেষ্ট হলে অদূরভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

ব্যাংকের নাম

ছবি

মুশারাকা বিনিয়োগের আবেদনপত্র (নমুনা)

ব্যবস্থাপক

..... লিমিটেড

.....শাখা

.....

মুহ্তারাম,

আস্সালামু আলাইকুম ।

আমি/আমরা ..... বছর যাবৎ পাইকারী/খুচরা ব্যবসায়ে/ ..... শিল্পে নিয়োজিত আছি এবং উক্ত ব্যবসা/শিল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য আপনাদের নিকট আবেদন করছি।

১। বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ঃ

২। বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ

		টাকা	অনুপাত (%)
(ক)	ব্যাংক		
(খ)	নিজ		
(গ)	মোট		

৩। সম্ভাব্য বার্ষিক মুনাফা ঃ টাকা ----------
(সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি হিসাব সংযুক্ত)

www.pathagar.com

৪। মুনাফা বন্টনের প্রস্তাবিত হার ঃ

		অনুপাত (%)
(ক)	ব্যাংক	
(খ)	নিজ	
(গ)	মোট	

৫। ব্যবসায়ের তথ্যাবলী ঃ

(ক) গ্রাহকের/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

(খ) ব্যবসায়ের ঠিকানা ঃ
(টেলিফোন নাম্বারসহ, যদি থাকে)

(গ) ব্যবসায়ের ধরন ঃ

(ঘ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ

(ঙ) বিগত ৩ বছরের ব্যবসায়ের ফলাফল ঃ

	সন --------	সন ---------	সন ---------
	টাকা	টাকা	টাকা
মোট ক্রয়			
মোট বিক্রয়			
মুনাফা			

৬। প্রতিষ্ঠানের ধরন ঃ একক মালিকানা/অংশীদারী/যৌথ মূলধনী (প্রাঃ)/ পাবলিক লিঃ/অন্যান্য।

মালিক/অংশীদার/ পরিচালকের নাম	বয়স	পিতা/স্বামীর নাম *	বর্তমান ঠিকানা
১	২	৩	৪

www.pathagar.com

স্থায়ী ঠিকানা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কারিগরী প্রশিক্ষণ/যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সামাজিক কার্যাবলী
৫	৬	৭	৮	৯

* বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে স্বামী ও পিতা উভয়ের নাম।

৭। শাখা অফিস (যদি থাকে) ঃ

৮। অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ
(টেলিফোন নাম্বারসহ)

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মালিকের নাম, পিতার নাম ও বয়স	মালিকের ঠিকানা (বর্তমান ও স্থায়ী)	ব্যবসায়ের বিবরণ	মূলধন	ব্যাংকারের নাম ও ঠিকানা	ব্যা কে দায় দেনা প্রকৃতি ও অবস্থা

৯। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ঃ (একক মালিকানা এবং অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

অ) সম্পত্তিসমূহ ঃ

(ক) ব্যবসায়িক জমির মূল্য (যদি থাকে) ঃ টাকা

(খ) ব্যবসায়িক ইমারতের মূল্য (যদি থাকে) ঃ টাকা

(গ) যন্ত্রপাতির মূল্য (যদি থাকে) ঃ টাকা

(ঘ) দোকান/শো-রুমের মূল্য ঃ টাকা
(যদি খরিদ/পজেশন ক্রয় করা থাকে)

(ঙ) আসবাবপত্রের মূল্য ঃ টাকা

(চ) মজুদ মালের মূল্য (স্টক রিপোর্ট সংযুক্ত) ঃ টাকা

(ছ) বিবিধ পাওনা (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

www.pathagar.com

(জ) ব্যাংকে জমা (ব্যাংক বিবরণী সংযুক্ত ঃ টাকা
(ঝ) অন্যান্য (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

মোট সম্পত্তি ঃ টাকা

আ) বাদ ঃ দায়-দেনাসমূহ ঃ

(ক) অত্র ব্যাংকের নিকট দেনা ঃ টাকা
(খ) অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনা ঃ টাকা
(বিস্তারিত বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)
(গ) বিবিধ দেনাদার ঃ টাকা
(ঘ) অন্যান্য দায়দেনা (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

মোট দায়-দেনা ঃ টাকা
নীট বিনিয়োগ (অ-আ) ঃ **টাকা**

১০। বিনিয়োগ-এর পরিমাণ ৫০.০০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব হলে অথবা যৌথ মূলধনী কারবারের বেলায় বিগত ৩ (তিন) বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ঃ
১১। অন্যান্য সম্পদ (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা
১২। ট্রেড লাইসেন্স নং ও মেয়াদ ঃ
১৩। (ক) টিআইএন ঃ
(খ) বর্তমান বছরে প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা
(গ) গত বছরে প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা
১৪। মালিক/অংশীদারবৃন্দ/ডাইরেক্টরদের/গ্যারান্টারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ ঃ

	সম্পত্তির বিবরণ							
নাম	মৌজা	দাগ নং	খতিয়ান নং			মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং	জমির পরিমাণ	ইমারতের বিবরণ	আনুমানিক মূল্য
			সি, এস	এস, এ	আর, এস				

১৫। প্রস্তাবিত জামানতের বিবরণ

(ক) সহায়ক জামানতের বিবরণ ও মূল্য ঃ
(সম্পত্তির মূল্যায়নপত্র সংযুক্ত)
(খ) ব্যক্তিগত জামানত ঃ

www.pathagar.com

১৬। পূর্বের ব্যাংকের নাম, হিসাব নং ও হিসাব বিবরণী ঃ
(যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১৭। ব্যবসায়ের দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অন্য ব্যাংকে দায়বদ্ধ কি না ?

তারিখ ঃ ---------- ----------

গ্রাহকের সীল ও স্বাক্ষর

হিসাব নং ঃ হিসাব খোলার তারিখ ঃ

সংযুক্তিপত্রের তালিকা ঃ

১. ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি।

২. সম্ভাব্য লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

৩. পূর্ববর্তী তিন বছরের ব্যবসার হিসাব বিবরণী।

৪. অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তির সত্যায়িত কপি।

৫. যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিন বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট।

৬. যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ও পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত (Resolution)-এর সত্যায়িত কপি।

৭. আয়করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (Tax payer's identification number)-সহ আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের (Certificate) সত্যায়িত কপি।

৮. অন্যান্য

স্বাক্ষর ----------

www.pathagar.com

সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি হিসাব

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুত		বিক্রয় (মালের নাম, পরিমাণ, বিবরণ এবং দাম)	
ক্রয় (মালের নাম, পরিমাণ, বিবরণ এবং দাম)		সমাপনী মজুত	
ক্রয় খরচ : পরিবহণ খরচ বীমা খরচ কুলি খরচ অন্যান্য খরচ			
বিক্রয় খরচ পরিবহণ খরচ বীমা খরচ কুলি খরচ অন্যান্য খরচ			
মুনাফা		ক্ষতি	

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

ব্যাংকের নাম

.....শাখা

তারিখ ঃ.....ইং

সূত্র নং .....

মেসার্স / জনাব .....

.....

.....

মুহ্‌তারাম,

আস্‌সালামু আলাইকুম ।

বিষয় ঃ **মুশারাকা বিনিয়োগের মঞ্জুরীপত্র (নমুনা)**

আপনার/আপনাদের .....তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার/আপনাদের অনুকূলে মুশারাকা পদ্ধতিতে টাকা..... (টাকা ....) বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হয়েছে।

১.	মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (ব্যাংক ও গ্রাহক)	ঃ	টাকা.....
২.	বিনিয়োগের উদ্দেশ্য	ঃ	
৩.	মূলধন সরবরাহ অনুপাত	ঃ	ব্যাংক- টাকা ..... (মোট বিনিয়োগের).....%) গ্রাহক টাকা..... (মোট বিনিয়োগের) .....%)
৪.	বিনিয়োগ বিতরণ	ঃ	আপনার/আপনাদের মূলধন ব্যাংকের মুশারাকা হিসেবে জমা দেয়ার পর উক্ত বিনিয়োগসহ ব্যাংকের বিনিয়োগ মুশারাকা কারবারে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যাবে।

www.pathagar.com

৫. বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ

৬. জামানত ঃ

মুশারাকা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দরুন ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্য আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত জামানতসমূহ প্রদান করতে হবে ঃ

ক) সহায়ক জামানত ঃ

নিম্ন তফসিলভূক্ত .....শতাংশ জমি (দালান-কোঠাসহ, যদি থাকে) মূল্য টাকা .....এর বন্ধক ঃ

১।

২।

৩।

খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত জামানত ঃ

(১) জনাব .....
পিতা .....
ঠিকানা .....।

(২) জনাব .....
পিতা .....
ঠিকানা .....।

৭. আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রাদি সম্পাদন/জমা প্রদান করতে হবে ঃ

(ক) মুশারাকা চুক্তিনামা (Musharaka Agreement)
(খ) ডি. পি. নোট
(গ) ডি. পি. নোট ডেলিভারি লেটার
(ঘ) লেটার অব কনটিনিউটি
(ঙ) মূল টাইটেল ডিডস ও অন্যান্য দলিল (সি এস, এস এ, আর এস পর্চা, ডি সি আর, নির্দায় পত্র, খাজনা রসিদ, বায়া-ডিড ইত্যাদি)
(চ) জমি বন্ধকী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি
(ছ) অন্যান্য দলিল (ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী)।

৮. বীমা ঃ আপনাকে/আপনাদেরকে কমপক্ষে ক্রমিক নং ১-এ বর্ণিত মোট বিনিয়োগ ও তার উপর অতিরিক্ত আরো ১০%-এর সমপরিমাণ টাকার অবশ্যই অগ্নি, দাঙ্গা ও ধর্মঘট, বন্যা ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি জনিত ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি ব্যাংক মর্টগেজ ক্লজসহ কভার করে ব্যাংকের তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানী থেকে বীমা করতে হবে।

www.pathagar.com

৯. হিসাব চূড়ান্তকরণ ঃ

মেয়াদ শেষে অথবা চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে আপনাকে/ আপনাদেরকে ব্যবসায়ের হিসার তৈরি করে মেয়াদপূর্তির/চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের পর ..... দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত হিসাব যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত করা হবে।

১০. লাভ ভাগাভাগি/ক্ষতি বহন অনুপাত ঃ

(ক) হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর নিম্নবর্ণিত হারে লাভ বণ্টিত হবে ঃ

ব্যাংক ....%

গ্রাহক ....%

(খ) যদি আপনার/আপনাদের অবহেলাজনিত অথবা আপনার/ আপনাদের দ্বারা চুক্তির পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতি সংঘটিত হয় তবে আপনাকে/আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করতে হবে। অন্যথায়, ব্যাংক ও আপনার/ আপনাদের মধ্যে মূলধন অনুপাতে ক্ষতি বণ্টিত হবে।

১১. ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিশোধের পদ্ধতি ঃ

হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার ..... দিনের মধ্যে ব্যাংকের যাবতীয় পাওনা আপনার/ আপনাদের নামে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট মুশারাকা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। স্বীকৃত লাভ/ক্ষতি ৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ব্যাংকের বিনিয়োগের সাথে সমন্বয়পূর্বক ব্যাংকের পাওনা নির্ধারিত হবে।

১২. ক্ষতিপূরণ ঃ

কোনো পক্ষ মুশারাকা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ব্যাংকের রিভিউ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩. অন্যান্য শর্ত/শর্তাবলী ঃ

ক)

খ)

গ)

উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ আপনার/আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে এতদসঙ্গে সংযুক্ত অত্র অনুমোদনপত্রের অনুলিপি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করত ফেরত দান এবং জামানতসহ অন্যান্য দলিলপত্র সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করছি, অন্যথায় এ মঞ্জুরীপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

মা-আস্‌সালাম।

উল্লেখিত শর্তাদি স্বীকার করে অত্র অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

.....

গ্রাহকের স্বাক্ষর (নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে) ও তারিখ
(কোম্পানীর সিলসহ)

আপনার বিশ্বস্ত

ব্যবস্থাপক

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৩

ব্যাংকের নাম

বিশেষ
আঠালো
স্ট্যাম্প

মুশারাকা চুক্তিপত্র (নমুনা)

....ব্যাংক লিমিটেড,
.... শাখা,
...................................যার প্রধান কার্যালয় ....
ঢাকায় অবস্থিত এবং কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (বর্তমানে ১৯৯৪)-এর আওতায় বাংলাদেশ নিবন্ধিত ।

প্রথম পক্ষ ব্যাংক

....পিতা...
মাতা...স্বামী..
সাং ....
ডাকঘর .... থানা ....
জেলা .... জাতি....................................
ধর্ম... পেশা .... ।

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহক

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ব্যাংক মুশারাকা পদ্ধতিতে গ্রাহকের সাথে .... ব্যবসা/শিল্পে অংশগ্রহণে সম্মত হয়ে গ্রাহকের অনুকূলে মুশারাকা বিনিয়োগের মঞ্জুরীপত্র প্রদান করে যা গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত এবং স্বাক্ষরিত হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী পক্ষদ্বয় নিম্নোক্ত শর্তাদিতে ঐকমত্য পোষণপূর্বক অদ্য ....ইং তারিখে .... (স্থানে) সুস্থ শরীরে স্বতস্ফূর্তভাবে নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করে।

www.pathagar.com

চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ

১। .....ব্যবসায়/ .... উৎপাদন ও বিপণন-এর জন্য মুশারাকা কারবারটি ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২। সংশ্লিষ্ট ব্যবসা/শিল্পের মোট মূলধনের পরিমাণ ..... টাকা (টাকা .....)।
উক্ত মূলধনের ..... % অর্থাৎ .....
টাকা (টাকা ....)
ব্যাংক এবং অবশিষ্ট.....% অর্থাৎ .....টাকা
(টাকা .....)
গ্রাহক যোগান দেবে।

৩। ব্যবসা/শিল্পের বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গ্রাহকের ইতোপূর্বে বিনিয়োগকৃত তহবিল (যদি থাকে), তা গ্রাহকের শেয়ার মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪। গ্রাহক ও তার/তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালিত হবে এবং এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব গ্রাহকের। তবে ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সময়ে-সময়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। এ জন্য ব্যাংকের প্রতিনিধি ব্যবসা/শিল্পের যে কোনো স্থানে/কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে।

৫। ব্যবসা/শিল্পের মেয়াদ আগামী .....ইং তারিখ পর্যন্ত .....বছর।

৬। প্রতি বছর .....ইং তারিখে এবং/অথবা মেয়াদ শেষে হিসাবপত্র উক্ত তারিখের অথবা মেয়াদের পর ..... দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট জমাপূর্বক উভয়ের সম্মতিতে চূড়ান্ত করা হবে।

৭। চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী লাভ হলে ব্যাংক তার ..... শতাংশ এবং গ্রাহক ..... শতাংশ পাবে। হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার ..... দিনের মধ্যে গ্রাহক ব্যাংকের আনুপাতিক লভ্যাংশ ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের নামে মুশারাকা হিসেবে জমা দেবে। মেয়াদ শেষ হলে গ্রাহককে উক্ত তারিখের মধ্যে ব্যাংকের মূলধনও উক্ত মুশারাকা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে।

www.pathagar.com

৮। গ্রাহকের দায়িত্বে অবহেলাজনিত কারণ, মঞ্জুরীপত্র ও অত্র চুক্তিপত্রের শর্তাদি ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ে/শিল্পে ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ ক্ষতি গ্রাহক বহন করবে এবং ৬ নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো নির্ধারিত সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর ..... দিনের মধ্যে ব্যাংকের সমুদয় মূলধন গ্রাহককে তার/তাদের নামে ব্যাংকের মুশারাকা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে।

৯। ৮ নং ক্রমিকে বর্ণিত কারণসমূহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষতি হলে তা ব্যাংক ও গ্রাহক মূলধন অনুপাতে বহন করবে। এক্ষেত্রে ৬ নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর ..... দিনের মধ্যে ব্যাংকের মূলধন থেকে আনুপাতিক ক্ষতি বাদ দিয়ে বাকি মূলধন গ্রাহক তার/তাদের নামে রক্ষিত ব্যাংকের মুশারাকা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে।

১০। মেয়াদপূর্তির আগে কোনো অনিবার্য কারণবশত অথবা ক্রমাগত লোকসানের কারণে ব্যবসা বন্ধ করার প্রয়োজন হলে অথবা মেয়াদ শেষে হিসাব চূড়ান্ত করার জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পদ মূল্যায়িত হবে এবং উক্ত নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহক ঐ সম্পত্তি নিবে। তবে উভয়ের সম্মতিতে সম্ভব হলে ঐ সম্পদ উপযুক্ত মূল্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রি করে হিসাব চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খরিদ্দার সংগ্রহ ও বিক্রির দায়-দায়িত্ব গ্রাহকের।

১১। ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে ..... ইং তারিখে ইস্যুকৃত মঞ্জুরীপত্র নং ..... এর যাবতীয় শর্ত অত্র চুক্তিপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে যা পক্ষদ্বয় মানতে বাধ্য থাকবে।

১২। অত্র চুক্তি অথবা বর্ণিত মঞ্জুরীপত্রের কোনো শর্ত কোনো পক্ষ ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ব্যাংকের রিভিউ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩। অত্র চুক্তিপত্রের সমুদয় অথবা যে কোনো শর্ত ব্যাংক ও গ্রাহকের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

প্রথম পক্ষ

..... ব্যাংকের পক্ষে

সাক্ষীগণ ঃ

১।

নাম.....

পিতার নাম..... ব্যবস্থাপক

ঠিকানা .... শাখা

..... (ব্যাংকের সিল ও স্বাক্ষর)

স্বাক্ষর.....

২।

নাম..... দ্বিতীয় পক্ষ

পিতার নাম..... ..... এর পক্ষে

ঠিকানা .....

স্বাক্ষর.....

মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত
অংশীদার/পরিচালকবৃন্দ
(সিল ও স্বাক্ষর)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪

ব্যাংকের নাম

মুদারাবা বিনিয়োগের আবেদনপত্র (নমুনা)

ছবি

ব্যবস্থাপক

.....ব্যাংক লিমিটেড

.....শাখা

..... ।

মুহ্তারাম

আস্সালামু আলাইকুম।

আমি/আমরা ..... বছর যাবৎ পাইকারী /খুচরা ব্যবসায়ে/ ..... শিল্পে নিয়োজিত আছি এবং উক্ত ব্যবসা / শিল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য আপনাদের নিকট আবেদন করছি।

১। বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ঃ

২। বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ টাকা

৩। সম্ভাব্য বার্ষিক মুনাফা ঃ টাকা-------- (সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি হিসেবে সংযুক্ত)

৪। মুনাফা বন্টনের প্রস্তাবিত হার ঃ

		অনুপাত (%)
(ক)	ব্যাংক	
(খ)	নিজ	
(গ)	মোট	

৫। ব্যবসায়ের তথ্যাবলী ঃ

(ক) গ্রাহকের/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

(খ) ব্যবসায়ের ঠিকানা ঃ

(টেলিফোন নাম্বারসহ, যদি থাকে)

www.pathagar.com

(গ) ব্যবসায়ের ধরন ঃ

(ঘ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ

(ঙ) বিগত ৩ বছরের ব্যবসায়ের ফলাফল ঃ

	সন ---------	সন ---------	সন ---------
	টাকা	টাকা	টাকা
মোট ক্রয়			
মোট বিক্রয়			
মুনাফা			

৬। প্রতিষ্ঠানের ধরন ঃ একক মালিকানা/অংশীদারী/যৌথ মূলধনী (প্রাঃ)/ পাবলিক লিঃ/ অন্যান্য।

মালিক/অংশীদার/ পরিচালকের নাম	বয়স	পিতা / স্বামীর নাম *	বর্তমান ঠিকানা
১	২	৩	৪

স্থায়ী ঠিকানা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কারিগরী প্রশিক্ষণ/যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সামাজিক কার্যাবলী
৫	৬	৭	৮	৯

* বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে স্বামী ও পিতা উভয়ের নাম।

৭। শাখা অফিস (যদি থাকে) ঃ

www.pathagar.com

৮। অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ

(টেলিফোন নাম্বারসহ)

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মালিকের নাম, পিতার নাম ও বয়স	মালিকের ঠিকানা (বর্তমান ও স্থায়ী)	ব্যবসায়ের বিবরণ	মূলধন	ব্যাংকারের নাম ও ঠিকানা	ব্যাংকে দায় দৈনা প্রকৃতি ও অবস্থা

৯। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ঃ (একক মালিকানা এবং অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

অ) সম্পত্তিসমূহঃ

(ক)	ব্যবসায়িক জমির মূল্য (যদি থাকে)	ঃ	টাকা
(খ)	ব্যবসায়িক ইমারতের মূল্য (যদি থাকে)	ঃ	টাকা
(গ)	যন্ত্রপাতির মূল্য (যদি থাকে)	ঃ	টাকা
(ঘ)	দোকান/শো-রুমের মূল্য (যদি খরিদ/পজেশন ক্রয় করা থাকে)	ঃ	টাকা
(ঙ)	আসবাবপত্রের মূল্য	ঃ	টাকা
(চ)	মজুত মালের মূল্য (স্টক রিপোর্ট সংযুক্ত)	ঃ	টাকা
(ছ)	বিবিধ পাওনা (বিবরণী সংযুক্ত)	ঃ	টাকা
(জ)	ব্যাংকে জমা (ব্যাংক বিবরণী সংযুক্ত)	ঃ	টাকা
(ঝ)	অন্যান্য (বিবরণী সংযুক্ত)	ঃ	টাকা
	মোট সম্পত্তি	ঃ	টাকা

আ) বাদ ঃ দায়-দেনাসমূহ ঃ

(ক)	অত্র ব্যাংকের নিকট দেনা	ঃ	টাকা
(খ)	অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনা (বিস্তারিত বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ	টাকা
(গ)	বিবিধ দেনাদার	ঃ	টাকা
(ঘ)	অন্যান্য দায়দেনা (বিবরণী সংযুক্ত)	ঃ	টাকা
	মোট দায়-দেনা	ঃ	টাকা
	নীট বিনিয়োগ (অ-আ)	ঃ	**টাকা**

১০। বিনিয়োগ-এর পরিমাণ ৫০.০০ লক্ষ টাকা বা তদূর্দ্ধ হলে অথবা যৌথ মূলধনী কারবারের বেলায় বিগত ৩ (তিন) বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ঃ

www.pathagar.com

১১। অন্যান্য সম্পদ (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

১২। ট্রেড লাইসেন্স নং ও মেয়াদ ঃ

১৩। (ক) টি,আই,এন, ঃ

(খ) বর্তমান বছরে প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা

(গ) গত বছরে প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা

১৪। মালিক/ অংশীদারবৃন্দ/ ডাইরেক্টরদের/ গ্যারেন্টরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ ঃ

	সম্পত্তির বিবরণ								
নাম	মৌজা	দাগ নং	খতিয়ান নং			মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং	জমির পরিমাণ	ইমারতের বিবরণ	আনুমানিক মূল্য
			সি, এস	এস, এ	আর, এস				

১৫। প্রস্তাবিত জামানতের বিবরণ

(ক) সহায়ক জামানতের বিবরণ ও মূল্য ঃ
(সম্পত্তির মূল্যায়নপত্র সংযুক্ত)

(খ) ব্যক্তিগত জামানত ঃ

১৬। পূর্বের ব্যাংকের নাম, হিসাব নং ও হিসাব বিবরণী ঃ
(যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১৭। ব্যবসায়ের দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অন্য বাংকে দায়বদ্ধ কি-না ?

তারিখ ঃ ---------- ----------

গ্রাহকের সিল ও স্বাক্ষর

হিসাব নং ঃ হিসাব খোলার তারিখ ঃ

সংযুক্তিপত্রের তালিকা ঃ

১. ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি।
২. সম্ভাব্য লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
৩. পূর্ববতী তিন বছরের ব্যবসার হিসাব বিবরণী।
৪. অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তির সত্যায়িত কপি।

www.pathagar.com

৫. যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিন বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্সশিট।

৬. যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ও পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত (Resolution)-এর সত্যায়িত কপি।

৭. আয়করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (Tax payer's identification number)-সহ আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের (Certificate)-এর সত্যায়িত কপি।

৮. অন্যান্য

স্বাক্ষর ----------

সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি হিসাব

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুত		বিক্রয় (মালের নাম, পরিমাণ, বিবরণ এবং দাম)	
ক্রয় (মালের নাম, পরিমাণ, বিবরণ এবং দাম)		সমাপনী মজুত	
ক্রয় খরচ পরিবহণ খরচ বীমা খরচ কুলি খরচ অন্যান্য খরচ			
বিক্রয় খরচ পরিবহণ খরচ বীমা খরচ কুলি খরচ অন্যান্য খরচ			
মুনাফা		ক্ষতি	

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৫

ব্যাংকের নাম

.....শাখা

সূত্র নং-.....

মেসার্স/জনাব .....

.....

.....

মুহ্তারাম,

আস্সালামু আলাইকুম ।

বিষয় ঃ মুদারাবা বিনিয়োগের মঞ্জুরীপত্র (নমুনা) ।

আপনার/আপনাদের .....তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার/আপনাদের অনুকূলে *মুদারাবা* পদ্ধতিতে টাকা..... (টাকা.....) বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হয়েছে।

১. বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ টাকা.....

২. বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ঃ

৩. বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ

www.pathagar.com

৪. জামানত ঃ

মুদারাবা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দরুন ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্য আপনাকে/আপনাদের নিম্নবর্ণিত জামানতসমূহ প্রদান করতে হবে ঃ

ক) সহায়ক জামানত ঃ

নিম্ন তফসিলভুক্ত .....শতাংশ জমি (দালান-কোঠাসহ, যদি থাকে) মূল্য টাকা .....এর বন্ধক ঃ

১।

২।

৩।

খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত জামানত ঃ

(১) জনাব .....
পিতা .....
ঠিকানা .....

(২) জনাব .....
পিতা .....
ঠিকানা .....

৫. আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত দলিল-পত্রাদি সম্পাদন/জমা প্রদান করতে হবে ঃ

(ক) মুদারাবা চুক্তিনামা (Mudaraba Agreement)
(খ) ডি. পি. নোট
(গ) ডি. পি. নোট ডেলিভারি লেটার
(ঘ) লেটার অব কনটিনিউটি
(ঙ) লেটার অব এ্যারেঞ্জমেন্ট
(চ) মূল টাইটেল ডিডস ও অন্যান্য দলিল (সিএস, এসএ, আরএস পর্চা, ডিসিআর, নির্দায় পত্র, খাজনা রসিদ, বায়া-ডিড ইত্যাদি)
(ছ) জমি বন্ধকি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি
(জ) অন্যান্য দলিল (ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী)।

www.pathagar.com

৬. বীমা ঃ

আপনাকে/আপনাদেরকে কমপক্ষে ক্রমিক নং ১-এ বর্ণিত মোট বিনিয়োগ ও তার উপর অতিরিক্ত আরো ১০%-এর সমপরিমাণ টাকার অবশ্যই অগ্নি, দাঙ্গা ও ধর্মঘট, বন্যা ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিজনিত ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি ব্যাংক মর্টগেজ ক্লজসহ কভার করে ব্যাংকের তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানী থেকে বীমা করতে হবে- যা মুদারাবা কারবারের ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে সমন্বয় হবে।

৭. হিসাব চূড়ান্তকরণ ঃ

মেয়াদ শেষে অথবা চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে আপনাকে/ আপনাদেরকে ব্যবসায়ের হিসার তৈরি করে মেয়াদপূর্তির/চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের পর ..... দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত হিসাব যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত করা হবে।

১০. লাভ ভাগাভাগি/ক্ষতি বহন অনুপাত ঃ

(ক) হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর নিম্নবর্ণিত হারে লাভ বণ্টিত হবে ঃ

ব্যাংক	....	...%
গ্রাহক	....	...%

(খ) যদি আপনার/আপনাদের অবহেলাজনিত অথবা আপনার/ আপনাদের দ্বারা চুক্তির পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতি সংঘটিত হয় তবে আপনাকে/আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করতে হবে। অন্যথায়, ব্যাংক সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করবে।

১১. ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিশোধের পদ্ধতি ঃ

হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার ..... দিনের মধ্যে ব্যাংকের যাবতীয় পাওনা আপনার/আপনাদের নামে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট মুশারাকা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। স্বীকৃত লাভ/ক্ষতি ৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ব্যাংকের বিনিয়োগের সাথে সমন্বয়পূর্বক ব্যাংকের পাওনা নির্ধারিত হবে।

১২. ক্ষতিপূরণ ঃ

কোনো পক্ষ মুদারাবা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ব্যাংকের রিভিউ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

www.pathagar.com

১৩. অন্যান্য শর্ত/শর্তাবলী ঃ

ক)

খ)

গ)

উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ আপনার/আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে এতদসঙ্গে সংযুক্ত অত্র অনুমোদনপত্রের অনুলিপি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করত ফেরত দান এবং জামানতসহ অন্যান্য দলিল-পত্র সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করছি, অন্যথায় এ মঞ্জুরীপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

মা-আস্‌সালাম।

উল্লেখিত শর্তাদি স্বীকার করে অত্র অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

আপনার বিশ্বস্ত

ব্যবস্থাপক

গ্রাহকের স্বাক্ষর (নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে) ও তারিখ
(কোম্পানীর সিলসহ)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৬

ব্যাংকের নাম

বিশেষ
আঠালো
স্ট্যাম্প

মুদারাবা চুক্তিপত্র (নমুনা)

..... ব্যাংক লিমিটেড,
..... শাখা, ... যার প্রধান কার্যালয়
..... ঢাকায় অবস্থিত এবং কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (বর্তমানে ১৯৯৪)-এর আওতায় বাংলাদেশ নিবন্ধিত।

প্রথম পক্ষ ব্যাংক

.....পিতা .....
মাতা.....স্বামী.....
সাং.....ডাকঘর .....
থানা.....জেলা .....
পেশা ..... ।

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহক

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ব্যাংক মুদারাকা পদ্ধতিতে গ্রাহকের সাথে .....
ব্যবসা / শিল্পে অংশগ্রহণে সম্মত হয়ে গ্রাহকের অনুকূলে মুদারাবা বিনিয়োগের মঞ্জুরীপত্র প্রদান করে যা গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বীকৃত এবং স্বাক্ষরিত হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী পক্ষদ্বয় নিম্নোক্ত শর্তাদিতে ঐকমত্য পোষণপূর্বক অদ্য .....ইং তারিখে ..... (স্থানে) সুস্থ শরীরে স্বতস্ফূর্তভাবে নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করে।

www.pathagar.com

চুক্তিপত্রের শর্তসমূহ

১. .....ব্যবসায়/
.....
উৎপাদন ও বিপণন-এর জন্য মুদারাবা কারবারটি ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২. সংশ্লিষ্ট ব্যবসা/শিল্পের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ..... টাকা (টাকা .....)। উক্ত বিনিয়োগের সম্পূর্ণ ব্যাংক যোগান দেবে ।

৩. গ্রাহক ও তার/তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালিত হবে এবং এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব গ্রাহকের। তবে ব্যাংক প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। এ জন্য ব্যাংকের প্রতিনিধি ব্যবসা/শিল্পের যে কোনো স্থানে/কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করতে পারবো।

৪. ব্যবসা/শিল্পের মেয়াদ আগামী .....ইং তারিখ পর্যন্ত .....বছর।

৫. প্রতি বছর .....ইং তারিখে এবং/অথবা মেয়াদ শেষে হিসাবপত্র উক্ত তারিখের অথবা মেয়াদের পর .....দিনের মধ্যে ব্যাংকের নিকট জমাপূর্বক উভয়ের সম্মতিতে চূড়ান্ত করা হবে।

৬. চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী লাভ হলে ব্যাংক তার ..... শতাংশ এবং গ্রাহক ..... শতাংশ পাবে। হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার ..... দিনের মধ্যে গ্রাহক ব্যাংকের আনুপাতিক লভ্যাংশ ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের নামে মুদারাবা হিসেবে জমা দেবে। মেয়াদ শেষ হলে গ্রাহককে উক্ত তারিখের মধ্যে ব্যাংকের বিনিয়োগ উক্ত মুদারাবা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দেবে।

৭. গ্রাহকের দায়িত্বে অবহেলাজনিত কারণ, মঞ্জুরীপত্র ও অত্র চুক্তিপত্রের শর্তাদি ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ে/শিল্পে ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ ক্ষতি গ্রাহক বহন করবে এবং ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো নির্ধারিত সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর ..... দিনের মধ্যে ব্যাংকের সমুদয় বিনিয়োগ গ্রাহককে তার/তাদের নামে ব্যাংকের মুদারাবা হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে।

৮. ৭ নং ক্রমিকে বর্ণিত কারণসমূহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিকভাবে ক্ষতি হলে তা ব্যাংক বহন করবে। এক্ষেত্রে ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত তারিখে অথবা মেয়াদ

www.pathagar.com

শেষে অথবা উভয়ের সম্মতিতে যে কোনো সময় হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর ..... দিনের মধ্যে ক্ষতি বাদ দিয়ে ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রাহক তার/তাদের নামে রক্ষিত ব্যাংকের মুদারাবা হিসেবে জমা প্রদানের মাধ্যমে ফেরত দেবে।

৯. মেয়াদপূর্তির আগে কোনো অনিবার্য কারণবশত অথবা ক্রমাগত লোকসানের কারণে ব্যবসা বন্ধ করার প্রয়োজন হলে অথবা মেয়াদ শেষে হিসাব চূড়ান্ত করার জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পদ মূল্যায়িত হবে এবং উক্ত নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহক ঐ সম্পত্তি নিবে। তবে উভয়ের সম্মতিতে সম্ভব হলে ঐ সম্পদ উপযুক্ত মূল্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রি করে হিসাব চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খরিদ্দার সংগ্রহ ও বিক্রির দায়-দায়িত্ব গ্রাহকের।

১০. ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে ..... ইং তারিখে ইস্যুকৃত মঞ্জুরীপত্র নং ..... এর যাবতীয় শর্তাদি অত্র চুক্তিপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে যা পক্ষদ্বয় মানতে বাধ্য থাকবে।

১১. অত্র চুক্তি অথবা বর্ণিত মঞ্জুরীপত্রের কোনো শর্ত কোনো পক্ষ ভঙ্গ করলে শর্ত ভঙ্গকারী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ব্যাংকের রিভিউ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১২. অত্র চুক্তিপত্রের সমুদয় অথবা যে কোনো শর্ত ব্যাংক ও গ্রাহকের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করা যেতে পারে।

প্রথম পক্ষ

ব্যাংক-এর পক্ষে

সাক্ষীগণ ঃ

১। নাম.....

পিতার নাম.....

ঠিকানা .....

.....

ব্যবস্থাপক

.... শাখা

(ব্যাংকের সিল ও স্বাক্ষর)

স্বাক্ষর.....

www.pathagar.com

২। নাম.....

পিতার নাম.....

ঠিকানা .....

.....

দ্বিতীয় পক্ষ

..... এর পক্ষে

স্বাক্ষর.....

মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত
অংশীদার/পরিচালকবৃন্দ
(সিল ও স্বাক্ষর)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৭

ব্যাংকের নাম

ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য আবেদনপত্র

ছবি

ব্যবস্থাপক

..... ব্যাংক লিমিটেড

.....শাখা

.....

মুহতারাম,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনার ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে টাকা ..... (টাকা .....) মাত্র এর একটি ব্যাংক গ্যারান্টি সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী ..... অনুকূলে নিম্নবর্ণিত শর্তে আমার/আমাদের পক্ষে ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করছি।

১।	ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ	ঃ	টাকা :
২।	ক. নগদ জামানত	ঃ	টাকা :
	খ. সহায়ক জামানত	ঃ	টাকা :
৩।	যার অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করা হবে তাদের নাম ও ঠিকানা	ঃ	মেসার্স .....
৪।	গ্যারান্টির মেয়াদ	ঃ	..... মাস (মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ .....)
৫।	উদ্দেশ্য	ঃ	

www.pathagar.com

এ প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নেবর্ণিত তথ্যাবলী আপনাদের সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য প্রদান করছি ঃ

১। আবেদনকারী গ্রাহকের নাম (প্রতিষ্ঠান) ঃ

২। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ
(টেলিফোন নাম্বারসহ)

৩। কারখানার ঠিকানা ঃ

৪। ব্যবসা প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ

৫। ব্যবসার বিবরণ ঃ

৭। প্রতিষ্ঠানের ধরন ঃ একক মালিকানা/অংশীদারী/ যৌথ মূলধনী (প্রাঃ)/পাবলিক লিঃ/অন্যান্য

মালিক/অংশীদার/ পরিচালকের নাম	বয়স	পিতা/স্বামীর নাম*	বর্তমান ঠিকানা
১	২	৩	৪

স্থায়ী ঠিকানা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কারিগরী প্রশিক্ষণ/ যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	সামাজিক কার্যাবলী
৫	৬	৭	৮	৯

* বিঃ দ্রঃ বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে স্বামী ও পিতা উভয়ের নাম

৮। শাখা অফিস (যদি থাকে) ঃ

www.pathagar.com

৯। অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ
(টেলিফোন নাম্বারসহ)

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মালিকের নাম, পিতার নাম, বয়স ও ঠিকানা (বর্তমান ও স্থায়ী)	ব্যবসায়ের বিবরণ	মূলধন	ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	ব্যাংকের দায়-দেনা প্রকৃতি ও অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

১০। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ (একক মালিকানা এবং অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ঃ

(ক) দোকান/শো-রুমের মূল্য ঃ টাকা
(যদি খরিদ করা থাকে)

(খ) কারখানার জমির মূল্য ঃ টাকা

(গ) কারখানার ইমারতের মূল্য ঃ টাকা

(ঘ) মেশিনপত্রের মূল্য ঃ টাকা

(ঙ) আসবাবপত্রের মূল্য ঃ টাকা

(চ) মজুত মালের মূল্য ঃ টাকা
(স্টক রিপোর্ট সংযুক্ত)

(ছ) বিবিধ পাওনা
(বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

মোট ঃ টাকা

বাদ ঃ বিবিধ দেনা (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

সর্বমোট ঃ টাকা

১১। ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ ১.০০ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব হলে অথবা যৌথ মূলধনী কারবারের বেলায় বিগত ৩ (তিন) বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ঃ

৩ (তিন) বৎসরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট সংযুক্ত

১২। অন্যান্য সম্পদ (বিবরণী সংযুক্ত) ঃ টাকা

১৩। ট্রেড লাইসেন্স নং ও মেয়াদ ঃ

www.pathagar.com

১৪। (ক) টি, আই, এন ঃ

(খ) বর্তমান বছরে প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা

(গ) গত বছর প্রদত্ত আয়কর ঃ টাকা

১৫। ব্যবসায়ে/শিল্প/বাণিজ্যে যতদিন যাবত নিয়োজিত এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ঃ

১৬। মালিক/ অংশীদারবৃন্দ/ ডাইরেক্টরদের/ গ্যারেন্টরের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ ঃ

	সম্পত্তির বিবরণ								
নাম	মৌজা	দাগ নং	খতিয়ান নং			মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং	জমির পরিমাণ	ইমারতের বিবরণ	আনুমানিক মূল্য
			সি, এস	এস, এ	আর, এস				

১৭। আবেদনকারী গ্রাহকের দায়দেনার বিবরণ ঃ

(ক) অত্র ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার নিকট দেনা ঃ টাকা

(খ) অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনা ঃ টাকা
(বিস্তারিত বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)

(গ) অন্যান্য দায়দেনা ঃ টাকা

(ঘ) প্রদেয় বিল ঃ টাকা

মোট ঃ টাকা

১৮। প্রস্তাবিত জামানতের বিবরণ ঃ

(ক) নগদ ঃ টাকা

(খ) কাউন্টার গ্যারান্টি ঃ টাকা

(গ) সহায়ক জামানতের বিবরণ ও মূল্য ঃ টাকা
(সম্পত্তির মূল্যায়নপত্র সংযুক্ত)

(ঘ) ব্যক্তিগত জামানত ঃ জনাব .....

১৯। পূর্বের ব্যাংকের নাম, হিসাব নং ও হিসাব বিবরণী ঃ

২০। আবেদনকারী গ্রাহকের ব্যবসায়িক সুনাম ঃ

২১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ক্ষমতা ঃ

www.pathagar.com

২২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের জমি, মেশিনারিজ ইত্যাদি অন্য ব্যাংকে দায়বদ্ধ কি–না ?

তরিখ ঃ ....

গ্রাহকের সিল ও স্বাক্ষর

হিসাব নং ঃ

হিসাব খোলার তারিখ ঃ

সংযুক্তিপত্রের তালিকা ঃ

১. ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি।

২. সম্ভাব্য লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

৩. পূর্ববর্তী তিন বছরের ব্যবসার হিসাব বিবরণী।

৪. সম্ভাব্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী (Short feasibility report)।

৫. অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তির সত্যায়িত কপি।

৬. যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিন বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্সশিট।

৭. যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েসন পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত (Resolution)-এর সত্যায়িত কপি।

৮. টিআইএন-এর সত্যায়িত কপি।

৯. সুবিধা/বিনিয়োগ পারফরমেন্স-এর সিট, যদি থাকে।

১০. অন্যান্য।

স্বাক্ষর --------------

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৮

ব্যাংকের নাম

---------- শাখা

সূত্র নং ---------- তারিখ ঃ .....ইং

মেসার্স / জনাব ----------

মুহতারাম
আসসালামু আলাইকুম ।

বিষয় ঃ আপনার/আপনাদের পক্ষে এবং মেসার্স.....অনুকূলে টাঃ ..... (টাকা.....)-এর ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর মঞ্জুরীপত্র।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার/আপনাদের ..... তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স ..... অনুকূলে টাকা ..... (টাকা .....)-এর একটি ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুর জন্য ব্যাংক আপনাদের অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ব্যাংক গ্যারান্টি সুবিধা মঞ্জুর করেছেন।

১। ব্যাংক গ্যারান্টির পরিমাণ ঃ টাকা .....
২। যার অনুকূলে ইস্যু করা হবে ঃ
৩। উদ্দেশ্য ঃ
৪। মেয়াদ ঃ ..... মাস
(.....তারিখ পর্যন্ত)

৫। জামানত ঃ
ক) নগদ ঃ
খ) কাউন্টার গ্যারান্টি ঃ
গ) সহায়ক জামানত ঃ
ঘ) অন্যান্য জামানত ঃ
অ) জনাব ..... এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।

www.pathagar.com

৬। আপনাকে/আপনাদেরকে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র সম্পাদন/জমা প্রদান করতে হবে-

(ক) ডি, পি, নোট
(খ) ডি, পি, নোট ডেলিভারি লেটার
(গ) লেটার অব অথরিটি
(ঘ) কাউন্টার গ্যারান্টি
(ঙ) ব্যক্তিগত জামানত
(চ) মূল টাইটেল ডিডস ও অন্যান্য দলিল (সিএস, এসএ, আরএস পর্চা, খাজনা রসিদ, সংশ্লিষ্ট বায়া-ডিড ইত্যাদি)।
(ছ) জমি বন্ধকী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি (মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব টাইটেল ডিডস, এফিডেভিট ইত্যাদি)।
(জ) অন্যান্য দলিল (ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী)

.....

৭। নগদায়ন/আদায়/ক্ষতিপূরণ ঃ

ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়নের জন্য উপস্থাপিত হলে আপনি/আপনারা প্রয়োজনীয় অর্থ আপনাদের চলতি হিসেবে চাহিবামাত্র জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায়, আপনার নামে বিনিয়োগ/সাসপেন্স হিসাব ডেবিট করে গ্যারান্টির দাবি পরিশোধ করা হবে। দাবি পরিশোধের তারিখ থেকে ব্যাংক পাওনা খরচাদিসহ আপনাদের নিকট হতে আদায় না হওয়া পর্যন্ত দৈনিক .....% হারে লাভ/ভাড়া/জরিমানাসহ মূল টাকা ফেরত দিতে আইনত বাধ্য থাকবেন।

৮। অন্যান্য শর্ত/শর্তাবলী ঃ

উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ আপনার/আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত অত্র অনুমোদনপত্রের কপিটি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে ফেরত দান এবং জামানতসহ অন্য দলিলপত্রাদি সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করছি ।

মা-আস্‌সালাম।

উল্লিখিত শর্তাদি গ্রহণ করে অত্র অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

আপনার বিশ্বস্ত

.....
গ্রাহকের স্বাক্ষর (নমুনা স্বাক্ষর অনুসারে) ও তারিখ
(কোম্পানীর সিলসহ)

ব্যবস্থাপক

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১.	Islam and the Economic Challenge	M. Umer Chapra
২.	An Introduction to Islamic Finance	Muhammad Taqi Usmani
৩.	Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions	Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
৪.	Shari'a Standards (2002)	Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
৫.	Shari'a Standard No. (14) (Exposure Draft) on Documentary Credits	Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
৬.	Guidelines for Foreign Exchange Transactions	Bangladesh Bank
৭.	A Text Book on Foreign Exchange	L.R. Chowdhury
৮.	The Negotiable Instrument Act	Pakistan Legal Decisions
৯.	Capital Adequacy Framework for Islamic Banks	Dadang Muljawan, Humayon A. Dar and Maximilan J.B. Hall
১০.	Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Publication No. 500)	International Chamber of Commerce
১১.	Investments and Bank Guarantee Manuals	Islami Bank Bangladesh Limited
১২.	সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
১৩.	ইসলামী অর্থনীতি	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
১৪.	ইসলামী ব্যাংকিং-একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা	অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

www.pathagar.com

১৫.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
	বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন রীতি ও পদ্ধতি	এম. এ. ইউসুফ ও এম. আর. সিনহা
১৬.	বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে আগাম চুক্তিঃ একটি শরীয়াহ্ ভিত্তিক পর্যালোচনা	শরীয়াহ্ কাউন্সিল সচিবালয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
১৭.	শরীয়তে পাওনা আদায়ে বিলম্বের কারনে ক্ষতিপূরণ	সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী

www.pathagar.com

www.pathagar.com